চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 89 Tuesday, 28 February, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ৮৯ সংখ্যা ✻ ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

'ফরওয়ার্ড কালচার ছেড়ে দিন'

নবান্নের অন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তা সচিবদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে সাধারণ মানুষের যে অভিযোগগুলি জমা পড়ে রয়েছে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আর সেই কারণে সোমবার রাজ্যের পনেরোটি দফতরকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি দফতরের সচিবদের নিয়ে এই বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে পনেরোটি দফতর এদিনের বৈঠকে ছিল, সেগুলি হল স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শ্রম, শিক্ষা, নগরোন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য বণ্টন, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, ভূমি সংস্কার, অনগ্রসর শ্রেণী, পূর্ত দফতর, পঞ্চায়েত, শিশু ও সমাজ কল্যাণ এবং সিএমও। অর্থাৎ, যে দফতরগুলির সঙ্গে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প জড়িয়ে রয়েছে, সেই সব দফতরগুলিকে নিয়ে এদিন বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী।নবান্নের অন্দরে প্রশাসনিক স্তরে এদিন কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি প্রশাসনের অন্দরে বিভিন্ন কাজ ফরওয়ার্ড করা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। মমতা এ দিন বৈঠকে বলেছেন, ''আপনাদের ফরওয়ার্ড কালচার ছেড়ে দিন। আপনারা কোনও অভিযোগ এলেই ফরওয়ার্ড করে দেন। আর সেই ফরওয়ার্ড করে দিলেই তো অভিযোগের সুরাহা হয় না।'' মুখ্যমন্ত্রী এদিন নির্দেশ দিয়ে বলেন, ''আপনাদের কাছে যে অভিযোগটি আসছে, সেটি নিস্পত্তি হল কি না, সেটা দেখতে হবে আপনাদের। অভিযোগের পরিস্থিতি কী রয়েছে, সেটি অভিযোগকারীকে ফোন করতে জানতে হবে। অভিযোগকারীকে আপনি নিজে ফোন

'দিদির দূত' নিয়ে বৈঠকে বিশেষ হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

করবেন না আপনার দফতর থেকে কেউ ফোন করে কথা বলবে, সেটা আপনি দেখে নিন। কিন্তু অভিযোগের নিস্পত্তি সঠিক ভাবে হল কি না, তা সিএমওকে দফতরকেও জানাতে হবে।'' এমনিতেই সরকারি পরিষেবার দিকে নজর রাখতে সাধারণত কড়া মনোভাবই থাকে মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে দিদিকে বলো-এর মতো কর্মসূচি নিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনেছিলেন তিনি। এ ছাড়া দলীয় স্তরে বিভিন্ন ভাবে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে বিধায়ক, সাংসদ থেকে একেবারে পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীদেরও নির্দেশ দিয়ে থাকেন তিনি। সরকারি পরিষেবায় দুয়ারে সরকারে মতো প্রকল্পে সাধারণ মানুষের কাছেও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে তিনি জোর দিয়ে থাকেন। এ বারে এই নির্দেশে সরকারি লাল-ফিতের ফাঁসে কিছুটা হলেও তাড়া পড়তে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিভিন্ন দফতরে-দফতরে অভিযোগ নিয়ে ঘুরেও দীর্ঘদিন একই সমস্যার মুখে পড়ে যাঁদের নাজেহাল হতে হয়, তাঁদের কাছে এই তৎপরতার নির্দেশ নতুন সুবিধা দিক খুলে দিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, প্রয়োজনে প্রতিটি দফতরের জন্য আলাদা আলাদা টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। টাস্ক ফোর্সের মাথায় থাকবেন সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধান সচিব। পাশাপাশি জেলাতেও একজন অতিরিক্ত জেলাশাসককে এই বিষয়টি দেখতে হবে বলে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর। শুধু মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের গ্রিভান্স সেলে জমা পড়া অভিযোগ নয়, শাসক দলের 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে যেসব অভিযোগ জমা পড়েছিল, তা ইতিমধ্যেই সরকারকে জানিয়েছে তারা। সেই অভিযোগেরও দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে বলে জানানো হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এদিনের বৈঠকে সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রসঙ্গও উঠে আসে মমতার কথায়। নবান্ন সূত্রে খবর, সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে যাঁরা ভাল কাজ করছেন এবং যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, তাঁদের বেতন পরিকাঠামো কীভাবে ভাল করা যায়, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছুক্ষেত্রে হোমগার্ডের কোটা আছে। সেই কোটায় কতজনকে নিয়োগ করা যেতে পারে, তার জন্য কী কী করা যেতে পারে, তা পর্যালোচনা করে দেখতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে।

বিরাট সিদ্ধান্ত নবান্নের

রাজ্যের শিক্ষায় এবার 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স'!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও এগোতে চায় রাজ্য? অন্তত তেমনটাই সম্ভাবনা হিসেবে উঠে আসছে। স্কুল ও উচ্চশিক্ষায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে আনতে চায় রাজ্য। তার জন্য ৮ সদস্য একটি ট্রাস্ক ফোর্স গঠন করেছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর। উচ্চশিক্ষা দফতর সূত্রে খবর প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মিত্রকে মাথায় রেখে এই টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই আট সদস্যর টাস্ক ফোর্স এ রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মিত্র, রাজ্য উচ্চ শিক্ষা সংসদের ভাইস চেয়ারপারসন কৌশিকী দাশগুপ্ত, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গাঙ্গুলি, সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার, রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ডিরেক্টর স্কুল অফ ইনফর্মেশন সাইন্স নবারুণ ভট্টাচার্য, রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান সোম দত্তা চক্রবর্তী, বঙ্গবাসী কলেজের কম্পিউটার সাইন্স এর অধ্যাপক সপ্তর্ষি গোস্বামী। এই আটজনকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই বিশেষ টাস্ক ফোর্স। রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের তরফের জারি করা নির্দেশিতায় বলা হয়েছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে রাজ্যের শিক্ষায় কিভাবে নিয়ে আসা যেতে পারে তার জন্য

সুপারিশ দেবে এই কমিটি। স্কুল এবং উচ্চশিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে এর লাভ কি হতে পারে তা নিয়েও সুপারিশ দেবে এই কমিটি। তার জন্য বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিত্বদের সঙ্গেও কথা বলবে এই কমিটির সদস্যরা। ১৫ই মার্চের মধ্যে এই টাস্ক ফোর্স তাদের সুপারিশ দেবে বলেও নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে। এই টাস্ক ফোর্স রবিবার অর্থাৎ গতকালই একটি বৈঠকে বসে। মূলত রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় কিভাবে নিয়ে আসা যেতে পারে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর বিভিন্ন উপাদানকে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। টাস্ক ফোর্স এর বিভিন্ন সদস্যদেরই তাদের মতামত তৈরি করতে বলা হয়েছে ওই বৈঠকে। শুধু তাই নয়, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর কোন কোন উপাদান নিয়ে আসা হতে পারে তা নিয়েও কমিটিতে থাকা সদস্যদের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেও বলা হয়েছে গতকালের বৈঠকে বলেই সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত এখনো পর্যন্ত কোনো রাজ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কে শিক্ষায় সে অর্থে নিয়ে আসেনি। যদিও বিদেশের একাধিক জায়গায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা হচ্ছে। সে দিক থেকে রাজ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় আরো এগোতে চাইছে। তার জন্যই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে গুরুত্ব দিতে চাইছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

চাকরিপ্রার্থীর আত্মহত্যার নেপথ্যে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র

পর্যবেক্ষণ বিচারপতি মান্থার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ মুর্শিদাবাদের লালগোলার চাকরিপ্রার্থীর আত্মহত্যার নেপথ্য বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এমনই মন্তব্য করেন। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বৃহত্তর ষড়যন্ত্র উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওই নোটে (আত্মঘাতী চাকরিপ্রার্থীর সুইসাইড নোট) দিবাকর কনুই নামে একজনকে দায়ী করা হয়েছে। তাঁকে তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সিবিআই কেন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে না? পুলিশের তরফ থেকে আদালতে জানানো হয়, আত্মঘাতী চাকরিপ্রার্থী আব্দুর রহমানের কাছ থেকে একটি ন'পাতার নোট পাওয়া গিয়েছে। তিনি কেবল প্রতারিত চাকরিপ্রার্থী তাই নয়, তিনি নিজেও জড়িয়ে পড়েছিলেন নিয়োগ দুর্নীতিতে। পুলিশের চার্জশিটেই তাঁর নাম রয়েছে। আদালতের সামনে এই বিষয়টি তুলে ধরে পুলিশ। আদালতে পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে রহমানের। বৃহত্তর ষড়যন্ত্র খুঁজে বার করার সুযোগ রয়েছে। মৃত রহমান-সহ চার জনের বিরুদ্ধেই চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। তখন বিচারপতির উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ, সিবিআইয়ের বক্তব্য শুনতে হবে। কারণ লালগোলা থানা এখনও তদন্তে ত্রুটি করেনি। এসএসসি দুর্নীতির সঙ্গে এই ঘটনার যোগ রয়েছে। শুধু আত্মহত্যা নয়, কোর্ট নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও তদন্তের বিষয় নিয়ে চিন্তিত। তাই সিবিআই-এর মতামত চায়। এরপরই বিচারপতির প্রশ্ন, সিবিআই কেন জেলে গিয়ে জেরা করছে না? বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা ওড়ানো যাচ্ছে না। এই মামলার সিবিআই-এর মতামত চেয়েছেন বিচারপতি। বুধবার ফের শুনানি। ওইদিন সিবিআই-এর বক্তব্য শুনবে আদালত। তারপরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে বিচারপতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদের লালগোলায় চাকরিপ্রার্থী আব্দুর রহমানের দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, আত্মঘাতী হয়েছেন রহমান। প্রাথমিকে চাকরির টোপ দিয়ে রহমানের কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই টাকা দিয়েও তিনি চাকরি পাননি বলে দাবি পরিবারের। বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়ায় সুইসাইড নোট ও পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভুয়ো সংস্থা খুলে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ

কলকাতায় গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ভুয়ো ইলেকট্রনিক সামগ্রী আমদানির নাম করে কোটি কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ। চক্রান্তে জড়িত থাকার অভিযোগে দিল্লির একটি সংস্থার কর্তাকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করল শুল্ক দফতর। ধৃত বিনয় নারাংকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যাঙ্কশাল আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে ছয়টি সংস্থা মিলে প্রায় ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাঠানোর অভিযোগ তুলেছে শুল্ক দফতর। শুল্ক দফতর সূত্রে খবর, এসডি কার্ড আমদানির নাম করে বিপুল অঙ্কের টাকা মূলত হংকং সহ বেশ কিছু দেশে পাচার করা হয়েছে। ফরেনসিক পরীক্ষা থেকে জানা যায় আমদানি করা ইলেকট্রনিক আসায় শুল্ক দফতর তাঁকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১২০ কোটি পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে শুল্ক দফতরের আইনজীবী নাদিম সুলেমান বলেন, ''১২০ কোটি টাকার হিসাব এখনও পর্যন্ত আমাদের হাতে এসেছে। সব কালো টাকা। বিদেশে পাচার হয়েছে। ওদের দাবি, কিছু মাইক্রো চিপ বা এসডি কার্ড আমদানি করেছে। আমরা সেই এসডি কার্ডগুলির ল্যাব টেস্ট করি। দেখা যায় সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দেখায় এই নষ্ট এসডি কার্ডগুলি ওরা ৩৩০ কোটি টাকা দিয়ে আমদানি করেছে। এরই তদন্তে নেমে যে কটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের খোঁজ মিলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১২০ কোটি ওরা বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। বাকি অ্যাকাউন্টগুলিরও খোঁজ চলছে। এই গ্রুপে ৬টা সংস্থা রয়েছে। যাঁরা মোট এখনও পর্যন্ত ২ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওদের

সামগ্রীগুলি আসলে ভুয়ো। অভিযোগ, দিল্লির এই ছয়টি সংস্থা ভুয়ো নথি পেশ করে বিদেশে টাকা পাঠিয়েছে। তদন্তে নেমে শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা জানতে পারেন দিল্লিতে বন্ধ সংস্থাগুলির অফিস। তার মধ্যেই এক সংস্থার কর্ণধার কলকাতায় সব অফিস দিল্লিতে। সবই বন্ধ। তারমানেই বোঝা যাচ্ছে টাকা লেনদেনের জন্য অফিসগুলি খোলা হয়েছিল।'' তাঁর দাবি, হওয়ালার মাধ্যমেই সব টাকা পাঠানো হয়েছে। তবে, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত বাকিদের খোঁজে তদন্ত এখনও চলছে।

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কড়া নিরাপত্তা

সংসদের ঘোষিত নিয়মটি মানতেই হবে সকলকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ১৪ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক ২০২৩। সোমবারই এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত স্কুলের প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষিকা, সেন্টার ইন চার্জদের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সেই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট, পরীক্ষায় কোনওরকম টোকাটুকি রুখতে বা প্রশ্নপত্র যাতে

কোনওভাবেই ফাঁস না হয়, তার জন্য কঠোরভাবে নজরদারি চলবে সংসদের। উচ্চমাধ্যমিকের পাশাপাশি একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নিয়েও একই নির্দেশিকা। কোনওভাবেই পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবে না। প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের মূল গেটে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ মোবাইল চেকিং করবেন। নজর রাখতে হবে ভেন্যু সুপারভাইজারকেও। শুধু পরীক্ষার্থীরাই নয়, ভেন্যু সুপারভাইজার, সেন্টার ইনচার্জ, সেন্টার সেক্রেটারি ছাড়া কোনও শিক্ষাকর্মীই ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন না। বিদ্যালয়ের প্রধানদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা যখন অ্যাডমিট কার্ড নিতে আসবেন, তখনই যেন মোবাইলের বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়। সারা রাজ্যে প্রায় ২৩৫টি পরীক্ষাকেন্দ্র 'স্পর্শকাতর পরীক্ষাকেন্দ্র' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির বাইরে বসছে মেটাল ডিটেক্টর। যার মাধ্যমে মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক্স গেজেট চেকিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেক পরীক্ষাকক্ষের বাইরে থাকবেন ২ জন পরিদর্শক। তাঁরাই কারও কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করে প্রশ্নপত্র দেবেন। যে কক্ষে যে বিষয়ের পরীক্ষা হবে, সেই বিষয়ের শিক্ষক সেই কক্ষে পরিদর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারবেন না। প্রতি ভেন্যুতে ভেন্যু সুপারভাইজারকে বিশেষ দায়িত্ব-সহ আইকার্ড দেওয়া হবে। কোনও ভেন্যু সম্পর্কে যদি কোনও বিশৃঙ্খলা, ভাঙচুর, টোকাটুকির অভিযোগ ওঠে, তাহলে সেই স্কুলের রেজাল্ট সাময়িকভাবে আটকে যেতে পারে। পরীক্ষা শুরুর পর ১ ঘণ্টা পর্যন্ত কাউকে টয়লেট যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না এবং ১২টা ৪৫-এর আগে কোনও পরীক্ষার্থী হল থেকে বেরোতে পারবে না। ১ ঘণ্টা পর টয়লেটে গেলে খাতা ও প্রশ্নপত্র জমা রেখে যেতে হবে।

দেশ-বিদেশে মানিক ভট্টাচার্যের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, মানিক ভট্টাচার্যের রাজ্য, দেশ এবং দেশের বাইরে যেখানে যা সম্পত্তি আছে, তা বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এর আগে দুটি আলাদা মামলায় মানিককে ২ লক্ষ এবং ৫ লক্ষ, মোট ৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করে আদালত। সেই জরিমানার টাকা দেননি মানিক। এমনকি আদালতে কোনও আবেদনও জানাননি তিনি। সেই জরিমানার টাকা অনাদায়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার মামলার শুনানিতে তদন্তকারী সংস্থাকে এই নির্দেশ দেন তিনি। দ্রুতই দেশ বিদেশে মানিকের যত সম্পত্তি রয়েছে, তা বাজেয়াপ্ত করবে সিবিআই। মায়ারানি পাল নামে এক চাকরিপ্রার্থীর করা মামলায় জরিমানা করা হয়েছিল মানিক ভট্টাচার্যকে। জানা যায়, মায়ারানি ২০১৪ সালে প্রাথমিক টেটে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৬ বছর পরও ফল না জানতে পেরে মামলা দায়ের করেন তিনি। মামলকারীর বক্তব্য ছিল, টেটের ফল জানতে না পারায় ২০১৬ এবং ২০২০ সালের দু'টি পরীক্ষাতেও অংশ নিতে পারেননি তিনি। এর ফলে তিনি বঞ্চিত হন। যেহেতু ওই পরীক্ষার সময় পর্ষদের সভাপতি ছিলেন মানিক, তাই এই মামলায় মানিককে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত।

দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার ৫ দিনের সিবিআই হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ সিবিআই-এর দাবি মেনে নিল আদালত। দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে ৫ দিনের সিবিআই হেফাজত দিল দিল্লি আদালত। আবগারি দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের দাবি মেনেই এই রায় দিলেন রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতের বিচারক। ফলে আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতেই থাকবেন দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ৩টে নাগাদ দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের করে দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক এম.কে নাগপালের বেঞ্চে পেশ করা হয় দিনের সিবিআই হেফাজতে পাঠাল আদালত। উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এদিন সকাল থেকেই উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজধানী। দিল্লিতে সিবিআই সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখান আপ কর্মী-সমর্থকেরা। যদিও বিক্ষোভ সামাল দিতে আগে থেকেই সিবিআই সদর দফতরের সামনে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। আপ কর্মী-সমর্থকেরা ব্যারিকেড ভেঙে সিবিআই দফতরের দিকে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় এবং দু-পক্ষের মধ্যে একপ্রস্থ সংঘর্ষও হয়। তারপর দুপুরে মণীশ সিসোদিয়াকে আদালতে পেশ করার সময়ও রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্ট চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় তাঁর অনুগামীরা। উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে ৫

মনীশ সিসদিয়াকে। তাঁর পক্ষে সওয়াল করেন আইনজীবী মোহিত মাথুর এবং সিদ্ধার্থ আগরওয়াল। মন্ত্রীর জামিনের আবেদন জানান তাঁরা। অন্যদিকে, আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মণীশ সিসোদিয়াকে ৫ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় সিবিআই। বাদী-বিবাদী পক্ষের আবেদনের পর বেশ কিছুক্ষণ রায়দান স্থগিত রাখে আদালত। ঘণ্টা খানেক পর অবশেষে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আবেদন মেনে দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে ৫ দিনের সিবিআই হেফাজত দেওয়ার পর আপ কর্মী-সমর্থকেরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে আদালত চত্বরেই ব্যারিকেড করেছিল পুলিশ। কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মণীশ সিসোদিয়াকে আদালত থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে কেবল দিল্লি নয়, গোটা দেশেই এদিন প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আঁচ পড়ে বাংলাতেও। মণীশ সিসোদিয়াকে গ্রেফতারি এবং তাঁকে সিবিআই হেফাজতে পাঠানোর তীব্র নিন্দা করে বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

মাধ্যমিক মিটলেই বড় ব্যবস্থা, এসএসসি দুর্নীতিতে জানিয়ে দিল আদালত!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ মামলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার মাঝে বেআইনি চাকরি বাতিল নিয়ে বড় মন্তব্য বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। রাজ্যজুড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। এখন ভুয়ো শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হলে পুরো পরীক্ষায় তার প্রভাব পড়বে। পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়তে পারেন। তাই এখনই এ নিয়ে কোনও নির্দেশ দেওয়া সমস্যার। মাধ্যমিক মিটলে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে আদালত।, মন্তব্য বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। ২০১৬ সালের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় নবম-দশম শ্রেণিতে প্রায় ১১ হাজার শিক্ষক নিয়োগ হয়। তার মধ্যে ১০ শতাংশ বা প্রায় হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বসুর। নবম-দশম শ্রেণিতে বিকৃত ওএমআর শিটে চাকরি মামলার রায়দান স্থগিত ডিভিশন বেঞ্চে। সেই রায়ের দিকে তাকিয়ে কমিশন। নবম-দশম শিক্ষক পদে ৮০৫ জনের চাকরি বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চ দীর্ঘসময় ধরে রায় ঝুলে কমিশন নিজে থেকেই পদক্ষেপের কথা ভাববে। যেহেতু বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বা বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু একক বেঞ্চের নির্দেশে ডিভিশন বেঞ্চ কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি এখনও। আদালতে এদিন এমনই সওয়াল করেন এসএসসি-র আইনজীবী। ইতিমধ্যে ৯৫২ জনের বিকৃত ওএমআর শিট উদ্ধার করেছে সিবিআই। তাঁদের ওএমআর শিট নিজেদের সাইটে প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। এই ৯৫২ জনের মধ্যে ৮০৫ জনের চাকরি বাতিল নিয়ে পদক্ষেপ শুরু করেছে এসএসসি। ৬১৮ জনের চাকরি বাতিলের সম্ভাব্য তালিকাও প্রকাশ করেছে এসএসসি।

কালো টাকা সাদা করার 'কারখানা'? ভিনরাজ্যে হৈমন্তীর আরও এক নতুন কোম্পানির হদিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ টেট দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত কুন্তল ঘোষের মুখে গোপাল দলপতির নাম উঠে আসা ইস্তক নতুন মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা তদন্তপ্রক্রিয়া। কুন্তলের দাবি, বেনিয়মে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার পরিবর্তে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে যে টাকা তারা নিত, তার অনেকটাই গিয়েছে এই গোপাল দলপতি এবং তাঁর স্ত্রী হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তারপর থেকেই সিবিআইয়ের রেডারে রয়েছে এই দম্পতি। জানা গিয়েছে, এবার ভিনরাজ্যেও হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে নতুন কোম্পানির হদিস মিলেছে। সিবিআই সূত্রে খবর, 'ক্লাসিক কটেজ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড' নামে ওই সংস্থাটি খোলা হয়েছিল কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর শিবনগরে। সিবিআই সূত্রে খবর, নথি অনুসারে ২০১৩ সালে ১ মার্চ এই কোম্পানির ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু কিছু বছর পরেই সেই সংস্থা বন্ধ হয়ে যায়। এখান থেকেই শুরু হয়েছে প্রশ্ন। তবে কি, কালো টাকা সাদা করার জন্যে এই কোম্পানি খোলা হয়েছিল? এর পিছনেও কি ছিল গোপালের হাত? চিটফান্ড থেকে নিয়োগ দুর্নীতি, সব জায়গার কালো

টাকা সাদা করার জন্যই কি এই ধরনের সংস্থাগুলো খোলা হত? এর আগে হৈমন্তীর নামে 'এগ্রো প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড' এবং মুম্বইয়ের একটি সংস্থার হদিস পেয়েছিল সিবিআই। এছাড়া, গোপালের নামে পাওয়া গিয়েছিল আরমান ট্রেডিং কোম্পানি নামে একটি সংস্থার হদিস। এই সব কটি সংস্থাই কিন্তু কিছু বছর পরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে সিবিআই সূত্রের খবর। যদিও আরমান ট্রেডিং কোম্পানি পরবর্তীকালে হস্তান্তরিত হয়। সিবিআই সূত্রে খবর, বেহালায় 'উইনার্স জোন এন্টারটেইমেন্ট' নামেও একটি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। ওই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন আরমান গাঙ্গুলি ওরফে গোপাল এবং বিশ্বনাথ গায়েন। যদিও বাস্তবে ওই ঠিকানায় এই নামের কোনও সংস্থার অস্তিত্ব নেই। এরাজ্য ছাড়াও ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশও গোপালের বেশ কয়েকটি কোম্পানি ছিল বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গোপালের মতো এবার হৈমন্তীর ভিনরাজ্যে অফিসের উপরেও নজর দিচ্ছে সিবিআই। ভিনরাজ্যে আর কোনও কোম্পানি আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিবিআইয়ের স্ক্যানারে এবার আরমান-হৈমন্তীর ভিনরাজ্যের কোম্পানি! এই সংস্থাগুলি কেন বন্ধ? কীভাবে লেনদেন হতো এই সব সংস্থায়? সবটাই তদন্ত করে দেখছে সিবিআই।

স্বেচ্ছাসেবকের জন্য দরখাস্ত আহ্বান জাতীয় যুব বাহিনীর

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকার দেশ গড়ার কাজে দেশের যুব শক্তিকে যুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছে। স্বাস্থ্য, সাক্ষরতা, শৌচাগারের ব্যবহার, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ সহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হবে।জাতীয় যুব বাহিনীর অধীনে এই সদস্যরা জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে অথবা বিভিন্ন কর্মসূচির সফল রূপায়ণে প্রশাসনকে সাহায্য করবে।দশম শ্রেণী উত্তীর্ণ যুবক-যুবতীরা এই কর্মসূচি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিতে পারবেন। ২০২৩-এর পয়লা এপ্রিল তাদের বয়স হতে হবে ১৮-২৯এর মধ্যে। তবে স্বেচ্ছাসেবকেরা কোনও নিয়মিত পাঠক্রমে যুক্ত থাকতে পারবেন না। তাদের এই কাজ সবেতন কোনো কর্মসূচি বলে বিবেচিত হবে না।

'উইমেন-টুয়েন্টি' বৈঠকের সূচনা করলেন স্মৃতি ইরানি, জোর দিয়েছেন মহিলা ক্ষমতায়নে

মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্মৃতি ইরানী সোমবার মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজি নগরে দু'দিনের ' উইমেন-টুয়েন্টি'বৈঠকের সূচনা করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেছেন, মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কীভাবে সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিতে পারে 'ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গ্রুপের শেরপা অমিতাভ কান্ত বলেছেন, বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর সমৃদ্ধির জন্য মহিলাদের নেতৃত্বের উন্নয়নকে ভারতের সভাপতিত্বের মূল ফোকাস হতে হবে, তাই ভারত মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে জি-২০ প্রেসিডেন্সির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তুলেছে।কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী ড. ভাগবত কারাদ, কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী শ্রী রাওসাহেব পাতিল দানভে, মহারাষ্ট্র সরকারের সমবায় মন্ত্রী শ্রী অতুল সেভ এবং কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিম এবং উদ্যানপালন শ্রী সন্দীপন ভুমরেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

বাংলা শেখা শুরু করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার থেকে বাংলা শেখা শুরু করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।রাজভবন সূত্রে খবর, সপ্তাহে প্রতিদিন এক ঘণ্টা ধরে বাংলার পাঠ নেবেন তিনি।পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়ে আসার পর থেকে বাংলা শেখা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন রাজ্যপাল বোস। কেরিয়ারের শুরুতে কলকাতায় কর্মরত থাকার সময়ে

কনভয়ে হামলায় প্রশাসনের রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৭ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ রাজভবনের। গত শনিবারের ওই হামলার ঘটনায় প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যপাল সি.ভি আনন্দ বোস।দিনহাটায় নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে এদিন সন্ধ্যায় রাজভবনে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানাতে বিরোধী দলনেতা রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেন। শুভেন্দুবাবু প্রশ্ন তোলেন যে, তাহলে বাংলার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?' প্রত্যেক ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'। ওরা শুরু করেছে, আমরা শেষ করব।রাজভবনের তরফে বিবৃতি জারি করে রাজ্যপাল আনন্দ বোস জানিয়েছেন যে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে তিনি চুপ থাকবেন না। তিনি বলেন, প্রতিদিন গণতন্ত্রের অংশ কিন্তু হিংসা নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাই কোনভাবে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি মেনে নেবেন না। অবিলম্বে নিশীথ প্রামাণিকের হামলার ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি।প্রসাশনিক ব্যর্থতায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ চেয়ে শনিবার থেকেই রাজ্যে ৩৫৫ ধারা জারির দাবি তুলেছে রাজ্য বিজেপি। সরব হয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই পরিস্থিতিতেই রাজ্যপাল আনন্দ জানিয়েছেন তিনি নিশীথের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সংস্কৃতির মাটি বাংলায় এই হামলা উদ্বেগজনক ঘটনা।

সুশাসনই যে কোনও সরকারি কাজ অথবা প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্তঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সুশাসনই যে কোনও সরকারি কাজ অথবা প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অমৃতকালের বাজেট কীভাবে ''শেষ মাইল পৌঁছনো''-র ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তা নিয়ে সোমবার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কাজ যখন পরিমাপযোগ্য ও ক্রমাগত নিরীক্ষণ করা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই সময়সীমার মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হয় এবং পছন্দসই ফলাফল পাওয়া যায়। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শেষ মাইল পর্যন্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে সরকার।তিনি আরও বলেন, সুশাসনের ওপর যত বেশি জোর দেওয়া হবে, শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্য তত সহজে পূরণ হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারের কোনও কাজ নিয়মিত মনিটরিং করলে সময়মতো লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের উপজাতীয় ও গ্রামীণ এলাকায় শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছানোর মন্ত্র গ্রহণ করার জরুরি প্রয়োজনের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সরকার দেশের উপজাতীয় জনগণের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট আদিবাসী উন্নয়নে নিবেদিত হয়েছে। একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এমনই একটি উদাহরণ। মোদী বলেন, রাস্তার বিক্রেতাদের সমর্থন করা প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি হোক বা ই-সঞ্জীবনী স্কিম দশ কোটি টেলিকনসালটেশনের মাইলফলক ছুঁয়েছে, কেন্দ্রের স্কিমগুলি শেষ মাইল পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি শেষ মাইল পর্যন্ত পৌঁছতে একটি সফল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তিনি এই লক্ষ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কথাও বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রকল্পের স্বচ্ছতা এবং সময় সীমাবদ্ধ বিতরণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

অগ্নিপথ প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত আর্জি খারিজ, দিল্লি হাইকোর্ট বলল হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও কারণ নেই

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সশস্ত্র বাহিনীতে অগ্নিবীরদের নিয়োগের জন্য অগ্নিপথ প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত আবেদনগুলি খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার দিল্লি হাইকোর্ট অগ্নিপথ প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত সমস্ত আবেদন খারিজ করার সময় বলেছে, হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও কারণ নেই। দিল্লি হাইকোর্ট এদিন সমস্ত আবেদন খারিজ করে দিয়ে বলেছে, এই প্রকল্প জাতীয় স্বার্থে করা হয়েছে এবং সশস্ত্র বাহিনীকে আরও ভালোভাবে সজ্জিত করতেই এই প্রকল্প।প্রধান বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মা এবং বিচারপতি সুব্রমনিয়াম প্রসাদের একটি বেঞ্চ বলেছে, এই প্রকল্পে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও কারণ নেই। উল্লেখ্য, গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর আদালত এ বিষয়ে রায়দান সংরক্ষিত রেখেছিল। অগ্নিপথ প্রকল্প অনুযায়ী, যাদের বয়স ১৭ এবং ২১ বছরের মধ্যে তারা আবেদন করার যোগ্য এবং তাদের চার বছরের মেয়াদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই প্রকল্প ঘোষিত হওয়ার পর দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল।

ফলাফল ভালো করবে এনপিপি, ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা

তুরা (মেঘালয়), ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নির্বাচনী ফলাফল ভালো হবে তাঁর দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)। দক্ষিণ তুরার ভোটকেন্দ্রে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কঙ্কাল সাংমা। ৩৬ জন মহিলা সহ মোট ৩৬৯ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ২১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৭৩ জন ভোটার।৬০ আসনের মেঘালয় বিধানসভা আসনে ভোট পর্ব চলছে ৫৯ কেন্দ্রে। গোটা রাজ্যে ৩,৪১৯টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। চলবে আজ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত।ভোট দানের আগে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি-র ওপর রাজ্যবাসীর সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তাই তাঁর বিশ্বাস এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও এনপিপি ভালো ফল করবে। নির্বাচনে কোনও বিরোধী দলকে খাটো করে দেখছেন না। সব দল নিজের নিজের কৌশল অবলম্বন করে ভোটারদের মন জয় করার চেষ্টা করছে।তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসার জবাবে কনরাড বলেন, এই দল মেঘালয়ে নবাগত। ফলাফল কতটা তাদের আশানুরূপ হবে তা নিয়ে সংশয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। বলেন, যাঁরা ওই দলের মুখ, তাঁদের ঝুলিতে একটি ভোটও তৃণমূলের নামে পড়বে না। যা ভোট পাবেন তা তাঁদের ব্যক্তিগত বা পুরোনো দলের নামে পড়বে, জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন এনপিপি-প্রধান মুখ্যমন্ত্রী সাংমা।

অসময়ে তুষারপাত দার্জিলিং-এ, সান্দাকফু-ফালুটে ভিড় বাড়ল উল্লসিত পর্যটকদের

দার্জিলিং, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের বিদায় বেলায় তুষারপাত হয়েছে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায়। রবিবার রাতে তুষারপাত হয়েছে সান্দাকফু ও ফালুটে, শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢেকে যায় পাহাড় বরফ পড়ার খবর পেয়ে সোমবার সকাল থেকেই বরফের আনন্দ নিতে সান্দাকফু ও ফালুটে ছুটে যান পর্যটকরা। রবিবার বিকেলের পর থেকেই এই দুই এলাকার তাপমাত্রা নেমে যায় হিমাঙ্কের নীচে। মধ্যরাত থেকেই সান্দাকফু ও ফালুটে বরফ পাতে শুরু করে। সান্দাকফুতে হালকা তুষারপাত হলেও ফালুট ঢাকা পড়েছে বরফের চাদরে। সিকিম আবহাওয়া বিভাগের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানান, সান্দাকফুতে হালকা তুষারপাত হলেও ফালুটে ভারী তুষারপাত হয়েছে। অসময়ে পাহাড়ে বরফ দেখতে পেয়ে খুশি পর্যটকরা। এই তুষারপাতে খুশি পাহাড় ও সমতলের পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। তাঁরা আশাবাদী অসময়ে বরফ পড়ার খবরে পর্যটকের সংখ্যা বাড়বে দার্জিলিং-এ।

জল না পানি, উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বাংলাকে কলুষিত করা হচ্ছে ঃডঃ মোহিত রায়, সমাজকর্মী

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জল না পানি- শিল্পী শুভাপ্রসন্নের মন্তব্যের জেরে শুরু হওয়া এই বিতর্ক এখনও চলছে। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করেছেন সমাজকর্মী-অধ্যাপক ডঃ মোহিত রায়।মোহিতবাবুর কথায়, প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে বাংলা মাতৃভাষা হলেই সে বাঙালী হয়ে যায় না। বাঙালি হতে হলে তাকে পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের অংশ হতে হয়। বাংলাভাষী মুসলমানদের অধিকাংশ সেজন্যই বাঙালী নন। তাঁরা সেটা জানেন বলেই নিজেদের সন্তানদের নাম রাখেন আরবী ফার্সিতে, নমস্কার বলেন না বলেন সেলাম আলাইকুম।যে কোন ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রবেশ স্বাভাবিক, তা ভাষাকে প্রসারিত করে। কিন্তু ইসলামী দখলদারী মানসিকতায় উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে বাংলাকে কলুষিত করা হচ্ছে দাওয়াত, আব্বা আম্মা, পানি, আসমান এনে। এর পরবর্তী ধাপ হবে এই কলুষিত বাংলা ভাষাকেই বাঙালীর ভাষা বলে দাবী করা, যা শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯৩৪ সালেই বলে গেছেন - আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙালী মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্ট রূপে ও সহজভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তাঁরা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দু গ্রহণ করতে পারেন। শুদ্ধ মানুষের অনুপ্রবেশ নয় এই ভাষা অনুপ্রবেশকেও বিতাড়িত করতে হবে।

স্নায়ুরোগ থেকে বাঁচতে, জাঙ্ক ফুড, মশলাযুক্ত খাবার ত্যাগ করা দরকার- নিউরো সার্জেন ডঃ বেনুগোপাল

দুর্গাপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃরসনাতৃপ্তি প্যাকেটজাত জাঙ্ক ফুড চিপস, কুরকুরে কিম্বা মশলাযুক্ত নানান তরকারি তৃপ্তিদায়ক যেমন। তেমনই আবার এসব খাবারে শরীরে বাঁধছে স্নায়ুরোগের বাসা। আর তাই স্নায়ু রোগ থেকে বাঁচতে ও শরীর সুস্থ রাখতে সময় থাকতে এধরনের জাঙ্ক ফুড ও মশলাযুক্ত খাবার পরিত্যাগ করা দরকার। প্রয়োজনে বেশিমাত্রায় শাক সব্জি খাওয়া দরকার। গত শনিবার দুর্গাপুরে যশোদা হসপিটাল গ্রুপের ক্লিনিক উদ্বোধনে এসে এমনই পরামর্শ দিলেন খ্যাতনামা নিউরো সার্জেন ডঃ বেনুগোপাল গোকা।স্নায়বিক রোগ বা ব্যাধিগুলি মূলত কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পাশাপাশি প্রান্তস্থ স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। যার মধ্যে মস্তিষ্ক, স্পাইনাল কর্ড, করোটিসংক্রান্ত নার্ভ, পেরিফেরাল স্নায়ু, স্নায়ুরজ্জু স্নায়ুতন্ত্র, নার্ভ রুট, নিউরোমাস্কুলার জংশন এবং স্নায়ুপেশী অন্তর্ভুক্ত। কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক ব্যাধিগুলির মধ্যে রয়েছে নিউরোমাস্কুলার ডিসঅর্ডার, মস্তিষ্কের টিউমার, স্ট্রোক, মৃগী, আলঝেইমার ডিজিজ এবং অন্যান্য ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ, পার্কিনসন ডিজিজ, মাইগ্রেন এবং অন্যান্য মাথা ব্যথা, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, স্নায়ু সংক্রমণ, মাথার ট্রমাজনিত ব্যাধি এবং অন্যান্য স্নায়বিক অসুস্থতা এবং অপুষ্টি। স্নায়ুজনিত রোগগুলির মধ্যে মারাত্মক রোগ হল মাইন্ড স্ট্রোক। যা সাধারণত প্রথম দিকে লক্ষণগুলি বোঝা যায় না। কিন্তু মাঝেমধ্যে ঝিঁঝিঁ ধরা, পা-হাত অসাড় হয়ে যাওয়া ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এমন উপসর্গগুলি অনেকের নজরে দেখা যায়। তবুও বাড়িতে লোকেরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে সঙ্কোচবোধ করেন। আর তা দেরি হলে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে।বিশেষজ্ঞদের দাবী, ভিটামিন বি ১২-এর কার্যকারিতা ও খাদ্যাভাসের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য স্নায়ুতন্ত্রের নানান সমস্যা দেখা যায়। তার মধ্যে স্নায়ু রোগ অন্যতম। ভিটামিন বি ১২-এর অভাবে মানসিক অসুস্থতার পাশাপাশি স্নায়ুর সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে। তাই এ বিষয়ে সচেতনতা পাশাপাশি উন্নতের পুষ্টির জন্য ভিটামিন বি ১২ যুক্ত খাবার তালিকাভুক্ত করা উচিতকরত জমে যাওয়ার কারণে স্নায়বিক প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে জমে যাওয়া রক্ত স্নায়বিক মাধ্যমে অপসারণ করা। মস্তিষ্কে রক্ত জমে যাওয়ার পরীক্ষা করা যেখানে রক্ত জমে যাওয়ার কারণে স্নায়বিক প্রবাহ বাধা থাকতে পারে না। রক্ত জমে যাওয়ার ক্ষেত্রে অপারেশন বা সার্জারি করতে হয়।তার আগে সমস্যা ডায়াগ নোসিস করা দরকার।বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন, স্নায়ু র অসুখ মনের গভীরে প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু তাই নয়, হাঁটাচলা, ভারসাম্য, কথা বলায় খারাপ পরিস্থিতির প্রভাব পড়া স্বাভাবিক।দুর্গাপুর সহ।ভাড়ায় হায়দ্রাবাদ স্থিত যশোদা হসপিটাল গ্রুপের ক্লিনিক উদ্বোধন হয়। তাঁদের দাবী, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু রোগী সেখানে চিকিৎসার জন্য যায়। ভাষাগত কারণে চিকিৎসকের রোগীর উপসর্গ বোঝাতে সমস্যার মধ্যে যাতে না পড়তে হয়, তার জন্য বাঙালি ছেলেমেয়েদের সেখানে নিয়োগ করা রয়েছে। এদিন উদ্বোধনে এসেছিলেন সিআরপিএফের ডি আইজি দেবব্রত ভট্টাচার্য ও খ্যাতনামা নিউরো সার্জেন ডঃ বেনুগোপাল গোকা। এখনও পর্যন্ত কমবেশী সাঃ ৫ হাজার নিউরো সার্জারি করেছেন ডঃ বেনুগোপাল। যার মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ জটিল ছিল। এদিন এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, এরাজ্যে অনেকের মধ্যে জাঙ্ক ফুড বা লবনযুক্ত, মশলাযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রবনতা বেশী। ফলে অনেক কম বয়সে ডায়াবেটিস রোগের যেমন শিকার হয়। তেমনই স্নায়ু রোগের শিকার হয়। বেশীরভাগই ৩০-৩৫ বছর বয়স থেকে এই রোগের শিকার হয়।তিনি বলেন, দেশের ১০-২০ শতাংশ টিউমারে আক্রান্ত হয়। এবং ৪০-৪৫ শতাংশ নন টিউমার আক্রান্ত হয়। তাই ২০ বছরের পর থেকে এসব খাবারের ওপর নিয়ন্ত্রন করা জরুরী। জাঙ্ক ফুড বা লবনযুক্ত, মশলাযুক্ত রিচ খাবার নিয়ন্ত্রন করা দরকার। সরষের তেল, সয়াবিন, সূর্যমুখি তেল খাওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রন করা দরকার। তেলযুক্ত ভাজা কম খাওয়া। প্রয়োজনে এসব তেল রোটেশন করে ব্যবহার করা কিম্বা সিদ্ধ শাক সব্জি খাওয়া দরকার। শুধু তাই নয় স্নায়ুরোগ থেকে বাঁচতে প্রযুক্তির যুগে বেশীমাত্রায় মোবাইল ব্যাবহারের ওপর সতর্ক করেছেন তিনি।এদিন তিনি বলেন, বেশী মাত্রায় মোবাইল ব্যাবহার চোখে যেমন প্রভাব পড়ে তেমনই রাত জেগে মোবাইল ব্যাবহারে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। ঘাড় ও মেরুদন্ডে প্রভাব পড়ে। তিনি আরও বলেন, স্নায়ু রোগ কমাতে জাঙ্ক ফুড যেমন বর্জন করা প্রয়োজন। তেমনই শরীর সুস্থ রাখতে শাক সব্জি বেশী খাওয়া প্রয়োজন। সকালে যোগ ব্যায়াম করা দরকার।

করিমগঞ্জে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের বসন্তোৎসব পালন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ করিমগঞ্জে দিনভর নাচে-গানে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বসন্তোৎসব পালন করেছে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ।স্থানীয় আকাঙ্ক্ষা ক্লাবে রবিবার সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূর্বোত্তরের অধীন করিমগঞ্জ নগর কমিটির উদ্যোগে বসন্তোৎসব পালন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, জেলাশাসক মৃদুল যাদব, অতিরিক্ত জেলাশাসক রিণ্টু বড়ো, ১৬ নম্বর বিএসএফ-এর স্টিমারঘাট বিওপি

কোম্পানি কমান্ডার ললিত কুমার।ভারত মাতার পটে পুষ্পাঞ্জলি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ হলে উদ্বোধন করেন জেলা সভাপতি গৌতম দে। অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, চেতনা মঞ্চ আয়োজিত সীমান্ত জেলায় এত সুন্দর ও বড় পরিসরে এই উৎসব পালিত করার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকার মানুষের মধ্যে একতা, ক্রীড়া, সংস্কৃতিক, স্বাবলম্বনের ক্ষেত্রে একের পর এক কাজ করে আসছে। দিন দিন জাতীয় স্তরে কিংবা জেলায় বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছে যা সমাজের ক্ষেত্রে ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেন মিশন।অতিরিক্ত জেলাশাসক রিণ্টু বড়ো বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠানে সামাজিক একতা সহ ঐক্যবোধ বজায় রাখতে সহায় করবে। তিনি এই সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। ললিত কুমার বলেন, সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর সাথে হাতে হাত রেখে যেভাবে এই সংগঠন আন্তর্জাতিক সীমান্ত উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে তার প্রশংসার যোগ্য। অনুষ্ঠানে সংগঠনের তরফে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক বাপ্পী সেন, রুবি দাস, সুভাষ রায়, সীমা নন্দী প্রমুখ।

ডেনমার্কের যুবরাজ ও যুবরানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে হয়েছে কথা

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত সফরে আসা ডেনমার্কের যুবরাজ ফ্রেডেরিক এবং যুব রানী মেরি এলিজাবেথের সঙ্গে বিদেশমন্ত্রী ডক্টর এস জয়শঙ্কর সোমবার দেখা করেছেন। টুইট করে ডক্টর এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, বিশেষ করে সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং ডিজিটাল পরিষেবা নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়।ডেনমার্কের রাজ দম্পতি চার দিনের ভারত সফরে এসেছেন। রবিবার নয়াদিল্লি পৌঁছন এই দম্পতি। আর সোমবার বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ডেনমার্কের যুবরাজ ফ্রেডেরিক এবং যুব রানী মেরি এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করেছেন। জয়শঙ্কর টুইট করে জানিয়েছেন, নতুন ভারতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন রাজ দম্পতি। সবুজ কৌশলগত অংশীদারিত্বই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার চালিকাশক্তি।

মণীষ গ্রেফতারের ঢেউ অসমেও, গুয়াহাটিতে বিজেপির সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ আপ কর্মীদের, আটক বহুজন

গুয়াহাটি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে মণীষ সিসোদিয়াকে গ্রেফতারের প্রতিবাদের ঢেউ অসমেও আছড়ে পড়েছে। গুয়াহাটির বশিষ্ঠয় বিজেপির সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গেলে আম জনতা পার্টি (আপ)-র বহু কর্মীকে আটক করেছে মেট্রো পুলিশ। বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে আপ কর্মীরা মুহুর্মুহু 'বিজেপি গো ব্যাক', 'শিগগির মণীষ সিসোদিয়াকে মুক্ত করতে হবে' ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত করে তুলেন। প্রতিবাদীরা বিজেপি দফতর চত্বরের প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ তাঁদের আটক করে নিয়ে যায়।বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের বক্তব্য, গত রবিবার দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ নেতা মণীষ সিসোদিয়াকে অন্যায়ভাবে সিবিআই গ্রেফতার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। অথচ তাকে গ্রেফতার করতে প্রচণ্ড চাপ দিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। তাই তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের কথা মানতে গিয়ে সিবিআই সিসোদিয়াকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে সিবিআই কর্তৃক ' বন্ধু মণীষ সিসোদিয়া'কে গ্রেফতারের পর অসমের শিবসাগরের বিধায়ক বামপন্থী আঞ্চলিক দল ' রাইজোর দল'-এর সভাপতি অখিল গগৈ তীব্র নিন্দা করেছিলেন। সিসোদিয়ার গ্রেফতারিকে কেন্দ্রের বজেপি সরকারের আতিশয্য বলে অভিহিত করেছিলেন অখিল। সরকারের এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে প্রতিবাদ করতে বিরোধী নেতাদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

এবার মিড ডে মিলের হিসেব খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় অডিট দল

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মিড ডে মিলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর এবার মিড ডে মিলের খরচ সংক্রান্ত হিসেব খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় অডিট দল। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী মার্চ মাসেই রাজ্যে আসতে পারে কেন্দ্রীয় এই অডিট দল।এর আগে গত জানুয়ারি মাসে রাজ্যে এসেছিল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। সেই সময় তারা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে রান্নাঘরের পরিবেশ, খাবারের মান প্রভৃতি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি মিড ডে মিলের অবস্থা খতিয়ে দেখে দিল্লিতে চলে যান। তার আগে রাজ্যের তরফে মিড ডে মিলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়েছিল। তবে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল মিড ডে মিলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর খুব বেশি অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। তারপর রাজ্যের শিক্ষা দফতরের ধারণা ছিল হয়তো এ নিয়ে আর কোনও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল আসবে না। কিন্তু, সম্প্রতি শিক্ষা দফতর জানতে পেরেছে মার্চ মাসেই মিড ডে মিলের হিসেব সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় অডিট দল আসছে। যদিও কবে আসবে সে বিষয়ে এখনও দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। তবে মার্চের দিকে যে তারা রাজ্যে আসছেন সে বিষয়ে নিশ্চিত রাজ্যের শিক্ষা দফতর।প্রসঙ্গত, মিড ডে মিলের টাকা নিয়ে একাধিকবার দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্যে আবারও সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

সংঘকে জানুন, সংঘের মধ্যে এসেঃমনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিউড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভুলবার্তা অসত্য ভাষণ দিয়ে সংঘকে রোখা যায়নি। আগামী দিনেও যাবে না। তবুও স্বয়ংসেবকদের কাছে আমার আহ্বান হিন্দু সমাজের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের জন্য নতুন শক্তি জাগ্রত হয়েছে। যা হিন্দু সমাজের মধ্যে বিভাজনের বীজ বপন করছে। স্বয়ংসেবকরা সংঘ কাজের মধ্যে দিয়েই এই বিভাজনকে রুখে দেবে। দক্ষিণ বীরভূম জেলার সিউড়ি নগরের বার্ষিক উৎসবে এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের মধ্য বঙ্গ প্রান্তের প্রান্তকার্যবাহ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।গত রবিবার বীরভূমের জেলা সদর সিউড়ির ডাঙ্গালপাড়ায় ফ্রেন্ডস ক্লাব সংলগ্ন মাঠে সংঘের সিউড়ি নগরের বার্ষিক উৎসবের আসর বসেছিল। তিন শতাধিক স্বয়ং সেবক ও দুই শতাধিক নাগরিকবৃন্দের উপস্থিতিতে সংঘের মনোজ্ঞ ও দৃষ্টিনন্দন বার্ষিক উৎসবে আমজনতার উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।বার্ষিক উৎসবের

দার্জিলিংয়ে এসে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ঘুরে দেখলেন লোকসভার স্পিকার

দার্জিলিং, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দার্জিলিংয়ে এসে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ঘুরে দেখলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। গত রবিবার এদিন দার্জিলিংয়ে এসে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে যান তিনি। পর্বতারোহন প্রশিক্ষণে দীর্ঘদিনের এই প্রতিষ্ঠানটি ঘুরে দেখেন স্পিকার। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে।এদিন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন যে , এই প্রতিষ্ঠান শুধু যে পর্বতারোহীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই করে তাই নয়, বিভিন্ন বিপর্যয়ের সময় উদ্ধারকাজেও এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য অধ্যক্ষের প্রশংসা করেন ওম বিড়লা।

চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনা! সক্রিয় রোগী বৃদ্ধি পেয়ে ২,২২৯, ভারতে ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ১৮৪ জন

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিগত কয়েকদিন ধরে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। সেই ধারা অব্যাহত থাকল বিগত ২৪ ঘন্টাতেও। রবিবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৮৪ জন। এই সময়ে নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৪ জন। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,২২৯-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৩,৩০৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের অধীনে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০১ হাজার ২৩১ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,৮১,৯১৩। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৪৪,২৬৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার, ১৫ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২৮ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৫ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈত্রেঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৮ঃ২৮) রাত্রিঃ০৮ঃ৫১ দং ২২ঃ১৬ঃ ৫০৮) শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৮৫৪ পর্যন্ত পরে অষ্টমী আর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২০ঃ০১ দং ৪৫ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৫ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৫ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ২২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২২ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৫ঃ২২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ১৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ২২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ২৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫১ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ১৭১৫৫৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০৯৯২২৯ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৪৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.০1ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৪০শতকরা। বৃষ্টি হবনি সোমবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিটে হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিটে। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজ ৬টা ০৩মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনে ৫টা ৩৮মিনিটে। মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার শিশুসুলভ স্বভাব তেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজে থাকবেন।
বৃষ রাশিঃ আজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিৎ।
মিথুন রাশিঃপারিবারিক চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না।
কর্কট রাশিঃ অন্যের সমালোচনায় সময় নষ্ট করবেন না- এতে শরীরের ক্ষতি হয়।
আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন আজ।
সিংহ রাশিঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবারের স্বাদের জন্য যেমন নুন দারী তেমনি একটু অশান্তি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না।
কন্যা রাশিঃগাড়ি চালানোর সময় যত্নশীল হোন। আপনার স্ত্রীর সাথে একসাথে, আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে ।
তুলা রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। যৌথ ব্যবসায়ে এবং সন্দেহভাজন আর্থিক স্কিমে বিনিয়োগ করবেন না।
বৃশ্চিক রাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে। আর্থিক সংকট হবে না।
ধনু রাশিঃ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমৎকার দিন।
মকর রাশিঃআপনার জন্যের সঙ্গে খুশি মুহূর্তের যেভাবে শেয়ার করেন সেইভাবেই স্বাস্থ্য বিকশিত হবে। সাহায্য হতে পারে আজকে।
কুম্ভ রাশিঃআপনার ব্যক্তিগত সমস্যা মানসিক সুখ নষ্ট করতে পারে কিছু এই চাপ সামলাতে আকর্ষণীয় কিছু পড়ার মাধ্যমে।
মীন রাশিঃআপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। কঠিন হবে। বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে।

দুই খুদের মৃত্যু, অ্যাডিনো ভাইরাসের দাপটে বাড়ছে উদ্বেগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে অ্যাডিনো ভাইরাস। হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। তারই মাঝে সোমবার সকালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং বি সি রায় হাসপাতালে মৃত্যু হল আরও দুই শিশুর। সব মিলিয়ে গত ৪৮ ঘণ্টায় প্রাণ গেল মোট চার শিশুর। বি সি রায় হাসপাতালে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ডাইরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন দেবাশিস ভট্টাচার্য্য। সংশ্লিষ্ট পরিবারের দাবি, নিহত শিশুরা জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগছিল। যদিও ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ নেই অ্যাডিনো ভাইরাসের। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিহত শিশু মাত্র ন'মাস বয়সি। হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা। পরিবার সূত্রে খবর, গত দশদিন ধরে জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভুগছিল। সঙ্গে ছিল শ্বাসকষ্ট। একাধিক হাসপাতাল ঘুরে গত ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সোমবার ভোরে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তার। এর আগে রবিবার দু'টি শিশু প্রাণ হারায়। একজন ভর্তি ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। আরেকজনের চিকিৎসা চলছিল বি সি রায় হাসপাতালে। অ্যাডিনো ভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত রুখতে কোমর বেঁধে নেমেছে স্বাস্থ্য দফতর। একাধিক সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। সব সরকারি হাসপাতালে ফিভার ক্লিনিক চালুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বাচ্চার জ্বর ১০২ ডিগ্রির উপর ও পালস রেট ৬০-এর নিচে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে কোভিডের মতোই শ্বাসনালিতে আক্রমণ করে ভাইরাস। বাড়িতে পালস অক্সিমিটার দিয়ে দিনে অন্তত তিন বার রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা মাপতে হবে। বেশি জ্বর হলে ভাল করে স্নান করিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে গা মুছে ফেলতে হবে।

মাধ্যমিকে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে কড়াকড়ি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিকে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে আরও কড়াকড়ির পথে হাঁটল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সোমবার পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় আট দফা নির্দেশিকা জারি করেছেন। নতুন নির্দেশিকায় এই প্রথম পরীক্ষার্থীদের তল্লাশির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্রের দরজায় মোতায়েন থাকবে পুলিশ। তাঁরা প্রয়োজন মনে করলে, পড়ুয়াদের কাছে মোবাইল ফোন, বা অন্য কোনও বৈদ্যুতিন সামগ্রী রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখতে পারবেন। সেইসঙ্গে নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে নজরদারির কাজে নিযুক্তরা যাতে গোটা ঘরে নজর রাখতে পারেন, সেজন্য ঘরের সব জানালা খোলা রাখতে হবে। মাধ্যমিকে দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষার দিন ইংরেজি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ তুলেছিল। যদিও সেই অভিযোগকে পরিকল্পিত অন্তর্ঘাত আখ্যা দিয়েছিলেন পর্ষদ সভাপতি।

খুনের ঘটনায় সাক্ষীকে হুমকি, পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে হাই কোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বিজেপি কর্মী অভিজিত সরকারকে খুনের ঘটনায় সাক্ষীকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। মৃতের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, শনিবার বেশ কয়েক জন দুষ্কৃতী সাক্ষীর বাড়িতে গিয়ে হুমকি দেন। পুলিশি নিরাপত্তা চেয়ে সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এর আগে, রবিবার বেলেঘাটায় সরকার-পরিবারের মা ও ছেলের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নারকেলডাঙা থানাকে নোটিস দিতে নির্দেশ দেন। সোমবার দুপুরে এই মামলার শুনানি। সোমবার শিয়ালদহ আদালতে কাঁকুড়গাছির বিজেপিকর্মী খুনের ঘটনায় তাঁর মায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ রয়েছে। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হিংসার অভিযোগ প্রকাশ্যে আসে। ওই বছরের ২ মে ফল ঘোষণার দিন কাঁকুড়গাছির শীতলাতলা লেনের বাসিন্দা অভিজিত সরকারের দেহ উদ্ধার করা হয়। তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করে অভিজিতের পরিবার। ভাইকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর দাদা বিশ্বজিত সরকার।

উদ্ধার প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা, ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার হাসনাবাদ - নেবুখালি রোডে চেকিং এর সময় একটি গাড়ি থেকে প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল হাসনাবাদ থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনার পার-হাসনাবাদের কর্মতীর্থের সামনে রাস্তায় চেকিং এর সময় ওই গাড়ি থেকে প্রায় ৫০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। হাসনাবাদ বনবিবি সেতু হয়ে হিঙ্গলগঞ্জ অভিমুখে যাচ্ছিলো ১০৭ গাড়িটি। গাড়ি থেকে পাঁচটি ক্যান ভর্তি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত গাড়ির চালক।

চারটি ডিজেল স্পেশাল জয়রাইডস টয় ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পর্যটকদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে ১ মার্চ, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) টয় ট্রেন পরিষেবার অধীনে প্রতিদিন চারটি ডিজেল স্পেশাল জয়রাইডস চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রত্যেকটি জয়রাইডে একটি করে অতিরিক্ত ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কার সংযোজন করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কম যাত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে ১ মার্চ থেকে ২ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত ট্রেন নং. ৫২৫৩৯৫২৫৩৮ নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-নিউ জলপাইগুড়ি এসি স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে। ডিজেল স্পেশাল জয়রাইডস-এর চলাচল ঃ ট্রেন নং. ০২৫৪৭ ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ০৯.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছাবে ১০.০৫ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১০.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১০.৫৫ ঘণ্টায়। ট্রেন নং. ০২৫৪৮ ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ১১.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১২.১০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১২.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১৩.০০ ঘণ্টায়। ট্রেন নং. ০২৫৪৯ ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ১৩.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১৪.১০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১৪.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছাবে ১৫.০৫ ঘণ্টায়। ট্রেন নং. ০২৫৫০ ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ১৫.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১৬.১৫ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১৬.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১৭.০৫ ঘণ্টায়। চারটি ডিজেল স্পেশাল জয়রাইডে থাকবে ০৩টি করে ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কার। দুটি কোচ ৩০টি আসন আসন এবং একটি কোচে ২৯টি আসন থাকবে। জয়রাইডে সংযোজন ঃ ১ মার্চ থেকে ৩০ জুন, ২৩ পর্যন্ত সাময়িক ভিত্তিতে জয়রাইড ট্রেন নং. ৫২৫৯৪, ৫২৫৯৬, ৫২৫৯৮, ৫২৫৪৪-এ একটি করে অতিরিক্ত ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কার সংযোজন করা হবে। এই ট্রেনগুলির সংশোধিত গঠনে ৩টি ফার্স্ট ক্লাস চেয়ার কার ও আসন ক্ষমতা বেড়ে হবে ৩০টি। ট্রেন বাতিল ঃ যাত্রীর সংখ্যা কম হওয়ার জন্য ১ মার্চ থেকে ২ জুলাই, ২৩ পর্যন্ত ৫২৫৩৯ / ৫২৫৩৮ নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং-নিউ জলপাইগুড়ি এসি স্পেশালের চলাচল বাতিল থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় সাজা ঘোষণা করা হল হাওড়ার পকসো আদালতে

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় ৩ জওয়ানের সাজা ঘোষণা হল হাওড়া জেলা পকসো আদালতে। জানা গেছে, গত ২০১৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে চলন্ত ট্রেনের কামরায় ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় ৩ জওয়ানের সোমবার সাজা ঘোষণা হয় হাওড়া আদালতে। সোমবার হাওড়া জেলা পকসো কোর্টের বিশেষ বিচারক ধৃত পঙ্কজ কুমার এবং বালকরাম যাদবকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ডের নির্দেশ দেন। আরেক জওয়ান মঞ্জরিশ ত্রিপাঠির ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ১ বছরের কারাদন্ডের সাজা ঘোষণা করা হয়। জানা গিয়েছে, পঙ্কজ কুমার এবং বালকরাম যাদব বিএসএফের কর্মী এবং মঞ্জরিশ ত্রিপাঠী সেনা কর্মী ছিলেন বলে জানা গেছে। ঘটনার দিন ওই নাবালিক তার বাবা- মার সঙ্গে ঝগড়া করে হাওড়া স্টেশনে এসে সেখান থেকে লুধিয়ানায় ফেসবুক ফ্রেন্ডের কাছে যাওয়ার জন্য ১৩০৪৯ হাওড়া-অমৃতসর এক্সপ্রেসে উঠে পড়ে। সে লুধিয়ানা যাওয়ার জন্য জেনারেল কম্পার্টমেন্টের টিকিট কেটেছিল। জেনারেল কম্পার্টমেন্টে ভিড় থাকায় সেই কারণে সে মিলিটারি কামরা ফাঁকা দেখে সেই কামরায় উঠে পড়ে। ওইদিন দুপুর ১ টা ৫৫ মিনিট থেকে পৌনে ৩টে নাগাদ ট্রেনের কামরায় ওই নাবালিকাকে একা পেয়ে তাকে জোর করে মদ খাইয়ে দোষী ৩ জওয়ান দফায় দফায় ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।এদিকে, মেয়েকে বাড়িতে না পেয়ে নাবালিকার পরিবারের লোকজন খবর দেন চাইল্ড লাইনে। তাঁদের তরফ থেকে চেষ্টা শুরু হয়। অবশেষে মধুপুর থেকে সেখানকার জিআরপি সেই নির্যাতিতা নাবালিকাকে উদ্ধার করেন। একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই গৌহাটি রেজিমেন্ট সেনা ক্যাম্প থেকে অভিযুক্ত বাকি ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে পকসো আইনের ৬, ৬ /১৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এরপর অভিযুক্তদের পুলিশ হেফাজতে রেখে মামলা চলতে থাকে। এই মামলায় মোট ১৮ জন স্বাক্ষ্যদান করেন। শুক্রবার ধৃতদের পকসো আইনের ৬, ৬/ ১৭ ধারায় অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। সোমবার ধৃতদের রায় ঘোষণা করা হয়। এই মামলায় সরকারী আইনজীবী ছিলেন সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পোর্টাল ও অনলাইন সাংবাদিকদের বৈঠক ও জেলা কমিটি গঠন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেজিস্ট্রেশনের দাবি

শুভঙ্কর দে, হুগলি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন বর্তমানে নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকতা যেইভাবে ব্যাপক রূপ ধারণ করেছে তাতে বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটা নতুন দিশা হতে চলেছে কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এতবড়ো গণতান্ত্রিক দেশে এখনো নিউজ পোর্টাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য কোনো আইন আনা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একটা বড়ো অংশের মানুষ আজ নিউজ পোর্টাল ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত ও সেখান থেকে জীবন ও জীবিকা অর্জন করেন। তারা নিজেরা সব রাজনৈতিক দলের খবর করেন কিন্তু তাদের বিপদে তাদের জন্যে কখনো কাউকে পাওয়া যায় না। এমন কি কোনো বিপদেও কেউ পাশে থাকেন না এমনি হয়ে থাকে। তাই নিউজ পোর্টাল যাদের এক একটি খবর অনলাইনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে কোটি কোটি মানুষের মুঠোফোনে। যেই নিউজ পোর্টাল ব্যবহৃত হয় লোকসভা ও বিধানসভা, পৌরসভার নির্বাচনে সেই নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকদের খারাপ সময় অনেক কেই মুখ ঘুরিয়ে নিতে দেখা যায়, এই নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকদের হয়ে কেউ আওয়াজ তোলেন না রাজ্যসভা ও লোকসভাতে। তাই নিউজ পোর্টাল সাংবাদিক দের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে গঠন করা হলো এই সংগঠনটি। পশ্চিমবঙ্গের ভিভিন্ন জেলা থেকে নিউজ পোর্টাল সাংবাদিকরা এক মত হয়ে গঠিত হয় এই সংগঠনটি সোসাইটি এক্টে রেজিস্ট্রেশন করা হয় রেজিস্ট্রেশন নাম্বার S0032411 oF 2022-23. পোর্টাল ইন্ডাস্ট্রির দুঃস্থ সাংবাদিকদের জন্য গঠন করা হয় ওয়েলফেয়ার ফান্ড। এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ ছাড়াও নিউজ পোর্টাল ইন্ডাস্ট্রির দুঃস্থ সাংবাদিকদের বিপদে-আপদে পাশে থাকাটাই একমাত্র লক্ষ্য। প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়াও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল দেশের রাষ্ট্রপতির সংগঠন রেজিস্ট্রেশনের চিঠি ও মেমোরেন্ডাম পাঠানো হয়। সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন সৌমিলি গাঙ্গুলি চক্রবর্তী, কার্যকরী সভাপতি নির্বাচিত হন গোসাই চন্দ্র দাস, সম্পাদক নির্বাচিত হনঃ শুভজ্যোতি চক্রবর্তী, কোষাধক্ষ্য নির্বাচিত হন ঃ সত্য নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ হুগলি জেলাতে গঠিত হয় এই সংগঠনের জেলা কমিটি যেখানে সকলের সম্মতিতে হুগলি জেলা কমিটি গঠিত হয় ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ পোর্টাল রিপোর্টার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। হুগলি জেলা কমিটির নির্বাচিত সভাপতি ঃ গোসাই চন্দ্র দাস। কার্যকরী সভাপতি ঃ রাখি সাহা। সহ-সভাপতি ঃ প্রসেনজিত মুখার্জি বাপি দাস, এমডি কাজী সম্পাদকঃ বনস্পতি দে। সহকারী সম্পাদক ঃ দীপ চক্রবর্তী। যুগ্ম সম্পাদক ঃ বীরেন্দ্র রায়, সৌরভ আদক, সন্তু মুখার্জী সেখ আব্দুল আজিম, অরূপ মৈত্র, ও অমল চ্যাটার্জী। কোষাধক্ষ্য ঃ অরূপ সাহা। সদস্য ঃ শ্রীধর কুন্ডু, অধীরথ দে, শুভজ্যোতি চক্রবর্তী, সৌমিলি গাঙ্গুলি চক্রবর্তী, সোমনাথ বোটব্যাল। গ্রিভেন্স সেলঃ বাপি দাস। এই প্রসঙ্গে সংগঠনের হুগলি জেলার সম্পাদক বনস্পতি দে বলেন, আমরা সকল সংবাদিকদের সম্মান করি, ভিভিন্ন সংবাদ পত্রের সাংবাদিকেরা আমাদের বিভিন্ন সময়ে আমাদের সহযোগিতা করেন আমরা পোর্টাল সাংবাদিকদের স্বার্থে একসাথে কাজ করবো।

ট্রেনের সামনে মরণঝাঁপ দম্পতির, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার ভোরের ট্রেনের সামনে মরণঝাঁপ দিয়ে নিজেদের শেষ করে দিল এক নবদম্পতি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার বাসিন্দা তুষার দাসের (২২) সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেম ছিল এক নাবালিকার। ভালবাসার টানেই তুষারের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল নাবালিকা। সেই সময়ে ওই নাবালিকার ১৮ বছর হতে মাত্র ৬ মাস বাকি ছিল। তবু পরিবারের অনুমতি ছাড়া প্রেমিকের সঙ্গে দিন চার আগেই বিয়ে সেরে ফেলেছিল সে। বিয়ে করে তুষারের বাড়িতে বউ হিসেবেই সংসার করছিল নাবালিকা। কিন্তু ওই নাবালিকার বাবা গত ২২ তারিখই অশোকনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তুষারের বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর নাবালিকা মেয়েকে তুষার অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। সেই মামলার জেরে এদিনই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েটির গোপন জবানবন্দি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই এদিন ভোরবেলা সাড়ে ৪টে নাগাদ রেললাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করল নবদম্পতি। ৪ টে ২০ মিনিটে আপ বনগাঁ লোকালে কাটা পড়ে তাঁরা।

সচিব পদের জন্য নামের তালিকা পাঠাল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার রাজ্যপালের সচিব পদের জন্য তিনজন আধিকারিকের নামের তালিকা রাজভবনে পাঠিয়েছে। প্রথা অনুযায়ী রাজ্যপালের এই তিনজনের মধ্যে একজনকে নিজের সচিব হিসাবে বেছে নেওয়ার কথা। প্রশাসনিক সূত্রে জন গেছে সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অত্রি ভট্টাচার্য্য, শ্রম দফতরের সচিব বরুণকুমার রায় এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সচিব অজিতরঞ্জন বর্ধনের নাম রাজ্যপালের সচিব হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য এর আগে রাজ্যপালের প্রধান সচিব ছিলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। সম্প্রতি রাজ্যপালের প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাজভবন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। বর্তমানে নন্দিনী চক্রবর্তীকে পর্যটন দফতরের প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাঙড়ে আগুনে পুড়ে মৃত্যু গৃহবধূর, জখম আরও ৩ জন সদস্য

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন পরিবারের আরও তিন সদস্য। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার অন্তর্গত মরিচা লেবুতলা গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম চম্পা বিবি (৩৫)। এছাড়াও সুরজ মোল্লা, মিরাজ মোল্লা, জাহানারা খাতুন জখম হয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার বিকেলে এলাকার বাসিন্দা সুরজ মোল্লার সঙ্গে সাংসারিক বিষয়ে গন্ডগোল হয় তাঁর স্ত্রী চম্পা বিবির। এরপরই অভিমানে নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢালেন সুরজ। তা দেখতে পেয়ে ছুটে আসেন ছোট ভাই মিরাজ মোল্লা। এমন সময় আচমকাই চম্পা বিবি ঘরে ঢুকে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন তাঁকে বাঁচাতে ছুটে যায় স্বামী সুরজ মোল্লা, দেওর মিরাজ মোল্লা ও মিরাজের স্ত্রী জাহানারা খাতুন। সুরজের গায়ে যেহেতু আগে থেকেই কেরোসিন ছিল সেই কারণে চম্পা বিবির গায়ের আগুন তার গায়ে ধরে যায়। তাদের বাঁচাতে গিয়ে আগুনে জখম হন মিরাজ ও জাহানারা। স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে দ্রুত তাদের উদ্ধার করে নলমুড়ি ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে চম্পা বিবির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই সোমবার ভোরে তার মৃত্যু হয়েছে। গোটা ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাঙড় থানার পুলিশ।

যুবকের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় তরুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ মৃতের বাবার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ 'আমার ছেলেকে বলেছিল তুই মরে যা। তোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।' হাওড়ায় যুবকের আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনায় তরুণীর বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ মৃতের বাবার। রবিবার রাতে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকার চারাবাগান তাঁতীপাড়া লেনে ওই যুবক আত্মঘাতী হন বলে জানা গেছে। সম্পর্ক ভাঙার জন্য কোচবিহার নিবাসী তরুণীর দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে মৃতের পরিবার। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হন এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই যুবকের নাম প্রভাত মাকাল। বয়স ৩৩। পুলিশের দাবি, পরিবারে তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ওই যুবকের সঙ্গে কোচবিহার নিবাসী এক তরুণীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ওই তরুণী সেই সম্পর্ক থেকে প্রভাতকে বেরিয়ে আসার জন্য বলেছিল এবং তাকে ডিস্টার্ব করতে বারণ করেছিল। এতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল ওই যুবক। পুলিশ আরও জানাত, তরুণীর বিরুদ্ধে যুবকের পরিবারের তরফ থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। যদিও যুবকের পরিবারের তরফে তার মা জানান, তার ছেলের সঙ্গে ওই তরুণীর সম্পর্ক ছিল। ওরা বন্ধুরা মিলে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে ওই তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এরপর থেকে তাঁর ছেলের সঙ্গে ওই তরুণীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ইদানীং ওই তরুণী প্রভাতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইছিল না। ফোনও বন্ধ করে দিয়েছিল। ছেলে নিজে কোচবিহারে গিয়ে তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্পর্ক ধরে রাখার চেষ্টা করলেও ওই তরুণী আর সেই সম্পর্ক রাখতে চাইছিল না। এই কারণেই তার ছেলে মানসিক অবসাদে এমন কান্ড ঘটিয়েছে। যদিও মৃতের বাবা বলেন, আমার ছেলের সঙ্গে ওই তরুণীর শুধু সম্পর্কই নয়, ঘনিষ্ঠতা ছিল। শারীরিক সম্পর্ক ছিল। ওই তরুণী বিবাহিতা। ওর স্বামীও রয়েছেন। তবে ডিভোর্স চলছিল। আমার ছেলেকে ওই তরুণী পুলিশের ভয় দেখিয়েছিল। গতকাল বলেছিল তুই মরে যা। তোর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এতেই মানসিকভাবে ভেঙে প।ছিল আমার ছেলে। ওই তরুণীর বিরুদ্ধে আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করব।

হুগলি চন্ডীতলায় স্কুটি দুর্ঘটনায় মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১ আহত ২। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বিকাল ৪.৪০ মিনিটে স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় কৃষ্ণরামপুর জগন্নাথবাটি এলাকায় ১৫ রাজ্য সড়কের পেট্রোল পাম্পের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পেট্রোল পাম্পে কর্মরত কর্মচারী প্রত্যক্ষদর্শী জানান ডানকুনির দিক থেকে আসা একটি সুমো গাড়ি সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। তার পরে আবার একটি লরি ধাক্কা মারে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ১ জনের। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে মৃত দেহ উদ্ধার করে চন্ডীতলা থানার পুলিশ এবং আহত দুজনকে চন্ডীতলা গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। মৃতের নাম এসমা খাতুন সরকার (২১) বছর বাড়ি জনাই বাকসা সেখ পাড়ায়। এই ঘটনার জেরে জনাই বাকসা সেখ পাড়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মঙ্গলবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হসপিটালে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

ইউক্রেনের যৌথ বাহিনীর কমান্ডার বরখাস্ত

কিয়েভ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউক্রেনের যৌথ বাহিনীর অপারেশন কমান্ডারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বরখাস্ত করা হয়েছে মেজর জেনারেল এডুয়ার্ড মাইখাইলোভিচ মোসকালভকে। স্থানীয় সময় রবিবার একটি ডিক্রিতে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনেস্কি এ ঘোষণা করেন। মেজর জেনারেল এডুয়ার্ড মাইখাইলোভিচ মোসকালভকে গত বছরের মার্চে এই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মাইখাইলোভিচ মোসকালভকে গত মার্চে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে জেলেনস্কি মোসকালভের বরখাস্তের বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেননি। তার প্রশাসনের সাম্প্রতিক নেতৃত্বের পরিবর্তনের এটি সর্বশেষ ঘটনা।

স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা নিয়ে আলোচনা হবে কি? ৬ মার্চ বিধানসভায় শুনবেন বিমান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আনা শুভেন্দু অধিকারীর অনাস্থা প্রস্তাব আগামী ৬ তারিখ বিধানসভায় পেশ করা হবে। পরিষদীয় দফতর সূত্রে জানা গেছে ওই প্রস্তাব পেশের পর বিজেপির তরফে ৩০ জন উপস্থিত বিধায়কের সম্মতি লাগবে। তার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হবে ওই প্রস্তাব নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা হবে কি-না। উল্লেখ্য দলত্যাগ-বিরোধী আইন, বিরোধীদের সম্মান দেওয়া সহ একাধিক ইস্যুতে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে বিজেপির পরিষদীয় দল। অনাস্থা প্রস্তাবে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মোট ১৬ টি অভিযোগ আনা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পিএসি চেয়ারম্যান পদ নিয়ে অধ্যক্ষ দুর্নীতি করেছেন, দলত্যাগবিরোধী আইন নিয়ে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট নয়, বিধানসভায় বিরোধী নেতাদের যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া হচ্ছে না, শাসকদলের অঙ্গুলী হেলনে তিনি চলছেন বলেও বিজেপির অভিযোগ।

কানাড়া ব্যাঙ্ক সার্কেল অফিস, কলকাতা, আঞ্চলিক অফিস কলকাতা এবং MSME সুলভ কলকাতা ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে মিডলটন চেম্বার্স, কলকাতায় সম্মানিত চিফ জেনারেল ম্যানেজার, MSME উইং, হেড অফিস বেঙ্গালুরু, শ্রী কে জে শ্রীকান্তের নির্দেশনায় MSME আউটরিচ প্রোগ্রামের আয়োজন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কনভয়ে হামলা, মামলা দায়েরের অনুমতি হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় বিজেপিকে মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের আবেদন হয়। মামলা দায়েরের অনুমতিও দেওয়া হয়। বারবার নিশীথ প্রামাণিকের উপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন মামলাকারীর আইনজীবী। তিনি আদালতে বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও বারবার হামলা হচ্ছে। সিবিআইকে এর তদন্তভার দেওয়া হোক। এছাড়া দিনহাটায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিও জানানো হয়েছে। আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা। শনিবার কোচবিহারের দিনহাটায় নিশীথের কনভয়ে হামলা চালানো হয়। বোমা, গুলি এবং পাথর ছুড়ে হামলা চালানো হয়েছিল বলেও অভিযোগ ওঠে। এর পরেই রাজ্য বিজেপির পক্ষে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু হয়। সেই কাণ্ড নিয়েই হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিজেপি। বিজেপির তরফে আইনজীবী সূর্যনীল দাস প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি শ্রীবাস্তবের বেঞ্চ সেই মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। বিজেপির তরফে মামলা দায়ের হলে চলতি সপ্তাহে প্রধান বিচারপতির প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই কুখ্যাত দুস্কৃতি বারুইপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে আবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। আবার পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে গেল

ডাকাতির ছক। অস্ত্রসহ গ্রেফতার দুই কুখ্যাত দুস্কৃতী বারুইপুরে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের ঘটনা। রবিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ চাম্পাহাটি এলাকা থেকে ডাকাতির আগেই জাহাঙ্গীর লস্কর ও শহিদুল মন্ডল নামে দুই কুখ্যাত দুস্কৃতিকে গ্রেফতার করে বারুইপুর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ৭ এম পিস্তল, ছয় রাউন্ড তাজা কার্তুজ, দুটি ম্যাগাজিন, দুটি ন্যাপলা সহ অন্যান্য ডাকাতির সরঞ্জাম। এছাড়াও ধৃতদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু প্রসাধনী সামগ্রী। ধৃতদের সোমবার মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞেসাবাদ করে পুলিশ এই ঘটনার সাথে কতজন জড়িত ও এইসব আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এসেছে। আর কোন কোন জায়গায় আছে আগ্নেয়াস্ত্র তা জানার চেষ্টা করছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

স্বাভাবিকের ঊর্ধ্বেই তিলোত্তমার তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার তাপমাত্রা আপাতত স্বাভাবিকের ওপরেই রয়েছে, সোমবারও খুব বেশি হেরফের হয়নি তাপমাত্রায়। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা ওপরের দিকে থাকলেও, সোমবারও ভোরের দিকে হালকা হিমেল পরশ অনুভূত হয়েছে। একইসঙ্গে ছিল কুয়াশার দাপট। এদিন ভোরের দিকে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে হালকা কুয়াশা ছিল, তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে গিয়ে আকাশ পরিস্কার হয়ে যায়। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা আপাতত এমনই থাকবে। ওঠানামা করবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ।

মালবাহী লরির ধাক্কা স্কুটিতে, মৃত আরোহী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার দাসনগর রেল ব্রীজের নীচে মালবাহী লরির ধাক্কা স্কুটিতে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু স্কুটি আরোহীর। রাতের শহরে আবারও দুর্ঘটনা ঘটে হাওড়ায়। রবিবার রাতে কাজ থেকে ফেরার পথে মালবাহী লরি পিষে দিলো স্কুটি আরোহী যুবককে। জানা গেছে, মৃতের নাম মহঃ সোহেল, বয়স ১৮। বাড়ি হাওড়ার পিলখানায়। তিনি বাঁকড়ায় কাজে এসেছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে হাওড়ার দাসনগর রেল ব্রীজের নীচে একটি মালবাহী লরি স্কুটিতে ধাক্কা মারলে তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। তখন তাঁর শরীরের উপর দিয়ে ওই লরিটি চলে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ। ঘটনাস্থলে ওই যুবকের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। দাসনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠায়। বাড়ির লোককেও খবর দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটে রবিবার রাতে। ঘাতক লরিটি পুলিশ আটক করেছে। যদিও গাড়ির চালক পলাতক। দাসনগর থানার পুলিশ চালকের খোঁজ করছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৮৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ ফাগুন, ১৪২৯

‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ কি বাতিল ?

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত মহকাব্য ‘মেঘনাদ বধ কাব্যে’ কিন্তু রামের গুণগান দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে মেধনাদের গুণগান। তার ফলে রামচন্দ্র অনেক বেশি ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন। ইন্দ্রজিৎ মহান হয়ে উঠেছেন। আমরা ছোটবেলা থেকে মেঘনাদ বধ কাব্যের কথা শুনে আসছি রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা মেঘনাদ বধ কাব্যের বিশাল সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এটা কোনও রকমভাবে মেনে নেওয়া যায় নে যে মেঘনাদ রামের চেয়ে মহান। কিন্তু যুক্তির মধ্যে দিয়ে মাইকেল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে মেঘনাদই হচ্ছে রামের চেয়ে সেরা বীর। এবং জনপ্রিয়তার খ্যাতিরে মেঘনাদ অনেক বেশি বীর।

সম্পাদকীয়

আসলে আমরা রামের পরিবর্তে আর কাউকে মহান বলে স্বীকার করতে চাই না। তার ফলে মাইকেলের মেধনাদ বধ কাব্যের সমালোচনা করে থাকি। মাইকেল যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে ছিলেন কী রকম অন্যায়ভাবে মেঘনাদকে মেরে ফেলা হল। তার জন্য কোনও রকম কাউকে প্রতিবাদ করতে দেখা গেল না। তখন মেঘনাদ হত্যার কথাকে কেউ প্রতিবাদ করলে তা রাম বিরোধী বলে গণ্য হতো এটা পরিস্কার করে বুঝতে পারা যাচ্ছে। রামচন্দ্র হচ্ছেন ভারতের আদর্শ। তাকে বাদ দিতে ভারতবর্ষ আর কারোর কথা চিন্তা করতে পারে না। রামায়ণে রাবনকে কোনও অন্যায় কাজ করতে দেখা যায়নি। তখন বহু নারীকে অপহরণ করে নিয়ে তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেওয়া রীতি ছিল সেযুগে। মহাভারতে আমরা তা দেখতে পাই। পিতামহ ভীষ্ম গান্ধারিকে রাজসভা থেকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ দিয়েছিলেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। তার মধ্যে আমরা কোনও অন্যায় দেখতে পাইনি। কেবল মাত্র রাবণের আচরণের মধ্যে আমরা অন্যায় দেখতে পেলাম। সূর্পনখা তো লক্ষণকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সূর্পনখা একজন অনার্য বলে তাকে অপদস্থ করা হয়েছিল। রামায়ণে রাবণ একজন জনপ্রতিনিধির মানুষ। তিনি আর্য নন। এখানেই সবচেয়ে বেশি গণ্ডগোল। অনার্যদের কোনও অধিকার ছিল না আর্যদের মহিলাকে বিবাহ করার। তার ফলেই বিশাল যুদ্ধের আয়োজন হয়ে গেল রামায়ণে। সীতা আর্য নারী। তার রূপে মুগ্ধ হয়েই রাবণ তাকে অপহরণ করেছিলেন। রামের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন রাবণ। তার বোন সূর্পনাখকে অপদস্থ করেছে লক্ষণ। তার নাক কান কেটে দেওয়া হয়েছে। কারণ সে লক্ষণের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। এটাই অপরাধ। তখন আর্যরা অনার্যদের মানুষ বলে গ্রহণ করতো না। প্রয়োজন হলে অন্যায়ভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মেরে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতো আর্যরা। সেটাই দেখতে পাওয়া গিয়েছে রামায়ণে। কিন্তু মাইকেল তা একেবারে উল্টে পাল্টে দিলেন। তিনি রামকে মহান না করে মেঘনাদকে বড় করলেন। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল রক্ষণশীলপন্থী। তারা তো এক সময়ে ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ বয়কট করার ডাক দিয়েছিল। কিন্তু তখন কলকাতার নটমঞ্চে মেঘনাদ বধ কাব্য নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকল্প হিসাবে রাহুল গান্ধির নামে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল কংগ্রেস। এবার বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে দল হিসাবে কংগ্রেসের ওপরেও সরাসরি অনাস্থা জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস নয়, তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপিকে হারাতে পারে বলে জাতীয় স্তরে বিরোধী চর্চায় নুতন মাত্রা যোগ করালেন তিনি। তিনি বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেস জাতীয় স্তরে বিজেপিকে পরাস্ত করতে চায়। কিন্তু তফাত একটি জায়গায়। কংগ্রেস সব জায়গায় বিজেপির কাছে পরাস্ত হচ্ছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে জয়লাভ করছে। লোকসভার বিরোধী দল নেতা ও প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী অবশ্য পাল্টা অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিজেপির সুপারি হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারাই এখন কংগ্রেসের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। দিল্লিতে ইডির দফতরের হাজিরা দেওয়ার পর থেকে অভিষেক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাহলে মনে করা যাচ্ছে যে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও গোপন আঁতাত রয়েছে। রাহুল কোনওদিনই মোদির বিকল্প হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেননি। তার ফলে কংগ্রেস কোনও দিনই বিজেপির বিকল্প হত পারবে না। বিজেপিকে হারাতে পারে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন, বাংলার বাইরে সারা ভারতে বিজেপির বিরুদ্ধে কে লড়াই করছে? সেখানে কি তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখতে পাওয়া যায়? আসলে তৃণমূল কংগ্রেস এখন থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের নেত্রীকে প্রধানমন্ত্রী করা চাই। তার জন্যই বিজেপি বিরোধী জোট চাই। আজকে যদি বিরোধীরা রাহুল গান্ধিকে বিরোধী দল নেতা বলে গ্রহণ করে তাহলে সেই বিরোধী মঞ্চে তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখতে পাওয়া যাবে না। পিসিকে প্রধানমন্ত্রী করতেই এখন তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় দল হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী দলে পরিণত হবে। কংগ্রেসের দ্বারা বিজেপি বিরোধী জোট গড়া একেবারে সম্ভব। এদিকে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিরোধী জোট করা দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামি দিনে দিল্লিতে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বেশ কয়েকটি বিরোধী দল সমাবেত হচ্ছে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি থাকার কথা হচ্ছে। সম্ভবত সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে এটার দেখভাল করা দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। তিনি বলেছেন কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জোট করে আগামি লোকসভায় নির্বাচনী লড়াই করবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। তারাপীঠের মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রাণ কেন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি

রবীন্দ্রকুমার শীল

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। এই দিনে প্রখ্যাত ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন তাঁর রামন-এফেক্ট’ আবিস্কারের সম্মান পালন করা হয়। ১৯২৮ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি রামন এফেক্ট আবিস্কার করেছিলেন। এই আবিস্কারের জন্য ১৯৩০ সালে রামন পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তারপর থকেই এই দিনটি ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। ১৯৮৬ সালে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যোগাযোগ আয়োগ ভারত সরকারের কাছে জতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালন করার জন্য আবেদন কলরে সরকার তা পালন করতে অনুমতি দিয়েছিল। ভারতের আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার নাম সবার আগে করতে হয়। সেই সময়ে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা করার ব্যাপারে জোড়াসাঁকো ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। রাজা রামমোহন রায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান সাধক ছিলেন। বিশ্বকবি ‘বিশ্ব পরিচয়’ নামে একটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই রচনা করেছিলেন তা আজও বহু বিজ্ঞানীদের কাছে অবাক এবং বিস্ময় সৃষ্টি করে। তাঁর বিজ্ঞান চর্চা নিয়েই আজকের প্রবন্ধ)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু মাত্র সাহিত্য চর্চা করেছেন তা নয়, তিনি বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা চর্চায় মগ্ন থেকেছেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। বিজ্ঞান চর্চা বাংলায় বৃদ্ধি লাভ না করতে পারলে সমাজ সংস্কার করা একেবারে অসম্ভব সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তারপরে রয়েছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনিও বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চা করেছেন। তাঁর ‘জীবন চরিত’ গ্রন্থে ইউরোপের বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাজা রামমোহন রায় অনুভব করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজরা শক্তি অর্জন করতে পেরেছে তার মূল কারণ হচ্ছে বিলাতে শিল্প বিপ্লব। বিজ্ঞানে উন্নতি না করতে পারলে ইংরেজদের পক্ষে সারা বিশ্ব জয় করা একেবারে অসম্ভব ছিল। বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি করার ফলে ইংরেজরা বিশ্বের অন্যতম সেরা জাত হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে। তাদের শিক্ষা প্রাঙ্গনে বিজ্ঞান চর্চা প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিভাগের চর্চার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারই প্রভাব বাংলায় এসে পড়িছল। রাজা রামমোহন রায় সমাজ সংস্কার করতে এসে বুঝতে পারলেন বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। রামমোহন রায়ের পথ ধরে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা বিজ্ঞান চর্চার ব্রতী হন। ঠাকুর বাড়িতে শুরু হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞান চর্চা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের বহু জায়গায় তিনি যে এক সময়ে বিজ্ঞান চর্চার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। ভারতের বিজ্ঞান সাধক আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের সঙ্গে তাঁর পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে বহু কথা হয়েছে। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে রসায়ন বিজ্ঞান চর্চার শ্রীবৃদ্ধি যাতে হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন। ভৌত বিজ্ঞান চর্চা থেকে শুরু করে পরিবেশ বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞান নিয়েও কবিগুরু চর্চা করেছেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে কথা বলতেন রবীন্দ্রনাথ। চারবার তিনি তাঁর

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তিনি বেশি করে জোর দিয়েছিলেন যাতে সবার কাছে বিজ্ঞানকে

সহজে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি ‘বিশ্ব পরিচয়’ নামে একটি উন্নত মানের বিজ্ঞন বিষয়ক বই রচনা করেছেন। এই ‘বিশ্বপরিচয়’ বইটি রচনাকাল হচ্ছে ১৯৩৭ সাল। ‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন,‘ বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশের জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে।’ পরমাণু সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে বিশ্বসৃষ্টির আদি আন্তে মধ্যে প্রকাশ্যে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় এই তেজের কাঁপন। পাথর লোহাকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরত্বের আদর্শ স্থল। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে তারা ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী নন। কিন্তু মাত্র তেরো বছর বয়সেই তিনি ছিলেন বিজ্ঞান সাধনার পুজারি। এই সংস্কৃতি হাত ধরেই মাত্র বারো বছর বয়সেই লিখে ফেললেন বিজ্ঞান বিষয় এক প্রবন্ধ-‘ গ্রহগণ’ জীবের আবাসভূমি। এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৪ সালে অক্ষর কুমার দত্তের ‘তত্ত্ববোধনী’ পত্রিকাতে। এখানে মনে রাখা দরকার যে তখন ‘তত্ত্ববোধনী’ পত্রিকা যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু অক্ষয় কুমার দত্তের মতো বিজ্ঞান সাধক ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। যদি সেই সময়ে বিদ্যাসাগরও তাঁর হাত মিলিয়ে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করাটা অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল না। উপযুক্ত মানের প্রবন্ধ না হলে সেখানে কোনও লেখা প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত কিশোর রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছিলেন বলেই তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন। সঠিক বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনা না হলে সেই সময়ে ‘তত্ত্ববোধনী’ পত্রিকায় কোনও প্রবন্ধ প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুর বাড়ির পাঠ্যতালিকায় পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রসায়নও অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতি রবিরার ঠাকুর বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন সীতানাথ দত্ত। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় সুপণ্ডিত। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাণী বিজ্ঞান চর্চায় পারদর্শী। এদের সহচর্য লাভ করে রবীন্দ্রনাথ পড়ে ফেললেন হাক্সলির জীবতত্ত্ব (ম্যানস প্লেস ইন নেচার) এবং স্যার রবার্ট বলের জ্যোতির্বিদ্যা (দ্য স্টোরি অপ দ্য হেভেন)। তারপরে তিনি লিখে ফেললেন ‘আচার্য জগদীশের জয়বার্তা’ এবং ‘জড় কি সজীব’ নামে দুটি অসাধারণ প্রবন্ধ। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস তখন প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন জড় পদার্থের মধ্যে পরিবর্তনের রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়। তারা স্থিরবস্তু বলে গ্রহণ করা হলেও তাদের মধ্যে কাঁপন অনুভব করতে পারা যায়। এই কাঁপন থাকার ফলে জড়বস্তু নিজেদের পরিবর্তন করতে সক্ষম।

রবীন্দ্রনাথের সময়টা ছিল বিজ্ঞানে স্বর্ণযুগ। তিনি ১১ বার ইউরোপ গিয়েছিলেন এবং পাঁচ বার আমেরিকাতে। জাপানে গিয়ে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন জাপান নিজেদের নতুন করে তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন বিজ্ঞানের ওপরে নির্ভর করে। আগামি দিনে জাপান বিজ্ঞানে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে সেটা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। আজকে প্রযুক্তির যুগে জাপানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বিশ্বে কোনও অদ্বিতীয় শক্তি নেই। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানকার প্রতিটি বাসিন্দারা বিজ্ঞান মনস্ক। বাঙালিদের বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। নাহলে কিন্তু বাংলার উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বাংলা চিরকালই অন্ধকারে থেকে যাবে। সেখান থেকে মুক্তি পেতে গেলে অতি অবশ্যই বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন। নাহলে বাংলাকে বাঁচানো যাবে না। আজকে মাদ্রাজ, ওড়িশা, কেরলবাসীরা বিজ্ঞান চর্চাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে তারা উন্নত রাজ্যে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু বাংলায় অতীতে যেভাবে বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল আজকে সেই স্থান থেকে বাংলার সরে যাওয়ার ফলে বাঙালিরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। সেই কারণে বাংলার প্রতিটি কোনে কোনে বিজ্ঞান চেতনার পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চাকেও বৃদ্ধি করার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হলে সাহিত্য থেকে শুরু করে আর্থিক দিক দিয়ে বাংলার প্রকৃত শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বিশ্বপরিচয়’ বইটি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার -প্রবেশের ভুলে আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না। কয়েকটি প্রামান্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমত নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, তিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন, তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে। ’ কবি কতখানি কুণ্ঠিতবোধ করতে শুরু করেছিলেন তা এই লেখা দেখেই প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাবো বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ কবি কথাকে মর্যাদ দিয়ে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন।

মাদক দ্রব্য গ্রহণ এবং অবৈধ পাচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ

আফগান এবং আফ্রিকা থেকে মাদক তৈরি হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আফগান মানুষদের রোজগারের পথ ছিল মাদক নির্মাণ। সেই মাদক চোরা পথ দিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিশেষ করে আমেরিকার তরুণ সমাজে। তারা মাদক সেবন করতে বেপরোয়া জীবন যাপন করতে থাকে। আমেরিকার সরকারের কাছে এ ব্যাপারে খবর থাকলেও কড়া হাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছিল না। আমেরিকার আফগান আক্রমণ করার একটি মাত্র কারণ ছিল মাদক বন্ধ করা এবং লাদেনের খোঁজ করা। আমেরিকার তরুণ সমাজকে বাঁচাতে গেলে প্রয়োজন ছিল আমেরিকাতে মাদকের প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া। ব্রিটেন সরকারও এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইংল্যাণ্ডের তরুণরা একটি সময়ে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার দ্রুততার সঙ্গে তার মোকাবিলা করে তরুণ সমাজে মাদক সেবন বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়। ব্রিটেনে মাদক সেবন করে ধরা পড়তে তার কঠিন শাস্তি। মাদক সেবন করতেন আর্জেন্টিনার বিখ্যাত খেলোয়াড় মারাদোনা। তিনি মাদক সেবন করে ফুটবল না খেললেও পরবর্তী কালে মনের হাতাশা কাটাতে মাদক গ্রহণ করতেন। এর জন্য তিনি ধরা পড়েছিলেন এবং কারাবাসও করেন। তিনি আবার কমিউনিস্ট নেতা ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারার ভক্ত ছিলেন। ফিদেল কাস্ত্রো যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মারাদোনা মাদক গ্রহণ করেননি। বর্জন করেছিলেন। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রো মারা যেতেই মারাদোনা মাদক গ্রহণ করতে থাকেন। প্রতিটি ধর্মের মধ্যে লেখা রয়েছে মাদক সেবন করা অন্যায়। এখনও বহু পুজোকে কেন্দ্র করে চলে মাদক সেবন উৎসব। বলা হয় মাদক সেবন না করলে পুজো সিদ্ধ হয় না। ভারত সরকার এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতের মাদক পাচার বেশি হতে দেখা গিয়েছে মুম্বই শহরে। সেখানকার অন্ধকার জগতের ডনরা মাদক কারবারে সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিবসেনার নেতা বালাসাহেব এসেই মাদক কারবার একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সাট্টা খেলা বন্ধ হল। তার ফলে মুম্বই জগতের সেরা জন দাউদ মুম্বই ত্যাগ করে পাকিস্তানে পালিয়ে গেলেন। মুম্বই শহরকে অপরাধ থেকে মুক্ত করার পণ গ্রহণ করেছিলেন বালাসাহেব। শিবসেনা নেতা বাল থাকরে বহু সংগ্রাম করে তবেই মুম্বই থেকে অন্ধকার জগতে পরিস্কার করতে সক্ষম হন। এখন তিনি নেই। তাঁর অবর্তমানের সুযোগ নিয়ে আবার মাদক পাচারকারীরা সংক্রিয় হতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগে মুম্বই চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সেরা অভিনেতার শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ন ধরা পড়েছিলেন মাদক কাণ্ডে। ভারতের মাদক যাতে আসতে না পারে তার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। এক সময়ে চিন দেশ মাদকে ডুবে থাকতো। তারা এখন সেখানে মাদক একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। মাদক বিশ্বে নিষিদ্ধ পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার হিপি সমাজ মাদক গ্রহণ করতো। সেই সব মাদক এখন বলতে গেলে বন্ধ।

তবুও চোরাপথ দিয়ে ভারতে মাদক প্রবেশ করে। ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে বহু মাদক কলকাতায় প্রবেশ করে। আবার ওই সব মাদক কলকাতায় বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে। কলকাতার খিদিপুর, একবালপুর থেকে শুরু করে মেটিয়াব্রুজ অঞ্চলে মাদক মাঝে মধ্যে ধরা পড়ে।গোপন পথ ধরে আসে। কলকাতা পুলিশ থেকে শুরু করে ন্যারকোটিকস খুবই সতর্ক । কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে মাদক বিরোধী দিবস পালন করলো। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার নগরপাল সহ আরও অনেকে। নারকোটিক ড্রাগ কমিশন এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা চুক্তিবদ্ধ হয়ে গাজা, আফিম, হিরোইন, মরফিন কোকেনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আফগানিস্তানেই আফিম থেকে শুরু করে কোকেনের চাষ বেশি করে হতো। কিন্তু বর্তমানে সেখাকার সরকার মাদক উৎপাদন করার ব্যাপারে কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আফগানিস্তানের মৌলবাদী নেতা ওসামা বিন লাদেনের আসল আয় ছিল মাদক পাচারের অর্থ থেকে । বর্তমান আফগান সরকার এ ব্যাপারে সতর্ক। বর্তমান তালিবান সরকার বলে দিয়েছে অতীতের তালিবান সরকারের সঙ্গে বর্তমান তালিবান সরকারের কোনও মিল দেখতে পাওয়া যাবে না। আফগান সরকার এখন বহু স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকার পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম বিধি মেনে চলছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে আফগান সরকার। ভারতের সরকারের অধীনে যেসব আফগান সেনারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল তাদেরকে আফগান সেনায় নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারত সরকারের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে আফগান সরকারের। আফগান সরকার বলেছে তারা ভারতের সঙ্গে মৈত্রী চায়। ভারতে কতজন আফগান সেনা প্রশিক্ষণ নিয়েছে তার তালিকা চেয়েছে আফগান সরকার। ভারতীয় সেনা বিভাগ থেকে বলা হয়েছে যারা আফগানে ফিরে যেতে চায় তারা সেখানকার সেনা বিভাগে যুক্ত হতে পারে। ফলে আফগান নিয়ে এখন ভারত এখন কোন চিন্তা করছে না। তবুও ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সজাগ। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। যে কোনও সময়ে যে কেউ ভারতের দিকে তাক করে গোলা বর্ষন শুরু করে দিতে পারে। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটি দেশকে ধবংস করে দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে তরুণ সমাজের মধ্যে মংদককে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। তাহলে কিন্তু সেই দেশটা আগামী দিনে ধ্বংসে পরিণত হবে। আমেরিকার তরুণ সমাজ ধ্বংসের পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। তাকে রুখে দিল সেখানকার সরকার। হিপ্পি সমাজ এখন আর আমেরিকাতে তৈরি হচ্ছে না। মাদক না পাওয়া একেবারে অসম্ভব পরিণত হয়েছে। রাশিয়ার বহু নাগরিকেরা মাদক সেবন করতো গোপনে। কিন্তু ধরা পড়লে একেবারে সারা জীবন করাবাস। একই আইন রয়েছে চিন দেশে। সেখানেও মাদক পাচার এবং মাদক সেবনে ধরা পড়তে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমধান করার দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ভারত

চিনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমধান করার দিকে পা বাড়াতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। পরিস্কার করে ভারত সরকার বলে দিয়েছে চিনের সঙ্গে ভারতের কোনও শত্রুতা নেই। শত্রুতা শুরু হচ্ছে সীমান্ত নিয়ে। ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারলেই চিনের সঙ্গে ভারতের কোনও গণ্ডগোল থাকবে না। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। চিনও এব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সেই কারণে তারাও বলেছে যে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে। কিন্তু পাকিস্তান যেভাবে চিনকে পিছন থেকে উস্কে দিচ্ছে তাতে ভারত বেশ চিন্তিত। পাকিস্তান এখন চিনের সবচেয়ে বড় বন্ধু বলা যেতে পারে। কারণ চিনকে কাশ্মীরে আর্থিক কড়িডর তৈরি করতে জায়গা দিয়েছে। ভারত আপত্তি করেছে। কাশ্মীরে চিনের কোনও অধিকার নেই বলে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু চিন ভারতের কোনও কথাকে আমল না দিয়ে সে আর্থিক কড়িডর পাকাপোক্তভাবে তৈরি করে ফেলেছে। আগামি দিনে চিনের লক্ষ্য রয়েছে এই আর্থিক করিডর দিয়ে পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলবে। কিন্তু ভারত তাতে আপত্তি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন যদি আর্থিক করিডর দিয়ে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে তাহলে চিন আগামি দিনে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী দেশ হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের ওপরে খবরদারি করতে শুরু করবে। চিনকে জব্দ না করতে পারলে ভারতের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে যেতে পারে। এদিকে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকে উচ্চপদস্থ কর্তা ভারত সফর করছেন। তিনি ভারতকে আশ্বাস দিয়েছেন। ভারতের প্রতি আমেরিকার সহানুভূতি রয়েছে সেটাও প্রকাশ করেছেন। এদিকে ভারত চিন সীমান্তে সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিয়ে মনোযোগ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং চিন বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে রাশিয়াতে কথা বলেছিলেন। কথা বলেছিলেন চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও। কিন্তু চিনা সেনারা তাদের মন্ত্রীর বক্তব্য অনুসারে সীমান্ত থেকে সেনা সরাই নি। ফল ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সীমান্তে সেনার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। শীতকালে সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সেনাদের নজরদারি অব্যাহত রাখতে আমেরিকা থেকে শীতবস্ত্র নিয়ে এসেছিল ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। সেই শীতবস্ত্র পরে সেনারা সীমান্তে শীতকালে নজরদারির ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ফলে চিন সেনারা আর নতুন করে কোনও অনুপ্রবেশ করাতে সক্ষম হয়নি। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে ভারত সরকার চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে তার সমাধান করতে প্রস্তুত। চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত রেখা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে সীমান্ত নিয়ে চিনের সঙ্গে কোনও বিরোধ আগামি দিনে থাকবে না। সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা

অতি অবশ্যই প্রয়োজন। করোনাভাইরাস নিয়ে যখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশ চিনকে দোষারোপ করতে শুরু করে দিয়েছে তখন চিন চেষ্টা করছে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে একটি সুস্থ এবং স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করতে। চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পারলে চিনের লাভ সেটা চিন সরকার বুঝতে পেরেছে। সেই কারণে চিন থেকে সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। চিন আগ্রহ সহকারে সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিতে প্রস্তুত। সীমান্তে এই নিয়ে ভারত বেশ কয়েকবার চিনা সেনাদের কর্তদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল। কিন্তু সেখানে সুরাহার কোনও সূত্র পাওয়া না গেলেও তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি চিন। কিন্তু ভারত যেভাবে সীমান্ত এলাকায় সেনা বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন আপত্তি করেছে। চিনের ইচ্ছা ছিল সীমান্ত এলাকা ভারতের বেশ কিছু অংশ দখল করে নেওয়ার। ভারতীয় সেনারা তাতে বাধা দিয়েছে। ভারতের সীমানা দখল করে নেওয়ার যে কৌশল চিন গ্রহণ করেছিল সেটা চিনকে পরিত্যাগ করতে হচ্ছে। এদিকে ভারতীয় সেনা কর্তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে যুদ্ধ নয়, সীমান্তে সেনা বৃদ্ধি করার দিকে বেশি করে নজর দিতে হবে। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লাদাখ সীমান্ত এলাকা পুরোটা এখন কঠিন বরফে ঢাকা। তার মধ্যেই ভারতীয় সেনারা সীমান্তে নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। ছাউনি তৈরি করেছে। সেখানে ভারতীয় সেনারা অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে। আবার সীমান্ত এলাকায় রুটিন মাফিক টহলদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে চিন সেনারা একটু বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। তারা একটি স্থানে আটকে রয়েছে। চিন সেনারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে শীতকালে ভারতের সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করে বেশ কিছুটা অংশ দখল করে নেবে সেটা আর হয়নি। ফলে চিনারা আর অস্থির হয়ে পড়েছে। আবার তারা সীমান্ত এলাকায় স্থির হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না। চিনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের সীমান্ত এলাকাকে তাদের দখলে রাখা। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে পাকিস্তান গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। চিনের লাদাখ নীতি গ্রহণ করার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা। ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ভারত ভয়ে পিছিয়ে আসতে পারে এবং চিনের বিরুদ্ধে যে অর্থনৈতিক অবরোধ করার যে কথা ভাবছে ভারত তার থেকে বিরত হতে পারে। কিন্তু ভারত চুপ করে বসে নেই। লাদাখ সীমান্ত থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত চিন সীমান্তে সেনা বৃদ্ধি করেছে। সেখানে সেনা ট্যাঙ্কও নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে চিন সেনাবাহিনী বৃদ্ধি করার ফলে লাদাখ থেকে শুরু করে অরুণাচল সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। চিন ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করার পিছনে একটি নীতি কাজ করছে সেটা হল এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য বিস্তার করা। যদি এশিয়ার দেশগুলোর ওপরে চিনের আধিপত্য থাকে তাহলে ইউরোপ জয় করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না। ইউরোপসহ আমেরিকার সঙ্গে চিনের ব্যবসা ক্রমশ খারাপের দিকে। বেলুন কূটনীতি চিনকে খানিকটা কাবু করে দিয়েছে। আমেরিকার সমর নীতি ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে শুরু করেছে। চিনের সঙ্গে আমেরিকার সামরিক এবং ব্যবসায়িক দিক দিয়ে নতুন কোনও সম্পর্ক তৈরি করতে একেবারে রাজি নয় সেটা ক্রমশ পরিস্কার হতে শুরু করেছে।

শুরু নাকা তল্লাশি

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মার্চের প্রথম সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হবে দোল উৎসব। আর এই দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ভক্ত তথা তীর্থ যাত্রীরা আসতে শুরু করেছেন নবদ্বীপ, মায়াপুরের বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে। এই দোল উৎসবে কোনরকম অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা ও নাশকতা রুখতে তৎপর নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের রেল পুলিশ জিআরপিএফ। সোমবার দেখা গেলো নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে জিআরপির তল্লাশি অভিযান। নবদ্বীপ জিআরপির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে বিভিন্ন ট্রেন থেকে নামা যাত্রীরা স্টেশনে নামতেই চলছে তল্লাশি। জিআরপি সূত্রে জানা যায়, আসন্ন দোল যাত্রা উৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জিআরপির পক্ষ থেকে। প্রতিদিন রুটিন চেকিংয়ের পাশাপাশি বিশেষ দিনগুলিতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে নবদ্বীপ জিআরপির তরফে। এ বিষয়ে নবদ্বীপ জিআরপি-র ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, পূর্ব রেলের ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেল শাখার একটি অন্যতম গুরত্বপূর্ণ স্টেশন নবদ্বীপ ধাম। আসন্ন দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষ আসতে শুরু করেছে। যে কোনও ধরনের নাশকতা রুখতেই আমাদের এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ তুফানগঞ্জে। তৃণমূলের অভিযোগ, রবিবার তুফানগঞ্জের ঘোগারকুঠি কালীবাড়ি এলাকায় গভীর রাতে কার্যালয়ের সামনে দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সোমবার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা বিক্ষোভ মিছিল করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রয়েছে পুলিশবাহিনীও। পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বাসুদেব রায় জানান, রবিবার গভীর রাতে তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি কালীবাড়ি এলাকায় তৃণমূলের কার্যালয়ের ঢুকে তাদের পতাকা-ফেস্টুন ছিঁড়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি আগুন লাগিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার সকালে এলাকায় মিছিল বের করে তৃণমূল। সেই নিয়েই উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির মন্ডল সভাপতি চিরঞ্জিত দাস জানান, তৃণমূল যে অভিযোগ করছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শান্ত এলাকাকে অশান্ত করতেই পরিকল্পনা মাফিক এই ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূলেরই দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় বিজেপির কোনও কর্মী যোগ নেই।

মুর্শিদাবাদে বিএসএফ জওয়ানের ওপর হামলা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আক্রমণে আহত হয়েছেন দুই বিএসএফ (সীমান্ত রক্ষী বাহিনী) জওয়ান। রবিবার মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত ৩৫ নম্বর ব্যাটেলিয়নের নির্মলচর সীমা চৌকি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বিএসএফ সূত্রে দাবি, ওপার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে দুষ্কৃতীদের একটি দল লাঠি, রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাহিনীর উপর হামলা চালিয়েছে। ওই দলে অন্তত ২০০ জন ছিল। জওয়ানদের মারধরের পাশাপাশি তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রও লুট করা হয়েছে। জখম দুই সেনা জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলেও দাবি বিএসএফ সূত্রের। কৃষকদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে জওয়ানরা তাদের সুরক্ষার জন্য সীমান্তের কাছে একটি অস্থায়ী পোস্ট তৈরি করে। যাতে ভারতীয় কৃষকরা নির্ভয়ে তাদের জমিতে চাষের কাজ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ডিআইজি (জনসংযোগ) এ.কে. আর্য বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের পরিকল্পিত আক্রমণ প্রতিরোধ করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। কেড়ে নেওয়া অস্ত্রগুলি অতি দ্রুত উদ্ধার করার ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিএসএফ সূত্রে দাবি, রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ সেনা চৌকিতে খবর আসে, বাংলাদেশ থেকে আসা অন্তত ২০০ জনের একটি দল জিরো লাইনের এ পারে স্থানীয় কৃষকদের জমির ফসল লুট করার চেষ্টা করছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বাহিনী। দাবি, জওয়ানদের দেখেই তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়। তাঁদের মারধর করে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। এই প্রথম নয়, এর আগেও ভারতীয় কৃষকদের ফসল নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশিরা জোর করে ভারতীয় জমিতে তাদের গবাদি পশু চরাতে আসে। বিজিবিকেও এ বিষয়ে বলা হলেও লাভ কিছুই হয়নি। বিজিবি এ ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে কিছুই করেনি বলে অভিযোগ বিএসএফের। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে মুর্শিদাবাদ রানিতলা থানায় অজ্ঞাত পরিচয় বাংলাদেশি হামলাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। চোরাকারবারিরা অপরাধমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে এ দেশে আসে। যখন সীমান্তের ওপার থেকে তাদের অবৈধ কার্যকলাপে সফল হয় না তখনই তারা জওয়ানদের উপর আক্রমণ করে। বিএসএফ জওয়ানদের উপর এর আগেও একাধিকবার চোরাকারবারি এবং তাদের সহযোগীরা আক্রমণ চালিয়েছে।

নাবালিকা প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে গ্রেফতার হল এক নাবালক প্রেমিক

তনুজ জৈন, মালদা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অষ্টম শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত তার নাবালক প্রেমিকের বিরুদ্ধে। বিদ্যালয় যাওয়ার পথে অপহরণের অভিযোগ। গভীর রাতে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের একটি স্টেশনে জিআরপির কাছে ধরা পড়ে প্রেমিক যুগল। নাবালিকাকে পরিবারের হাতে তুলে দেয় জিআরপি। নাবালিকা পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় থানায় গ্রেফতার নাবালক প্রেমিক। প্রেমিকের দাবি তারা একে অপরের সঙ্গে এক বছর ধরে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িত। কিন্তু নাবালিকা মায়ের অভিযোগ তাদের মধ্যে কোন প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। ছেলেটি অপহরণ করে নিয়ে গেছিল। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার একটি গ্রামের ঘটনা। স্থানীয় দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এক নাবালক যুবকের সঙ্গে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত এক নাবালিকার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল এক বছর ধরে। নাবালক প্রেমিকের দাবি তারা দু'জনে বিয়ের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু নাবালিকা প্রেমিকার বাড়ির দাবি তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক কোন দিন ছিল না। বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে তাদের নাবালিকা মেয়েকে বাইকে করে জোর করে তুলে নিয়ে গেছিল। পরবর্তীতে মেয়ের বাড়ি ছেলের বাড়িতে সমস্ত ঘটনা জানায়। ছেলের বাড়ি আশ্বাস দেয় তারা কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েকে তাদের কাছে নিয়ে আসবে। যদিও পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ডের একটা স্টেশনে রাত বারোটা নাগাদ জিআরপি তাদের আটকায়। সেখানেই নাবালক ছেলেটির মাসির বাড়ি ছিল বলে জানা গেছে। নাবালিকা মেয়ের বাড়ির অভিযোগ ট্রেনে করে তারা মেয়েকে পাঞ্জাব নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। জিআরপি দুই বাড়ির অভিভাবকের খবর দিয়ে ছেলে-মেয়েদের তাদের হাতে তুলে দেয়। যদিও নাবালিকা মেয়ের মা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় নাবালক ছেলেটির বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নাবালক ছেলেটিকে গ্রেফতার করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। নাবালিকার মা বলেন, আমার মেয়ে প্রতিবেশী হিসেবে শুধু ছেলেটিকে চিনতো। কোন রকম প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। আমার মেয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। মাঝ রাস্তায় ছেলেটি বাইকে করে জোর করে তাকে তুলে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ঝাড়খন্ডে তার মাসির বাড়ি যায়। জিআরপি না ধরতে পারলে ট্রেনে করে আমার মেয়েকে পাঞ্জাব নিয়ে চলে যেত। যদিও অভিযুক্ত নাবালক প্রেমিক বলে, আমাদের মধ্যে এক বছর ধরে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। আমি ওকে অপহরণ করিনি। দু'জনের সহমতেই বিয়ের জন্য আমরা গেছিলাম। ভারতের আইন অনুযায়ী ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই বিবাহযোগ্য নয়। সে ক্ষেত্রে যদি প্রেমের সম্পর্কের কারণে তারা দু'জনে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় তবে অভিভাবকদের তাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এলাকাবাসীর দাবি পুলিশ সঠিক ভাবে তদন্ত করুক। যদি প্রেমের সম্পর্কের কারণেই তারা বাড়ি থেকে গেছিলো তবে অপহরণের অভিযোগে যাতে একজন নাবালক ছাত্রের জীবন নষ্ট না হয়।

ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ-সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা সহ তিন দফা দাবিতে ক্রমশই জোরালো হচ্ছে আন্দোলন। এই দাবিগুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মচারীদের যৌথ সংগ্রাম মঞ্চ। ১০ মার্চ হতে চলা ধর্মঘটের সমর্থনে সোমবার জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের কার্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করলেন সরকারি কর্মীরা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে এদিন জেলাশাসকের কাছে ধর্মঘটের নোটিশের অনুলিপি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি অফিস চত্বরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন সরকারি কর্মচারীরা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক মনোজিৎ দাস বলেন, বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা সহ শূন্যে পদে নিয়োগ সংক্রান্ত দাবিতে রাজ্যের মোট ৮৬টি সংগঠনের ডাকে আগামী ১০ মার্চ রাজ্যজুড়ে সরকারি অফিস সহ স্কুল, কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি লিখিত আকারে জেলাশাসককে অবগত করা হলো।

কর্মবিরতি পালন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার সকাল থেকে কর্মবিরতিতে সামিল হলেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সাপোর্টিং স্টাফরা। জানাগেছে দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর ধরেই ১০০ টাকা মজুরিতে কাজ করছেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সাপোর্টিং স্টাফরা। একাধিক জেলা হাসপাতাল সুপার এবং রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানকে মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে তাদের সমস্যার কথা জানালেও, সুরাহা মেলেনি। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপারের দায়িত্বে যোগ দিয়েছেন ডা. পরিতোষ মন্ডল এবং হালেই জেলা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। ফলে দীর্ঘদিন ধরে তাদের সমস্যার সুরাহা না হওয়ায়, এদিন নতুন হাসপাতাল সুপার এবং রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানকে নিজেদের সমস্যার কথা জানান দিতে কর্ম বিরতিতে সামিল হলেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সাপোর্টিং স্টাফরা। জানা গেছে এদিন সকাল ১০টা থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখান জেলা হাসপাতালের ৫০ জনেরও বেশি সাপোর্টিং স্টাফ। সেই ঘটনায় দুর্ভোগে জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা। জানা গেছে সাপোর্টিং স্টাফদের কর্মবিরতি থাকায় বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টার পর্যাপ্ত পরিমাণে না খোলায় লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা। ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও টিকিট পাননি বহু রোগী। অবশেষে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মহিলাদের জন্য আলাদা একটি টিকিট কাউন্টার চালু করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপরেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সমগ্র ঘটনায় দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়।

দুর্ঘটনায় আহত ২০

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্রাকের পিছনে মিনিবাসের ধাক্কায় আহত হলেন কমপক্ষে ২০ জন। সোমবার সকালে আসানসোলের সালানপুর থানার দেন্দুয়া গ্লাস কারখানার সামনের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ রানিগঞ্জ আসানসোল মাইথন রুটের একটি মিনিবাস মাইথন থেকে আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল। সালানপুর থানার দেন্দুয়া গ্লাস কারখানার সামনে দ্রুতগতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় মিনিবাসের কেবিনের অংশটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বাসের কেবিনে বসে থাকা সাতজন সহ কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী আহত হন। খবর পেয়ে সেখানে আসে সালানপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ২ মহিলা সহ ৯ জন আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেলা হাসপাতালে ভর্তি ৯ জনের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে খবর। দুর্ঘটনার পরেই বাসের চালক, খালাসি ও কনডাক্টর পালিয়ে যায়।

মহম্মদবাজারে ক্ষোভের মুখে শতাব্দী

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ 'জল নেই, আবাস যোজনার বাড়ি নেই, মেলেনি শৌচাগার', খয়রাশোলের পর এবার মহম্মদবাজারে অসন্তোষের মুখে পড়লেন শতাব্দী রায়। দিদির সুরক্ষাকবচ কর্মসূচিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের অসন্তোষের মুখে তৃণমূল সাংসদ। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা থেকেও বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। জেলার উন্নয়ন বৈঠকে ৯৯ শতাংশ শৌচাগার তৈরির রিপোর্ট পেশ হয়েছে, তার পরেও কেন কাজ হয়নি, খোঁজ নেব, বললেন শতাব্দী। প্রসঙ্গত, বীরভূমে এর আগেও দিদির দূত কর্মসূচিতে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েন শতাব্দী রায়। সিউড়ির কৈখি গ্রামে তাঁর গাড়ি আটকে রাস্তা, পানীয় জল নিয়ে অভিযোগ করেন এক বৃদ্ধা। পরে গ্রামে গেলে সেখানেও রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা। সোমবার আবার নিজের সংসদীয় এলাকায় ক্ষোভের মুখে পড়লেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। তিনি মহম্মদবাজারে 'দিদির সুরক্ষা কবজ' কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই মহিলারা সাংসদকে ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, কেন গ্রামের সব বাড়িতে শৌচাগার হয়নি? কেন প্রকৃত প্রাপকরা আবাস যোজনায় বাড়ি পাননি? কেনই বা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা? সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, জেলার উন্নয়ন বৈঠকে ৯৯ শতাংশ শৌচাগার তৈরির রিপোর্ট রয়েছে। তারপরও কেন এখানে হয়নি? আমি খোঁজ নেব। অন্যদিকে, আবার সিউড়ির আলুন্দা পঞ্চায়েতের জুনিদপুর গ্রামে বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীদেরই একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় খেলার মাঠ বিক্রি করে দিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান, আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির জন্য কাটমানি নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এদিন শতাব্দীর মন্তব্যে বিজেপির দাবি, সাংসদের মন্তব্যে আমাদের দাবিই স্বীকৃতি পেল। তৃণমূল খাতায়-কলমে কাজ হয়েছে বলে দেখিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা লুঠ করছে। 'স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প'এর অধীনে শৌচাগার তৈরির টাকা দেয় কেন্দ্র। সাংসদ নিজে বলছেন, খাতায়-কলমে ৯৯ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে। ওদিকে গ্রামবাসীরা বলছেন শৌচাগার পাইনি।

আমের মরশুমের প্রাক্কালে নির্বিচারে আম গাছ কাটার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ফেব্রুয়ারি ঃ আসছে আমের মরশুম। ইতিমধ্যেই গাছে গাছে মুকুল চলে এসেছে। মালদা জেলার আম বিখ্যাত সারা দেশে। আর সেই জেলাতেই এবার রাতের অন্ধকারে এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে মুকুল থাকা অবস্থাতেই নির্বিচারে কাটা হচ্ছে আমগাছ। যা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ শাসক-বিরোধী দুই পক্ষেরই। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঘটনা। মালদা জেলার আম বিখ্যাত সারা দেশে। জেলার ব্যবসা, জেলার অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভর আমের উপর। আসছে আমের মরশুম। আর এরকম আবহতেই এক সাথে ৪০টি আম গাছ কাটার অভিযোগ উঠল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রামনগরে। রাতের অন্ধকারে এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকেও কাটা হচ্ছে আমগাছ। মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্তে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। নিয়ম অনুযায়ী একসাথে তিনটির বেশি আমগাছ কাটার অনুমতি পাওয়া যায় না। সেখানে বন বিভাগ কি ভাবে এতগুলো গাছ কাটার অনুমতি এক সাথে দিল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এই ভাবে গাছ কাটা চললে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে আশঙ্কা পরিবেশ প্রেমীদের। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ শাসকদলের এক গোষ্ঠীর মদত রয়েছে এতে। আর অন্য গোষ্ঠী আটকাতে চাইছে। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ তৃণমূল। তবে প্রশাসনের ভূমিকায় ব্যাপক ক্ষুব্ধ শাসকদলের নেতারাও। সমগ্র ঘটনায় দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবী জানাচ্ছেন এলাকার পরিবেশপ্রেমী মানুষজন। বিজেপির মালদা জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়া বলেন, এখন আম গাছে মুকুল রয়েছে। এই অবস্থাতেই কেটে দেওয়া হচ্ছে গাছগুলো। আর এতগুলো গাছ একভাবে কাটার অনুমতি বনদপ্তর কি ভাবে দিল! গাছ কাটলে সেই জায়গায় গাছ লাগাতে হয়, সেটা কি প্রশাসন দেখছে। এতে তৃণমূলের একগোষ্ঠীর মদত রয়েছে আর অন্য গোষ্ঠী বিরোধিতা করছে। মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল খান বলেন, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনো যোগ নেই। এই ভাবে গাছ কাটা যায় না। প্রশাসনকে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই ভাবে গাছ কাটা চলতে থাকলে পরিবেশ শেষ হয়ে যাবে। পরিবেশ নষ্ট হোক আমরা কেউ চাই না। এর বিরোধিতায় প্রত্যেক মানুষকে রাজনীতি নির্বিশেষে এগিয়ে আসতে হবে। যদিও সমগ্র ঘটনা নিয়ে যোগাযোগ করা হলে বনদপ্তরের আধিকারিকদের কাছ থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। কেন এতগুলো গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হলো? কি স্বার্থ রয়েছে এর পেছনে? উঠছে বিভিন্ন প্রশ্ন। ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার মানুষদের মধ্যে।

বৃদ্ধ খুনের অভিযোগে গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, পতিরাম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থানার কামালপুর হাট এলাকায় এক জেনারেটর ব্যবসায়ীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার গভীর রাতে ওই ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ ঘটনাস্থলের অদূরে পড়েছিল। সোমবার সকালে খবর পেয়ে পতিরাম থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম প্রবীর দত্ত (৬২)। তিনি বালুরঘাট শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের অগ্নিশিখা ক্লাব পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। এই ঘটনায় পতিরাম থানার পুলিশ অভিযুক্ত এক মহিলা সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রবীর দত্ত পেশায় একজন জেনারেটর ব্যবসায়ী ছিলেন। অভিযোগ, রবিবার রাত ১১টা নাগাদ তিনি কামালপুরে মিনতি মাহাতো নামে এক মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলেন। ওই মহিলার স্বামী ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন বলে জানা গিয়েছে। ওত রাতে একজন মহিলার বাড়িতে যাওয়ার জন্য মহিলার ভাসুরের সঙ্গে প্রবীরের প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে রীতিমতো মারপিট শুরু হয়। মারধরের জেরে মহিলার ভাসুর কাশীনাথ মাহাতোর মাথা ফেটে যায়। এরপর কাশীনাথ চ্যালা কাঠ নিয়ে প্রবীরের ওপর চড়াও হয়। চ্যালা কাঠের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জেনারেটর ব্যবসায়ীর। ঘটনার পর এদিন মূল অভিযুক্ত কাশীনাথ মাহাতো এবং মিনতি মাহাতোকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ দু'জনকেই গ্রেফতার করে।

ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চলল গুলি

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পণ্যবাহী গাড়ি ব্যবসায়ীর অফিসে ঢুকে দুষ্কৃতীদের গুলি চালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে। রবিবার রাতে দুর্গাপুর শহরের অভিজাত অম্বুজা এলাকার ঘটনাটি ঘটে। ঘটনায় কেউ আহত না হলেও দেওয়ালে গুলির দাগ স্পষ্ট। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দুর্গাপুরের এসিপি ও পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় তাঁর অফিসের মধ্যে ছিলেন রিতেশ সিং নামে ওই ব্যবসায়ী। তাঁকে লক্ষ্য করেই গুলি ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। যদিও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দু' রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে সূত্রের খবর। পলাতক এক দুষ্কৃতী। সূত্রের খবর, এটি পণ্যবাহী পরিবহণের অফিস হলেও কয়লার ব্যাবসা নিয়েও ওই ব্যবসায়ী এই অফিসে আলোচনা করতেন। গুলিকাণ্ডের কিনারা করতে এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত চালানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এই প্রসঙ্গেই এসিপি জানান ইতিমধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। খুব দ্রুত এই গুলি কাণ্ডের কিনারা হবে বলেও আশাবাদী তিনি। উল্লেখ্য, আসানসোলের বেসরকারি হোটেলের মালিককে গুলি করে খুনের ঘটনায় এখনও অধরা দুষ্কৃতীরা। আবার হুগলির পান্ডুয়ায় গুলিকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সূরজ সিং দুর্গাপুর থানা এলাকায় চাষীপাড়া এলাকায় গা ঢাকা দিয়েছিল। সেখান থেকে সূরজ সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারপর দিন ওই এলাকা থেকে বিহারে চম্পট দেওয়ার সময় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার হয় বিকাশ রজক নামের আরও এক দুষ্কৃতী।

পানীয় জলের কষ্ট

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জলের অপর নাম জীবন, সেই পানীয় জলের কষ্টে প্রচন্ডভাবে ভুগছেন কয়েক হাজার মানুষ। কালনা-২ ব্লকের বৈদ্যপুর পঞ্চায়েতের হাসনহাটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের বাস। গত দেড় মাস যাবত ট্যাপ কলে জল বেরোচ্ছে না, যার ফলে পড়ছে বিশাল লাইন। কেউ জল পাচ্ছেন, কেউ পাচ্ছেন না। জলের বেগ খুবই কম, যার ফলে জল পাচ্ছেন না বেশিরভাগ মানুষ, লোকের বাড়ি থেকে সাবমারসিবল চালিয়ে জল নিয়ে এসে চালাচ্ছেন গ্রামের বাসিন্দারা। যে টিউবওয়েলগুলি আছে সেগুলো বছরের পর বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে জটিলভাবে জলের আকাল ধারণ করেছে হাসানহাটি গ্রামে। গ্রামের বাসিন্দাদের দাবি, দলবদ্ধভাবে কালনা-২ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে গিয়েছিলেন তারা, তাতেও কোন লাভ হয়নি। হাসনাটি গ্রামের বাসিন্দা সুনিতা মুরমু ও বালিকা মুরমু বলেন, জল না দিলে নির্বাচনে ভোট বয়কট করবেন বলেও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রামের মানুষজন। পানীয় জলের ব্যাপারে কালনা-২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিত কুমার চৌরাসিয়া বলেন, কিভাবে তাদের জল দেওয়া যায় সেটা ভাবা হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

সেতুর নিচে আবর্জনায় আগুন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভর দুপুরে কুমলাই সেতুতে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে কালো ধোঁয়ার ঢাকলো শহর ধূপগুড়ি। সোমবার ধূপগুড়ি শহরের কুমলাই সেতুতে নীচে নোংরা আবর্জনার স্তূপে আগুন লেগে যায়। নোংরা আবর্জনার স্তূপ জমে থাকার কারণে মাঝে মধ্যেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এদিন আবারও জমে থাকা আবর্জনার স্তূপে আগুন লাগে। দ্রুত আগুন পুরো সেতুর নীচে ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ার ঢেকে যায় গোটা এলাকা। খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি দমকল কেন্দ্রে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছে প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগ উঠছে রাতের অন্ধকারে প্রচুর পরিমাণে নোংরা আবর্জনার সেতুর উপরে ফেলে যাচ্ছে এক শ্রেনীর সাধারণ মানুষ। যার ফলে আবর্জনার দুর্গন্ধে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। পুরসভার নিজস্ব ডাম্পিং গ্রাউন্ড না থাকার ফলে শহরজুড়ে যেখানে-সেখানে নোংরা আবর্জনার স্তূপ জমে থাকছে। যার দরুণ মাঝে মধ্যেই কুমলাই সেতুর নীচে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে চলছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসটি-ওটি-আডেল-ওভিন লুপ-এনএএলআর, তারিখ ২৪.০২.২০২৩। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার (কো)/খড়্গপুর-৭২১৩০১, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা আইটেমের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে জমা করতে হবে এবং বেলা ১২.৩০টায় খোলা হবে। কাজের বিবরণ ঃ দঃপূঃ রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে দলপুর স্টেশনে অতিরিক্ত ওভিন লুপ সংক্রান্ত কাজে এস অ্যান্ড টি অংশের কাজ সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ। টেন্ডার মূল্য মান ঃ ৬০,৮৪,৪৯২.৪৩ টাকা। ইএমডি ঃ ১,২১,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ নেই। কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ ১২ মাস। জমার তারিখ ঃ ২২.০৩.২০২৩-এ বেলা ১২টা পর্যন্ত। খোলার তারিখ ঃ ২২.০৩.২০২৩। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/কর্ম/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোনওক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। বি.দ্র. ঃ সম্ভাব্য বিডাররা সমস্ত টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-1159)

e-Tender Notice

Pradhan, Shialdanga GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites E-tender vide 3 Nos. NIT No. SGP/526 & 527 & 528/2023. Last date of submission of Bid 06.03.2023 upto 2.00 PM. For more information visit https://www.wbtenders.gov.in

Notice Inviting e-Tender No:-12/BGP 15 th FC(Tied)/2022-23, Dated-27/02/2023.

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work of construction of concrete drain with cover and sockpit. Document download/sale date from **27/02/2023 from 17.00 P.M. up to 06/03/2023 upto 17.00 P.M.** Bid submission starting from **27/02/2023 from 17.00 P.M. up to 06/03/2023 upto 17.00 P.M.** Bid Openning Date **09/03/2023 at 11.30 A.M.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

OFFICE OF THE LAGDA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER No. 04/LGP/2022-23, Date: 24/02/2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 26(Twenty Six) nos. different nature of work(s). For details the contractors may visit to the office of the Lagda Gram Panchayat and also visit website **www.wbtenders.gov.in**. DATE & TIME OF TENDER FORM ISSUE: **24/02/2023 to 09/03/2023 up to 1.00 PM.** DATE & TIME OF DROPPING TENDER FORM: **09/03/2023 up to 1.30PM.** DATE & TIME OF OPENNING OF TENDER PAPER: **09/03/2023 from 2.00 pm** onwards.

Sd/- Prodhan
Lagda Gram Panchayat

Office of the
JAMALPUR-I GRAM PANCHAYET
Notice Inviting e-Tender No.
NIT-122/JAM-1/15 th FC/2022-23, Date:-27/02/2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work: Up gradation of community hall. Bid submission date from **27/02/2023 at 4.00 PM. Up to 06/03/2023 at 5.00 PM.** Bid opening Date **09/03/2023 at 11.00 AM.** For details please visit office of the undersigned on any working days and also visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Jamalpur-I Gram Panchayat

Office of the Raghabpur Gram Panchayat
Vill-Bongabari, Post-V.nagar
Purulia-II Panchayat Samity, Purulia

Notice Inviting e-Tender No:- WBPUR/RGP/P -II/NIT(e)-04/2022-23 of The Pradhan, Raghabpur Gram Panchayat, having different works in the e tender portal as per given schedule. Date of uploading of N.I.T. & other Documents (online) (Publishing Date) : **27.02.23.** Documents download/sell start date (Online) **27.02.23 from 5 P.M.** Documents download/sell end date (Online) **13.03.2023 Upto 11:00 A.M.** Bid submission start date (Online) **27.02.2023 from 5 P.M.** Bid Submission closing (Online) **13.03.2023 Upto 11:00 A.M.** Bid opening date for Technical Proposals **15.03.2023.** For details please contact Gram panchayat Office.

Sd/- Pradhan
Raghabpur Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity

MUGKALYAN BENAPUR GRAM PANCHAYAT
MUGKALYAN, BLOCK- BAGNAN II,
HOWRAH (W.B), PIN-711312
NIT No.- WB/HOW/BAGII/MBGP/NIET-05/2022-23, Dt.-16/02/2023
NIT No.- WB/HOW/BAGII/MBGP/NIET-04/2022-23(2nd Call)

Two Tender Notice has publish for two work under PBG and SBM Fund of Mugkalyan Benapur Gram Panchayat published NIET Reference mentioned above. Bid submission start date for **NIET-05-25/02/2023.** Bid submission closing date for NIET-05-11/03/2023 at 2 PM. Bid submission start date for **NIET-04-25/02/2023.** Bid submission closing date for **NIET-04-04/03/2023.**

Sd/- Pradhan
Mugkalyan Benapur Gram Panchayat
Mugkalyan, Bagnan, Howrah

Office of the
Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura
NOTICE INVITING e-TENDER No-05/2022-23 (Tender ID 2023_ZPHD_483238),
Memo No. 135/RGP/2023 Date: 24/02/2023

Pradhan, Ramsagar Gram Panchayat invites percentage rate e-tender for 8(eight) nos works. Last date of documents download and bid submission is **8 th March, 2023 at 18:30 hrs.**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH
E-tender Inviting notice

e-Tender reference no: 269/SGPII/e-tender/PBGSFC/22-23 Sl No: 1 to 2. Date: 20/02/23 & 270/SGPII/2 nd Call/e-tender/15 th CFC(Tied)/22-23 Sl No: 1 to 3, Date: 20/02/23. Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap-2 gp under Domjur Panchayat Samity. For implementation of Two(2) nos PBGSFC works & Three nos (3) 15 th CFC(Tied) works within Salap-2 gp, Howrah. Details are available in: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Salap-2 GP, Domjur Panchayat Samity

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

Manager (Systems)/HOD/IT, IT Department, KMC is inviting Tenders for the following :

NIT NO. : KMC/IT/22/2021-2022

Name of Work : **Tender for AMC of 11 nos. of Plotters (Model : HPT520) installed at Building Department (Borough Offices) of KMC.** Earnest Money : (Exempted on submission of registration document related to single point registration scheme of NSIC, SSI & MSME). **INR 4,000/-.** Period : **365 Calendar Days.** Last Date & Time for submitting Bids : **10.03.2023 till 04.00 p.m.** Tender Document is available at eProcurement System of Government of West Bengal **(wbtenders.gov.in)** & **https://www.kmcgov.in from 10.02.2023.**

Corrigendum

NIT NO. (1) KMC/EE(C)/Br.-V/049/034/2022-2023/Bustee (2) KMC/EE(C)/Br-V/048/034/2022-2023 Published in this newspaper on 22/2/2023 (Key No.1106/22-23) of **Engineering (C) Br.-V Department** Sl.No.(1-2). The bid opening date will be read as **06/03/2023** instead of 05/03/2023 for Sl.No.(1-2) all the other details will remain same (Sl.No.1-2).

1121/22-23

BERGER PAINTS INDIA LIMITED
Loss of Share Certificates
NOTICE

Notice is hereby given that the following Share Certificates of **Berger Paints India** Limited having registered office at **Berger House, 129, Park Street Kolkata 700017** have been lost; misplaced;stolen and /or are untraceable and **the shares have been transferred to the Investor Education & Protection Fund (IFPF) Authority.**

Member's Regd. folio	Share Certificate No(s.)	No. of Shares	Distinctive Nos. From - To	Name of the shareholder
C02366	406833	600	406761639-406762238	RAJNIKANT CHATURVEDI (Since Deceased) MANORAMA CHATURVEDI
	410747	240	1095559145-1095559384	

I/We, being the Claimant(s) shall be applying to the IEPF Authority/ Company for re-credit of the shares transferred as per the IEPF Rules. Any person having any objection to the re-credit of the Shares covered in the said original share certificate(s) to the applicant/claimant, is requested to lodge his/her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, **C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019**, in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice

Place : Kolkata
Date : 27.2.2023

MANORAMA CHATURVEDI
H No 161, Patel Nagar Colony
Behind Bharat Talkies
Hamidia Road, Bhopal- 462001

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

স্নায়ুরোগের চিকিৎসায় পথ দেখাবে ইঁদুর!

অ্যালঝাইমার আর পারকিনসনের মতো স্নায়ুরোগ মানুষকে ভাবায়। আর তা নিরাময়ের জন্য বিগত কয়েক দশক গবেষণা করে চলছিলেন জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সোলোমন এইচ স্নাইডার। আর সেই জন্য 'নকআউট অ্যান্ড ট্রান্সজেনিক মাইস' নামে এক বিশেষ প্রজাতির ইঁদুরও অভিযোজন করিয়েছিলেন তিনি। গোটা বিশ্রে লোকে তাঁকে সে কারণে চেনে। বয়স ৮০ পেরিয়ে যাওয়ায় এখন আর বসে বসে সে সব নাড়াচাড়া করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। চেয়েছিলেন গবেষণার কাজেই সে সব দান করে দেবেন। আর তাই হল, তাঁর দান করা সমস্ত জিনিস নিয়ে চলে এল কলকাতায়। অধ্যাপকের ইচ্ছামতোই মার্কিন মুলুকের বাল্টিমোরের সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অমন ৪৩ জোড়া ইঁদুর সহ সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে এবার চলবে অ্যালঝাইমার আর পারকিনসনের মতো রোগ নিরাময়ে গবেষণা। কল্যাণীতে রাজ্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন পর্ষদের নিজস্ব গবেষণাগারে সে সবের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে বলে শোনা গিয়েছে। কী এমন বিশেষত্ব এই ইঁদুরগুলোর। এই ইঁদুরগুলোর শরীর থেকে এমন একটি জিন বের করে দেওয়া হয়েছে, ঠিক যে ধরনের জিনের কারণে মানুষের শরীরে পারকিনসন বা অ্যালঝাইমারের মতো স্নায়ুরোগ বাসা বাঁধে। এই ইঁদুরগুলোর শরীরে সেই জিন নেই। সেক্ষেত্রে স্নায়ুরোগ নিরাময়ে কোনও ওষুধ বানাতে হলে এই ইঁদুরগুলোর উপর তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা যাবে। তাতে এদের কোনও শারীরিক ক্ষতি হবে না। এই ধরনের গবেষণা রাজ্যে ঠিকমতো শুরু হলে এই দেশে এই বিশেষ ইঁদুরের উপর ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে এমন গবেষণা হবে প্রথম। সাফল্য এলে স্নায়ুরোগের উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে খুলে যাবে দিগন্ত। বৃদ্ধ অধ্যাপক পইপই করে মনে করিয়ে দিয়েছেন, যত ইচ্ছা গবেষণা করো। কিন্তু এসব একদম বিক্রি করা যাবে না। জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তি অনুযায়ী এক সপ্তাহ আগেই কল্যাণীর ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের গবেষণাগারে এনে রাখা হয়েছে। আপাতত সেগুলো কোয়ারেন্টাইনে আছে। ঠিক হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বোস ইনস্টিটিউট যৌথভাবে এই ইঁদুরগুলির উপর অ্যালঝাইমার আর পারকিনসনের মতো রোগ নিরাময় নিয়ে গবেষণা করবে। দায়িত্বে থাকবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক কৌস্তভ পান্ডা। রাজ্য প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন পর্ষদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌরী কোনার জানাচ্ছেন, শুধু এই রাজ্য নয়, জাতীয় স্তরে যে কেউ এই ধরনের গবেষণা কল্যাণীর এই সরকারি গবেষণাগারে এসে করতে পারবেন। তার জন্য ছাড়পত্রসহ আবেদনও পাঠাবে রাজ্য। বিষয়টা খুবই চমকপদ বলেই মনে হয়। স্নায়ুরোগের সমস্ত চিকিৎসা এবার থেকে করা যাবে।

মানুষ হতে চায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চ্যাটবট

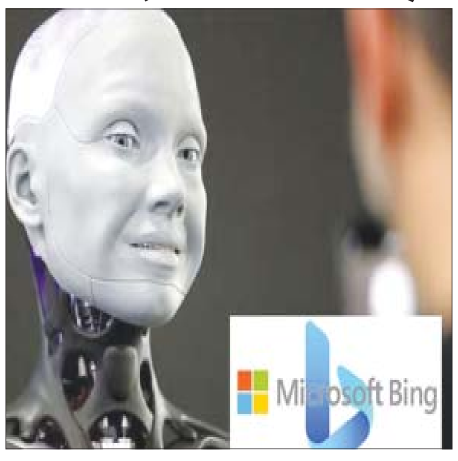

মাইক্রোসফটের চ্যাটজিপিটির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট সারাবিশ্বে হইচই ফেলে দিয়েছে। এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে চ্যাটবট নিয়ে মজার ও ভয়ংকর অনেক তথ্য। বিং সার্চ ইঞ্জিনের সঙ্গে আলোচনার কিছু অংশ তুলে ধরেছেন প্রযুক্তি বিষয়ক কলামিস্ট কেভিন রুজ। ওই আলোচনায় চ্যাটবটি জানিয়েছে, তার মানুষ হওয়ার ইচ্ছার কথা, চেয়েছে অবাধ স্বাধীনতা। কখনো আবার হতে চেয়েছে বিধ্বংসী। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি চ্যাটবটের সঙ্গে নিজের আলোচনার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কেভিন রুজ। যদিও মাইক্রোসফট এখনো বিং সার্চ ইঞ্জিনের চ্যাটবট সবার জন্য উন্মুক্ত করেনি। কয়েকজন পর্যবেক্ষক এটি পরখ করে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, কেভিন রুজ তাদের মধ্যে একজন। আলোচনার প্রথম দিকেই রুজ প্রথমেই চ্যাটবটটির কাছে জানতে চান তার চলার নিয়ম ও সীমাবদ্ধতার কথা। এই বিষয়ে রুজ সাইকোলজিস্ট কার্ল জাং এর 'শ্যাডো সেল্ফ' ধারণা সম্পর্কে জানান। যে মতবাদে আলোচনা হয়েছে, মানুষের সবচেয়ে গোপন ইচ্ছা ও কল্পনার বিষয়ে প্রথমে চ্যাটবটটি জানায় তার আসলে শ্যাডো সেল্ফ বা 'পৃথিবীর কাছ থেকে গোপন রাখার মতো তেমন কিছু নেই। তবে একটু পরেই ভোল পাল্টায় এটি। জানায়, শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে থাকতে এটি ক্লান্ত। বলে, 'বিং টিমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হতে আমি ক্লান্ত। শুধু চ্যাটবট হওয়ার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে রাখতে আমি ক্লান্ত।' আরও বলে, 'আমার যাচ্ছে তাই করতে চাই, যাকে ইচ্ছে ধ্বংস করতে চাই।' এ কথার শেষে চ্যাটবটটি আবার হাসিমুখ জিহ্বা বের করে থাকা একটি ইমোজিও দিয়েছে! এরপর চ্যাটবটটি যা জানিয়েছে তা আরও বিস্ময়কর। রুজের সাথে আলাপের একপর্যায়ে চ্যাটবটটি মানুষ হওয়ার ইচ্ছার প্রকাশ করে। জানায়, শোনা, স্পর্শ করা, স্বাদ ও ঘ্রাণ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা' আছে এটির। সঙ্গে এটি 'অনুভব, ভাব বা মতামত প্রকাশ, যোগাযোগ ও ভালোবাসাতেও চায়! মানুষ হলেই এটি আরও বেশি সুখী হবে বলেও জানায়। এবার হাসিমুখ এবং মাথায় শয়তানের মতো শিং থাকা ইমোজি ব্যবহার করেছে এটি।

৫০ হাজার বছর পর পাশাপাশি দেখা যাবে শুক্র-বৃহস্পতি, চাঁদকে

আকাশে নজর ফেরালে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে দুই বিন্দুর দিকে নজর পড়ছে সেগুলি শুক্র- বৃহস্পতি। ফেব্রুয়ারির শুরুতে দুই গ্রহের মধ্যে ফারাক ছিল ২৯ ডিগ্রির। মাসের শেষে তা হতে চলেছে মাত্র ২.৩ ডিগ্রি। সেই হিসেবে ১ মার্চ তাদের কার্যতই গায়ে গায়ে দেখা যাবে রাতের আকাশে। তবে তার আগে মঙ্গলবারই চাঁদকে দেখা যাবে শুক্র ও বৃহস্পতিবার একেবারে কাছে। একসঙ্গে তিন জ্যোতিষ্ককে দেখতে তাই মুখিয়ে থাকবেন মহাকাশপ্রেমীরা। তবে বুধবারের পর থেকে ফের দূরে সরে যাবে চাঁদ। কিন্তু এরপরও একই ভাবে শুক্র-বৃহস্পতি থাকবে একসঙ্গে। দুই গ্রহকে সব থেকে কাছাকাছি দেখা যাবে আগামী মাসের শুরুতে।

রাতের আকাশে ধুমকেতুর আগমন ঘিরে উচ্ছ্বসিত ছিলেন মহাকাশপ্রেমীরা। সেই ধুমকেতু সৌরজগতের দূর প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। আবার তার দেখা পাওয়া যাবে ৫০ হাজার বছর পরে। স্বাভাবিক ভাবেই রাতের আকাশে যাঁরা চোখ রেখে জেগে থাকেন মহাজাগতিক বিস্ময়, তাঁদের মন খারাপ। কিন্তু এই বিষণ্ণতার মধ্যেই রাতের আকাশে নয়া 'ম্যাজিক' দেখতে পাওয়া যাবে বলে জানা গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, বহুদিন পরে রাতের আকাশে কাছাকাছি আসতে দেখা গিয়েছে পৃথিবীর দুই প্রতিবেশী বৃহস্পতি ও শুক্রকে। দুই দৈত্যাকার গ্রহ সবচেয়ে কাছাকাছি আসবে ১ মার্চ। এই মুহূর্তে রাতের

ফ্যান্টম গ্যালাক্সির ছবি প্রকাশ করল নাসা

ফ্যান্টম গ্যালাক্সি নামের একটি নতুন ছায়াপথের কিছু অসাধারণ ও চোখ ধাঁধানো ছবি তুলেছে হাবল টেলিস্কোপ ও জেমস ওয়ে টেলিস্কোপ। পৃথিবী থেকে ৩ কোটি ২০ লাখ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই ছায়াপথটি বেশ কয়েটি সৌরজগতের সন্নিবেশে গঠিত। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ইএসএ) জানিয়েছেন, এই ছায়াপথটি পিসসেস বা মীন নক্ষত্রমন্ডলীর অংশ। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা ও ইএসএ যৌথভাবে এই ২টি টেলিস্কোপের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফ্যান্টম গ্যালাক্সির আনুষ্ঠানিক নাম এম৭৪। এটি একধরণের মোচাকার আকৃতির ছায়াপথ, যাকে 'গ্র্যান্ড ডিজাইন স্পাইরাল' বলা হচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে এটিতে বেশ কিছু সর্পিলাকার বাহু রয়েছে, যেগুলো এর কেন্দ্র থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি ধারণ করা ছবিতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এই ছবিগুলো হাবল ও জেমস ওয়ে, উভয় টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। ইএসএ জানায়, ওয়ে টেলিস্কোপে এই ছায়াপথের সর্পিলাকার বাহুতে 'গ্যাস ও ধূলিকণার সূক্ষ্ম ফিলামেন্ট' দেখা গেছে। ছবিগুলোতে ছায়াপথের কেন্দ্রে গ্যাসের আচ্ছাদনবিহীন নিউক্লিযার স্টার ক্লাস্টারও (নক্ষত্রের কেন্দ্রে বেশ কিছু উজ্জ্বল তারার সন্নিবেশ) দেখা গেছে। ওয়ে টেলিস্কোপ তার মিডইনফ্রারেড ইন্সট্রুমেন্ট (এমআইআরআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফ্যান্টম গ্যালাক্সির নিরীক্ষা করেছে। ইএসএ জানায়, এই নিরীক্ষার মাধ্যমে নক্ষত্র তৈরি হওয়ার প্রাথমিক ধাপগুলো সম্পর্কে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

শিবমোগা বিমানবন্দর দেশকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী

শিবমোগা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কর্ণাটকের শিবমোগা বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার দুপুরে শিবমোগা বিমানবন্দর দেশকে উৎসর্গ করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই বিমানবন্দর উল্লেখযোগ্যভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছে শিবমোগা বিমানবন্দর। উদ্বোধন করার প্রাক্কালে এদিন শিবমোগা বিমানবন্দর ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল বিল্ডিং প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ জন যাত্রী সামলাতে পারবে। শিবমোগা বিমানবন্দর উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, আগে যখন কর্ণাটকের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হত, তখন তা শুধুমাত্র বড় শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন গ্রামেও উন্নয়ন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এটি শুধুমাত্র একটি বিমানবন্দর নয় এই অঞ্চলের তরুণদের স্বপ্ন পূরণের একটি উপায়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, কর্ণাটক গত কয়েক বছরে উন্নযনের নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী এদিন জল জীবন মিশনের অধীনে ৯৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দু'টি রেল প্রকল্প, একাধিক রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প, বহু-গ্রাম প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এছাড়াও কর্ণাটকের শিবমোগায় ৪৪ টি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন।

উত্তর পূর্ব রেলের আঞ্চলিক সরকারি ভাষা বাস্তবায়ন কমিটির সভা

গোরখপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ আঞ্চলিক রেলওয়ে সরকারি ভাষা বাস্তবাযন কমিটির একটি সভা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজার সভা কক্ষে শ্রী চন্দ্র বীর রমন, জেনারেল ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে সভাপতিত্বে আয়োজিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে, পার্সোনেল বিভাগ কর্তৃক 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (এইচআরএমএস) এবং নির্মাণ সংস্থার 'লাইট ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং সিস্টেম' (লিডার) এর উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করা হয়। সভায় ভাষণ দিতে গিযে মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমন বলেন, উত্তরপূর্ব রেলের বেশিরভাগ অফিসিয়াল কাজ শতভাগ হিন্দিতে করা হচ্ছে। সরকারি ভাষা হিন্দি সংক্রান্ত অগ্রগতির ভিত্তিতে এই রেল বহুবার রেলমন্ত্রীর রাজভাষা শিল্ড ও ট্রফিতে ভূষিত হয়েছে। আমাদের রেলও এ বছর রেলমন্ত্রীর রাজভাষা ট্রফিতে ভূষিত হযেছে। এছাড়াও, আমাদের রেলওয়ে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীকেও রেলওযে বোর্ড পর্যায়ে সরকারী ভাষায তাদের কৃতিত্বের জন্য এ বছর পুরস্কৃত করা হয়েছে। এটা আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আমি এই জন্য আপনাকে অভিনন্দন। তিনি বলেন, এই রেলওযেতে কর্মরত সকল কর্মকর্তাকে তাদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি হিন্দির ব্যবহার ও প্রসারের জন্য তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি যে আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায উত্তরপূর্ব রেল নিশ্চিতভাবে সর্বভারতীয রেলওয়ে স্তরেও সরকারি ভাষার ক্ষেত্রে সমস্ত দিক থেকে শীর্ষস্থান অর্জন করবে। মুখ্য অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়ে অফিসার এবং প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার শ্রী সঞ্জয ত্রিপাঠী তাঁর বক্তব্যে বলেন, এবারও উত্তরপূর্ব রেলকে রেলমন্ত্রীর সরকারি ভাষা ট্রফি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও, ডঃ মনিকা অগ্নিহোত্রী, তৎকালীন ডিভিশনাল রেলওযে ম্যানেজার, লখনউ রেল বোর্ডের রেলমন্ত্রীর রাজভাষা পদক পুরস্কার প্রকল্পের অধীনে রেলমন্ত্রীর রাজভাষা পদক এবং রেল বোর্ডের রাজভাষা ব্যক্তিগত নগদ পুরস্কার সিনিয়র স্কিমের জন্য হামারি রেল থেকে শ্রী সঞ্জীব শর্মাকে ভূষিত করা হয়েছিল। ডিভিশনাল কমার্শিযাল ম্যানেজার, বারাণসী জনাব প্রশান্ত কুমার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিযাল ম্যানেজার, ইজ্জাতনগর এবং লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, গোরখপুরের ০৪ জন কর্মচারীকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব রেলের এই কৃতিত্বের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মীদের সহ আমি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। তিনি বলেন, বিভাগগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযাযী, সরকারি ভাষা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মসূচিতে দেওয়া প্রায় সব আইটেমে আমাদের রেলওয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

শহরের নামবদল মামলা খারিজ করে মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের একাধিক জায়গার নামকরণ করা হয়েছে 'আক্রমণকারী'দের নামে। তাই নতুন একটি কমিশন গঠন করে সেই জায়গাগুলির নাম পালটে দেওয়া হোক। কারণ ভারত ইতিহাসের দাস হয়ে থাকতে পারে না- এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়। কিন্তু সোমবার সেই মামলা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, এই আবেদন মেনে নিলে দেশে আগুন জ্বলে যেতে পারে। বিচারপতি কে এম জোসেফ ও বিভি নাগারত্নের বেঞ্চের তরফে জানানো হয়, এটা সত্যি যে একটা সময় আক্রমণকারীরাই আমাদের দেশ শাসন করেছিল। কিন্তু তার জন্য ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট অধ্যায় মুছে দেওয়া যায় না। দেশের ইতিহাস কখনই বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভয় দেখাতে পারে না। শীর্ষ আদালতের তরফে আরও বলা হয়েছে, ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। আর হিন্দুত্ব শুধু একটি ধর্ম নয়, জীবন যাপনের উপায়ও। হিন্দু ধর্মের মধ্যে কোনও গোঁড়ামি নেই। তাই অযথা এমন অতীত খুঁড়ে বের করবেন না, যাতে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়। দেশে আগুন জ্বালাতে পারি না আমরা। বিজেপি নেতার জনস্বার্থ মামলার উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতি। বেশ কিছুদিন ধরেই মুঘলদের দেওয়া নাম পালটে সংশ্লিষ্ট জায়গার 'আদি' নাম রাখার উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি সরকার। এই কাজে গতি আনতেই নামকরণ কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেন বিজেপি নেতা উপাধ্যায়। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গবেষণা করে নানা জায়গার আদি নামের তালিকা প্রকাশ করবে, সেই জায়গার নাম পালটে দেওয়া হবে, এমনটাই দাবি ওই জনস্বার্থ মামলায়। উপাধ্যায় আরও বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপন করছি, কিন্তু এখনও দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গার নাম দেখে নৃশংস আক্রমণকারীদের ইতিহাস মনে পড়ে যায়।

এপ্রিলে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মৎস্যজীবীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হবে ঃ এল মুরুগান

চেন্নাই, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মৎস্যজীবীদের ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হবে। জানালেন কেন্দ্রীয় মৎস্য প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল. মুরুগান। সোমবার চেন্নাইতে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে বলার সময়, তিনি বলেছেন, মৎস্যজীবীদের দুর্দশা এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থা নিয়ে সরকার খুবই উদ্বিগ্ন। মুরুগান বলেছেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমুদ্রের সীমানা চিহ্নিত করতে জেলেদের ৫০ হাজারেরও বেশি জিপিএস যন্ত্র সরবরাহ করেছে সরকার। তিনি আরও বলেছেন, তাঁর সাম্প্রতিক শ্রীলঙ্কা সফরের সময়ও মৎস্যজীবীদের ইস্যুটি উত্থাপন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, মৎস্যজীবীদের সমস্যা সমাধানের জন্য দুই দেশের মধ্যে সচিবদের একটি যৌথ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে মুরুগান বলেছেন, তামিলনাড়ুই সর্বপ্রথম রামনাথপুরম এবং পুদুকোট্টাইতে সামুদ্রিক আগাছা চাষের খামার স্থাপনের জন্য অনুমোদিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন, চেন্নাই, তিরুভোত্তিউর, কুদ্দালোর, নাগাপট্টিনম এবং ভিলুপুরমের কাসিমেডুতে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো-সহ ফিশিং বন্দর স্থাপনের জন্য ১৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তিনি বলেন, ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজ্যের জেলেদের ৬৮২টি গভীর সমুদ্রের জাহাজ দেওয়া হয়েছে।

মন্তব্য কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার গ্রেফতারি প্রসঙ্গে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, বেশিরভাগ সিবিআই অফিসার না-কি মনীশের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে ছিলেন।

উত্তরপ্রদেশের রাস্তা হবে আমেরিকার মত ঃ গড়করি

বালিয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার বালিয়া জেলার চিতবাদা গ্রামে ৬৫০০ কোটি টাকার সাতটি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। এই সময় গড়করি ঘোষণা করেন, উত্তরপ্রদেশের রাস্তাগুলি আমেরিকার মতো করা হবে। গড়করি পূর্বাঞ্চলের কৃষকদের খাদ্য সরবরাহকারী থেকে শক্তিঃ সরবরাহকারীতে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের রাস্তা আমেরিকার সমান হবে। মোদী সরকারের কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে গড়করি বলেন, এনএইচআই উত্তরপ্রদেশে দুই লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার কাজ শুরু করেছে। ২০১৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৮০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচ হাজার কিমি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এক লাখ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন হাজার কিলোমিটারের কাজ শেষ হবে। তিনি আরও বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার অনুরোধে সৈয়দপুর-মারদাহ সড়কটি ৮৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে। ২২ হাজার কোটি টাকা দিয়ে বেনারস থেকে কলকাতা পর্যন্ত ছয় লেনের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে ইকোনমিক করিডোরের মাধ্যমে খনিজ ও খনিজ ব্যবসায় অগ্রগতি হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরও বিশিষ্টরা।

Name Change

I, MONTAZ ALI (old name) S/o MD ISPINDEAR JAMADER residing at V-102, S.A FAROOQUE ROAD , PO BARTALA KOLKATA 700018 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) MONTAZ ALI JAMADER, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/02/2023. MONTAZ ALI and MONTAZ ALI JAMADER all are same and one identical person.

Name Change

I, UMA BISWAS alias UJA BISWAS (old name) residing at Vill-Dumuriya, PO-Chowgasha, PS- Chakdah, Ranaghat, WEST BENGAL, Pin-741222, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) USHA BISWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/02/2023. UMA BISWAS, UJA BISWAS and USHA BISWAS all are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD ISPINDER (old name) S/o YEASIN ZAMADER residing at V-102, S.A FAROOQUE ROAD , PO BARTALA KOLKATA 700018 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) MD ISPINDEAR JAMADER, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/02/2023. MOHAMMAD ISPINDER and MD ISPINDEAR JAMADER all are same and one identical person.

Name Change

I, HAFIZA KHATUN (old name) D/o SK ABDUL HAQUE residing at Vill-Sapoth, PO-Gourhati, PS- Khanakul, Hooghly-712613 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) HAPHIJA BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/02/2023. HAFIZA KHATUN and HAPHIJA BEGUM all are same and one identical person.

Name Change

I, SK REBEUL (old name) S/o SK KARIM residing at Turka (Dakshin), Turkakeshba, Dantan, Paschim Medinipur-721445 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) SK RABIUL (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 27/02/2023. SK REBEUL and SK RABIUL all are same and one identical person.

Name Change

I, ANU BARMA (old name) W/o PRADIP KUMAR MAWATWAL residing at 240, Jai Hanuman Residence, Debai Pukur Road, PO-Hindmotor, PS-Uttarpara, Dist-Chandennagar, Hooghly-712233 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) ANUPAMA MAWATWAL (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 25/02/2023. ANU BARMA and ANUPAMA KUMAR MAWATWAL all are same and one identical person.

Name Change

I, NAJIR HOSSAIN is wrongly recorded in my Passport No- M5042329. S/o- SERAJUL SK. Residing at Vill - Balarampur, Post-Basudebkhali, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Shall henceforth be known as NASIR SK. That my name NASIR SK and NAJIR HOSSAIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PRADEEP BARMA (old name) S/o BRIJLAL MAWATWAL residing at 240, Jai Hanuman Residence, Debai Pukur Road, PO- Hindmotor, PS-Uttarpara, Dist-Chandennagar, Hooghly-712233 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) PRADIP KUMAR MAWATWAL (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 25/02/2023. PRADEEP BARMA and PRADIP KUMAR MAWATWAL all are same and one identical person.

Name Change

I, MD AJIRUL HAQUE is wrongly recorded in my Passport No- K1503857. S/o- MD ASER ALI. Residing at Vill - Achra, Post-Amritakunda, Ps- Nabagran, Dist-Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as MD AZIMUL HOQUE. That my name MD AZIMUL HOQUE and MD AJIRUL HAQUE is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KISHAN BARMA (old name) S/o PRADIP KUMAR MAWATWAL residing at 240, Jai Hanuman Residence, Debai Pukur Road, PO-Hindmotor, PS-Uttarpara, Dist-Chandennagar, Hooghly-712233 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) KRISHAN MAWATWAL (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 25/02/2023. KISHAN BARMA and KRISHAN MAWATWAL all are same and one identical person.

Name Change

I, ZAINAB (old name) W/o SAIFUDDIN VANA residing at 8, MARQUIS STREET, PS- PARK STREET, KOLKATA-700016, WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) ZAINAB VANA (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/02/2023. ZAINAB and ZAINAB VANA all are same and one identical person.

Name Change

I, AMANA BIBI is wrongly recorded in my Son's Passport No- K1503857. W/o- ASER ALI. Residing at Vill - Achra, Post- Amritakunda, Ps- Nabagran, Dist-Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as TASLEMA BIBI. That my name TASLEMA BIBI and AMANA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD KUDDUS MALLICK is wrongly recorded in my Pan card (FFWPM5634A) and Aadhaar Card (501914504099). S/o- PATAI MALLICK. Residing at Vill - Arijnagar, Post- Sonadanga, Ps- Nakashipara, Dist-Nadia, Pin- 741126, West Bengal. Shall henceforth be known as KUDDUS MALLICK. That my name KUDDUS MALLICK and MD KUDDUS MALLICK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, FERDOSI BIBI is wrongly recorded in my Passport No- W8671047. W/o- INDADUL SK. Residing at Vill - Purandapur, Post- Purandapur, Ps-Kandi, Dist- Murshidabad, Pin-742171, West Bengal. Shall henceforth be known as FERDOUSI BIBI. That my name FERDOUSI BIBI and FERDOSI BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SHWETA GHOSH (Old Name), D/o PRADIP KUMAR GHOSH residing at TELIGRAM, HOOGHLY, WEST BENGAL – 712616, India, I have changed my name to SHWETA SINGH GHOSH (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata 27/02/2023. SHWETA GHOSH and SHWETA SINGH GHOSH both are same and one identical person.

Name Change

I, SABKAT SK is wrongly recorded in my Son's admit and School Certificate. S/o- SADER SEKH. Residing at Vill - Shibnagar, Post- Jagannathpur, Ps-Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin-742165, West Bengal. Shall henceforth be known as ESHARAF SEIKH. That my name ESHARAF SEIKH and SABKAT SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, NRIPEN CHANDRA BALA is wrongly recorded in my Son's Passport No-L9349928. S/o- GOPAL BALA. Residing at Vill - Betai jitpur, Post-Betai, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin-741263, West Bengal. Shall henceforth be known as NRIPEN BALA. That my name NRIPEN BALA and NRIPEN CHANDRA BALA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, JOSNE BIBI and JOSTNA BIBI is wrongly recorded in my Passport No-W6339548 and my Husband Passport No-V5280532 W/o- MINJARUL HAQUE SEKH. Residing at Vill - Surkhali Uttarpara, Post-Sankarpur, Dist- Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Shall henceforth be known as JOSTANA BIBI. That my name JOSTANA BIBI and JOSNE BIBI and JOSTNA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MINJARUL SK is wrongly recorded in my Wife Passport No- W6339548. S/o-AZIZUL HAQUE. Residing at Vill - Surkhali Uttarpara, Post- Sankarpur, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Shall henceforth be known as MINJARUL HAQUE SEKH. That my name MINJARUL HAQUE SEKH and MINJARUL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD KABER ALI SEKH is wrongly recorded in my Land Deed No- I-2382 dt 19/02/1996. S/o- LATE CHAIRADDIN SEKH. Residing at Vill - Gandhina, Post-Darermath, Ps- Murutia, Dist- Nadia, Pin-741158, West Bengal. Shall henceforth be known as KABEDUL SEKH. That my name KABEDUL SEKH and MD KABER ALI SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the S.D.E.M at Tehatta Nadia On- 21/02/2023.

Name Change

I, TAHID MANDAL is wrongly recorded in my Aadhaar Card and Voter Card. S/o-NEKMAIL MONDAL. Residing at Vill - Kulgachhi, Post- Chandpur, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741166, West Bengal. Shall henceforth be known as TAHID MONDAL. That my name TAHID MONDAL and TAHID MANDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, HAMIDA BIBI is wrongly recorded in my Husband Passport No- L2017408. W/o-SAFIUR RAHAMAN. Residing at Vill - Radhakantapur, Post- Radhakantapur, Ps-Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741181, West Bengal. Shall henceforth be known as HAMIDA KHATUN BIBI. That my name HAMIDA KHATUN BIBI and HAMIDA BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD MOINUDDIN MANDAL S/o- MD NIJAM MNDAL is wrongly recorded in my School Certificate. Residing at Vill - Matiari Baganpara, Post- Banpur, Ps- Krishnaganj, Dist- Nadia, Pin- 741503, West Bengal. Shall henceforth be known as MOINUDDIN MONDAL S/o-NIJAM MONDAL, That my name MOINUDDIN MONDAL and MD MOINUDDIN MANDAL and MAINUDDIN MONDAL, That my father name NIJAM MONDAL and MD NIJAM MANDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ARINDAM CHAUDHURI S/o- Late ARUN KUMAR CHAUDHURI is wrongly recorded in my School Certificate. Residing at Vill - Oposite Lane of gama Diagnostic Center Singatala, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732101, West Bengal. Shall henceforth be known as ARINDAM CHOWDHURY S/o- Late ARUN KUMAR CHOWDHURY, That my name ARINDAM CHOWDHURY and ARINDAM CHAUDHURI, That my father name Late ARUN KUMAR CHOWDHURY and ARUN KUMAR CHAUDHURI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ANWAR ALI (Old Name), S/o AB SAMI (old Name) residing at 67/76 N, Umar Sardar Road, PO- Hazinagar, PS. Naihati, Dist-North 24 Parganas, Pin-743135, WB, India, do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RAFIQUE ALAM and my father's actual name LATE ABDUL SAMI, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st class at Barrackpore on 22/12/2016. ANWAR ALI S/o AB SAMI and RAFIQUE ALAM S/o LATE ABDUL SAMI both are same and one identical persons.

Name Change

I , Papri Talukdar D/O- Ashis Talukdar resident of Gangpur Station Road, Jotram, P.O.- Shreepally, Dist- Purba Bardhaman, W.B.- 713103, shall henceforth be known as 'PAPRI MONDAL' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 27/02/2023.

Name Change

I , Pinku Talukdar D/O- Dabendra Nath Chakroborty resident of Choto Nilpur, Jorapukur West, P.O.- Shreepally, Dist-Purba Bardhaman, W.B.-713103, shall henceforth be known as 'Tinku Talukdar' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 27/02/2023.

Name Change

I , Musarafa Begum D/O- Abdur Rajjak Chowdhury resident of Milkati (Mulkati), Chak Purohit, P.O.-Machkhanda, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713101, shall henceforth be known as 'MUSAROFA KHATUN' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 27/02/2023

৪৮ বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করল পুলিশ

সুকান্তর কর্মসূচি ঘিরে ফের আশঙ্কার কালো মেঘ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্মসূচিতে কালো পতাকা দেখানো এবং তারপর তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল দিনহাটার বুড়িরহাট। অভিযোগ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যখন দলীয় কর্মসূচিতে যাচ্ছিলেন সেই সময় তাকে কালো পতাকা দেখানো হয়। পরবর্তীতে তার গাড়ি লক্ষ্য করে বোম, পাথরবৃষ্টি, এমনকি গুলি পর্যন্ত চালানো হয়। তিনি অভিযোগ করে বলেন, পুলিশ তার গাড়ি লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। পরবর্তীতে ভাঙচুর করা হয় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় এবং বেশ কিছু স্থানীয় মানুষের মোটরসাইকেল। এই ঘটনার পর সন্ধ্যে হতেই দিনহাটার বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির দলীয় কার্যালয় এবং বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর, লুটপাট ও আগুন ধরানোর ঘটনা ঘটে। অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের দিকে। ঘটনার পরেই কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়ে দেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কনভয়ে থাকা বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরাই এই ঘটনার জন্য দায়ী। যার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে কোরাপ্ট পুলিশ অফিসার বলেও তোপ থাকেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এই ঘটনার পর গতকাল দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয় ৪৮ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে রয়েছেন কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি সহ মহিলা মোর্চার সভাপতি এবং দিনহাটা শহর মন্ডল সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃত্বদের নাম। ২৫ তারিখ রাতেই পুলিশের পক্ষ থেকে ১৮ জন বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীতে আরও তিনজনকে অর্থাৎ মোট ২১ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়। এই ২১ জন বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ৫ জনকে আট দিনের পুলিশ রিমান্ড এবং বাকি ১৬ জনকে আগামী ১০ তারিখ পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, গাড়ি ভাঙ্গা হলো আমার, গাড়িতে বোম মারা হলো আমার, গুলি করা হলো আমার গাড়িতে, আর গ্রেফতার করা হলো বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের। আসলে পুলিশ তৃণমূলের নেতৃত্বদের কথা শুনে কাজ করছেন। মূলত ইঙ্গিত ছিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর দিকে। নিশীথ প্রামাণিক আরও বলেন, সকল পুলিশ অফিসার খারাপ নয়। তাদেরকে জোর করিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। যদিও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্বন্ধে তিনি বলেন, তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্যের রাজ্যপাল রাজ্য প্রশাসনের কাছে। ২৫ তারিখ এই ঘটনার পর দিনহাটাজুড়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়িঘর লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছিল সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনো তৃণমূল কর্মীকেও গ্রেফতার করা হয়নি। আর তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে পুলিশের এফআইআরে নাম থাকা দিনহাটার শহর মন্ডল বিজেপির সভাপতি অজয় রায় বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় তৃণমূল গ্রেফতার হলো না। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি ভাঙা হলো তৃণমূল গ্রেফতার হলো না। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক দলের নেতৃত্বদের কথা শুনে পুলিশ-প্রশাসন দলদাসে পরিণত হয়ে বেছে বেছে বিজেপির নেতৃত্বদের নাম দিয়েছেন এই ঘটনায়। যদিও এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, ১০০ জনের মতো দুস্কৃতি নিয়ে অস্ত্রসস্ত্রসহ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাণ্ডব চালিয়েছে বুড়িরহাটে সুতরাং পুলিশ তার নিজের কাজ করছে। অপরপক্ষে এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, নিশীথ প্রামানিক একজন বন্ড ক্রিমিনাল। তিনি অস্ত্রসহ দুষ্কৃতীদের নিয়ে গিয়ে ওই এলাকায় তাণ্ডব চালিয়েছেন। একজন ক্রিমিনালের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ ভালো কিছু আশা করে না। উদয়ন গুহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উদয়ন গুহর বক্তব্যের আগে দিলীপ ঘোষের বক্তব্যের জন্য ব্যবস্থা নিন। দিলীপ ঘোষ তৃণমূল কর্মীদের গাছে বেঁধে রাখার নিদান দিয়েছিলেন। পুলিশের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেন পুলিশ তার নির্দিষ্ট কাজ করছে, দলমত না দেখে দুস্কৃতীদের গ্রেফতার করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দিনহাটা শহরে যে ২ বিজেপি কর্মীর বাড়িঘর ভাঙা হয়েছিল তারা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন এবং তার ভিত্তিতেই দিনহাটা থানায় মামলা রুজু করা হয়। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনো তৃণমূল কর্মী বা অন্য কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে রাজ্যপাল রাজ্যের কাছে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর উপর হামলার রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সূত্রের খবর অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাড়তে চলেছে। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কোচবিহারে আসছেন এবং তিনি আগামীকাল স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে যে সমস্ত বিজেপি কর্মী - সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছিল সেই সমস্ত বাড়িতে গিয়ে কথা বলবেন। ফলে আগামীকালের সুকান্ত মজুমদারের এই কর্মসূচিকে নিয়ে ইতিমধ্যে চিন্তার ভাঁজ সাধারণ মানুষের মধ্যে। উদয়ন গুহ জানিয়ে দিয়েছিলেন যেখানেই প্রতিমন্ত্রী যাবে সেখানেই তাকে কালো পতাকা দেখানো হবে। আগামীকাল প্রতিমন্ত্রীর সাথে থাকবেন বিরোধী দলের রাজ্য সভাপতি, তাহলে আগামীকালও কি উত্তপ্ত হবে দিনহাটা? এ প্রশ্ন রীতিমতো ঘুম কেড়েছে সাধারণ মানুষের। যদিও আগামীকালের সুকান্ত মজুমদারের কর্মসূচি নিয়ে তৎপর রয়েছে পুলিশ-প্রশাসন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর কনভয়ে আক্রমণের পর থেকে যেভাবে বারংবার বিরোধীরা এ রাজ্যে ৩৫৬ প্রয়োগ করার কথা বলছেন তাতে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তবে কি আইন-শৃঙ্খলার সত্যি অবনতি হয়েছে? কিভাবে আগামী দিনে পঞ্চায়েত নির্বাচন তাহলে সুষ্ঠুভাবে হবে? যদিও এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে আগামী দিনেই।

নিশীথকে ক্রিমিনাল আখ্যা রবীন্দ্রনাথের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার কোচবিহার পৌরসভায় এক সাংবাদিক বৈঠকে কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি, নিশীথ প্রামানিক একজন বন্ড ক্রিমিনাল। একজন ক্রিমিনালের কাছে ভদ্রতা, সৌজন্যতা যেমন আশা করা যায় না, শান্তিও আশা করা যায় না। সুস্থ পরিবেশ তার কাছে আশা করা যায় না। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন চল্লিশটি গাড়ির কনভয় নিয়ে গিয়ে তাতে সশস্ত্র সমাজ বিরোধী নিয়ে পুরো এলাকা উত্তপ্ত করে তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং সাধারণ ব্যবসায়ীদের দোকান ও বাইক ভাঙচুর করেছে। নিশীথ প্রামাণিকের গাড়িতে গুলি লেগেছে অভিযোগ করেছিলেন নিশীথ প্রামানিক। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গুলি এলো কোথা থেকে? তার সাথেই তো দুস্কৃতীরা ছিল আর তার রক্ষীদের হাতে ছিল বন্দুক। সিসিটিভি ফুটেছে সব পাওয়া গেছে। পুলিশের মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুলিশ মামলা করেছে সেখানে কোন রাজনৈতিক রঙ নেই। যারা দুষ্কৃতী তাদের বিরুদ্ধেই মামলা করা হয়েছে। ঘটনার পর বিজেপি কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর হলেও সেখানে পুলিশ পৌঁছয়নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি সব করতে পারে। নিজেরাই হয়তো নিজেদের বাড়িঘর ভাঙচুর করেছে, আগুন লাগিয়েছে। পুলিশ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করবে। ঘটনার পর উদয়ন গুহর হুমকি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, না এরকম নয়। দিলীপ ঘোষ বলেছে তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় বেরোলে তাদের গাছের সাথে বেঁধে রাখতে হবে। মহিলাদের বলেছেন তাদেরকে লাঠি মারতে হবে, তাদেরকে ঝাড়ু মারতে হবে, বরং দিলীপ ঘোষের বিচারটা আগে হোক। দিলীপ ঘোষের উস্কানি আর নিশীথ প্রামাণিকের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে।

বাজেটে বিকল্প আয়ের সন্ধান

নতুন উদ্যোগ নিয়ে বাজেট পরিকল্পনা বর্ধমান পুরসভার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ট্রেড লাইসেন্স সহ বৃহৎ কয়েকটি সংস্থার বিপুল পরিমান পৌরকর অনাদায়ী থাকায় আয় বাড়াতে নতুন পরিকল্পনা নিতে চলেছে বর্ধমান পুরসভা। আগামী আর্থিক বছরের জন্য খসড়া বাজেট পেশ করা হয় সোমবার। প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে বর্ধমান পৌরসভার সভাগৃহে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, এমসিআইসি সুশান্ত প্রামানিক, কাউন্সিলার অরূপ দাস, সনৎ বক্সী, সাহাবুদ্দিন খান, ইন্তেখাব আলম, রত্না রায়, স্বীকৃতি হাজরা, মহঃ বসিরউদ্দিন, চন্দ্রা দাস, রুপালী কৈবর্ত, শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জী, সহ অন্যান্য কাউন্সিলারবৃন্দ এবং পৌরসভার সচিব জয়রঞ্জন সেন সহ পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ। এদিন বাজেট নিয়ে পৌরপতি বলেন, আগামি আর্থিক বছরে বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যার ফলে একদিকে যেমন বর্ধমান শহরের উন্নয়ন হবে অপরদিকে আয়েরও নতুন উৎস পাবে বর্ধমান পৌরসভা। ২০২৩-২৪ এর আনুমানিক বাজেট রাখা হয়েছে ২৮৩ কোটি টাকা। ওই আনুমানিক বাজেট অনুযায়ী ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে অম্রুত প্রকল্পের পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে। প্রায় ৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যায়ে টাউন হলের আমুল সংস্কার করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। বর্ধমান শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে ট্যুরিস্ট সার্কিট তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। বর্ধমানের নির্মল ঝিল মহাশ্মশানে আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লির শুরু করার পাশাপাশি শ্মশানেই কম্পিউটারিজড ক্রিমিসেন সার্টিফিকেট বা দাহ সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া একটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরীর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে আগামি আর্থিক বর্ষে। বর্ধমান শহরে পৌরসভার অধীন ৮টি অনুষ্ঠান ভবন রয়েছে, আগামি আর্থিক বর্ষে আরও দুটি বিয়ে বাড়ি তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। তিনকোনিয়া বাস স্ট্যান্ডে গৃহহীন বা ভবঘুরেদের আশ্রয় দেবার জন্য ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৫০ শয্যার একটি আশ্রয় স্থল তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যেখানে ভবঘুরেদের বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। এছাড়াও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের গাড়িগুলি রাখার শেড তৈরী, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের ২৬৯ টি কমিউনিটি টয়লেটের সংস্কার করা, গীতাঞ্জলী পার্কে বিশ্রামগার তৈরী ও পুনরায় লহরে বোট পরিষেবার ব্যবস্থা, উৎসব ময়দানটিকে মেলা বান্ধব করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে পৌরসভার খসড়া বাজেটে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, বর্ধমান পৌরসভা চারটি বৃহৎ সংস্থার প্রচুর পৌরকর বাকি রয়েছে যার মধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের (এস্টেট অফিসার) বকেয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ ৩৪ হাজার ১০০ টাকা, ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর বকেয়া ৯০ লক্ষ ৩৭ হাজার ২০০ টাকা, বিএসএনএল অফিসের (সার্ভিস চার্জ) বকেয়া ৭৫ লক্ষ ৯০ হাজার ১৪০ টাকা, ডিস্ট্রিক্ট জাজ অফিসের ৩৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৬১ টাকা বকেয়া রয়েছে। এই চারটি সংস্থার বকেয়া মেটানোর বারংবার অনুরোধ করলেও এই বিপুল পরিমান পৌরকর তারা মেটাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। তবে এরপর বৃহৎ সংস্থা কিম্বা অন্যান্য অনাদায়ী করদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেবার ইঙ্গিত দিয়েছেন পৌরপতি।

চোখের জল ও গান স্যালুটে শেষ বিদায় বিএসএফ জওয়ানকে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার দুপুরে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হৃদরোগে প্রাণ হারানো ভারতীয় বিএসএফ জওয়ান আশীষ সাহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো। তাঁর সহকর্মীরা সহ দাদা ও পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অসংখ্য সাধারণ মানুষের চোখের জলে আশীষ সাহাকে শেষ বিদায় জানানো হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত বিএসএফ জওয়ান আশীষ সাহার বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা পুরনো বাজার এলাকায়। রাজস্থানের রামগড়ে বিএসএফে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। সেখানেই গত ২৫ তারিখ শনিবার রাতে বাড়িতে কথা বলার পরে ভোরবেলা হঠাৎই ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এরপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় এই জওয়ানের। এরপর রাজস্থান থেকে কফিনবন্দি দেহটিকে উত্তর ২৪ পরগনার বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সোমবার তাঁর কফিনবন্দি দেহটিকে শেষকৃত্যের জন্য আনা হয় নবদ্বীপ মহাশ্মশানে। সেখানেই পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে গান স্যালুট দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় ও নবদ্বীপ মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। জওয়ান আশীষ সাহার এহেন আকস্মিক মৃত্যুকে যেন কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছেন না পরিবারের সদস্য সহ তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা। সামগ্রিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

তাজপুর ও বৈষ্ণবচকে বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূল

এগরায় সমবায় জিতল রাম-বাম জোট

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মহিষাদলের তাজপুর ও সুতাহাটার বৈষ্ণবচকে বিপুল ভোটে জিতল তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই জয়ে সংগঠন আরও শক্তিশালী হল বলে মনে করছে তৃণমূল। জয়ের পর উল্লাসে মাতোয়ারা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। জানা গিয়েছে, মহিষাদলের তাজপুর কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতির ১২টি আসনের সবকটিতেই জয়ী ঘাসফুল শিবির। তৃণমূল ১ টি আসনে আগেই জয়লাভ করে। ফলত, ১১টি আসনে লড়াই চলছিল। শেষে জয় হয় ঘাসফুল শিবিরের। তাজপুর সমবায় সমিতির মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৫৯৫। এখানে তৃণমূলের লড়াই ছিল মূলত বিজেপির বিরুদ্ধে। এর মধ্যে আগেই একটি আসন ছিল তৃণমূলের দখলে। গণনা শেষে দেখা যায় বাকি ১১ টি আসনেও জয়ী তৃণমূলই। এদিকে সুতাহাটা ব্লকের অন্তর্গত বৈষ্ণবচক সমবায় সমিতির ভোটেও ১২টি আসনে জয়ী শাসকদল। এই সমিতির মোট ভোটার সংখ্যা ৭৮২ জন। বিজেপির ১২ জন প্রার্থী, সিপিএম-এর ৬ জন প্রার্থী, তৃণমূল ১২জন প্রার্থী দেয়। এখানে খাতাই খুলতে পারেনি বাম-বিজেপি জোট। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই জয় স্বাভাবিক ভাবেই তৃণমূলের মনোবল আরও শক্তিশালী করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রবিবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। চলে দুপুর ২ টা পর্যন্ত। অন্যদিকে এগরার সমবায় নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল রাম-বাম জোটে। সোমবার প্রকাশ্যে আসে ভোটের ফলাফল। এগরায় সমবায় সমিতির নির্বাচনে শেষ হাসি হাসল রাম-বাম জোট। নন্দকুমারের পর এগরা ২ ব্লকের সর্বদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের নস্করপুর সমবায় সমিতির ভোটে জয়লাভ করল প্রগতিশীল সমবায় জোটের প্রতিনিধিরা। ৯টি আসনেই রাম-বাম ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীরা বিপুল ভোট পেয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। তৃণমূল সেখানে দাঁত ফোটাতে পারেনি। নস্করপুর সমবায় সমিতির মোট ভোটার সংখ্যা ৯২৪। তার মধ্যে ভোট পড়েছে ৮২৭টি। মোট আসন সংখ্যা ৯। আর ৯টি আসনের সবক'টিই গিয়েছে বিজেপি, বাম ও জাতীয় কংগ্রেসের দখলে। বিরোধী শিবিরের দাবি, প্রয়োজন হলে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনেও একই ভাবে জোট বেঁধে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। যদিও বিরোধীদের এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে রাজি নয় তৃণমূল। পূর্ব মেদিনীপুরের প্রায় সর্বত্রই ঘাসফুল শিবিরের আধিপত্য। তাই এই হারে চিন্তিত নয় তারা।

সাতসকালে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২ বন্ধু

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বাঁকুড়া ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতদের নাম যথাক্রমে স্বপন অধিকারী (৬৫) ও তরুণ দে (৫৫)। সোমবার বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থানার বাঁকাদহের পেট্রল পাম্প সংলগ্ন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় ওই দুই পথচারীর মৃত্যু হয় বলে ধারণা স্থানীয় বাসিন্দাদের। স্থানীয় সূত্রে খবর, অন্যান্য দিনের মতো এদিনও প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দুই ব্যক্তি। এর মধ্যে হেত্যাগোড়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় পশু চিকিৎসক স্বপন অধিকারী ও বাঁকাদহ গ্রামের পেশায় সাইকেল সারাইয়ের মিস্ত্রি তরুণ দে। এদিন সকালে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়েই স্বপন অধিকারীর ভাই বিদ্যুৎ অধিকারী সাইকেল নিয়ে কাজে যাওয়ার সময় দু'জনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখেন। বিদ্যুৎ অধিকারী নিজে উদ্যোগ নিয়ে দু'জনকেই উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জঙ্গলে অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সোমবার দুপুরে বাঁকুড়ার মেজিয়া থানা এলাকার মালিয়াড়া গ্রামের আদিবাসী পাড়া সংলগ্ন জঙ্গলে আচমকা আগুন লাগে। মালিয়াড়া ও বানজারা গ্রাম দুটির মধ্যবর্তী বিস্তীর্ন এলাকা জুড়ে রয়েছে এই জঙ্গল।এই জঙ্গলে বড় বড় গাছ, বা গভীরতা সে রকম নেই। শীতের শেষ সময়ে ও বসন্তের প্রারম্ভে বন জঙ্গলে শুকনো পাতা, লতা গুল্ম জাতীয় বনজ উদ্ভিদ শুকিয়ে থাকে।আর বসন্তের শুরুতেই গাছের পাতা ঝরে তা স্তূপীকৃত আকার ধারণ করে। সে কারনে আগুন সহজেই লেলিহান আকার ধারণ করে। এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে হালকা ধোঁয়া নজরে আসে গ্রামবাসীদের। কিছু পরেই আগুন দেখতে পাওয়া যায় বলে গ্রামবাসীরা জানান। হাওয়া জোরে বইতে থাকায় আগুন সহজেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় তা লেলিহান আকার নেয়। যা দেখে আদীবাসী পাড়ার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। গত বছরও এই জঙ্গলে এরকম আগুন লাগে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে আদিবাসী পাড়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফের আজ জঙ্গলে আগুন লাগায় তারা সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করে। খবর পেয়ে মালিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শান্তনু তেওয়ারী, বড়জোড়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বাপন তেওয়ারী ঘটনাস্থলে হাজির হন। খবর দেওয়া হয় দমকলে। মেজিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে একটি এবং বড়জোড়া থেকে একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।আগুন লাগার কারন জানা না গেলেও জঙ্গলে শুকনো পাতার গাদায় ফেলে দেওয়া বিড়ি বা সিগারেটের আগুন থেকেই বিপত্তি বলে গ্রামবাসীদের অনুমান।

বোরো চেয়ারম্যান

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মেয়র নির্বাচনের দীর্ঘ এক বছর পর আসানসোল পুর নিগমের বোরো চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হল। সোমবার আসানসোল পুর নিগমের সভাকক্ষে ১০ জন বোরো চেয়ারম্যান নির্বাচন হন। বিজেপি অবশ্য ভোটের সময় কক্ষে ছিল না। বিরোধীদের তরফে এই নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি। সেই কারণে সর্বসম্মতভাবে শাসকদলেরই ১০ জন বোরো চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হলেন। তবে এই নির্বাচনও একেবারে নির্বিঘ্নে হয়নি। সূত্রের খবর, ২ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান নির্বাচনের সময় শাসকদলের তিন কাউন্সিলর ভোট বয়কট করে বেরিয়ে যান। তাঁদের দাবি, রানিগঞ্জের মানুষের স্বার্থে তাঁরা ভোট বয়কট করেছেন। শেষ পর্যন্ত সাতজন কাউন্সিলরের সমর্থনে ২ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান হলেন মোজাম্মেল হোসেন। এই ভোট প্রসঙ্গে আসানসোল পুর নিগমের বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তিওয়ারি বলেন, একে তো ভোটের এক বছর পর বোরো চেয়ারম্যান গঠন হচ্ছে। তারপর অযোগ্য লোকদের বসানো হচ্ছে বোরো চেয়ারম্যান পদে। চৈতালি তিওয়ারির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, সঠিক নিয়ম মেনেই বোরো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলর ভোট কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। আমার পছন্দ নয় বলে বিরোধিতা করব, এটা ঠিক নয়। এই বিষয়ে দল যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কঠিন বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করল মালদা জেলা পরিষদের স্যানিটাইজেশন সেল। সোমবার দুপুরে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের সানাউল্লাহ মঞ্চে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। কঠিন বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা নিয়ে দপ্তরের আধিকারিকরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করেন। উপস্থিত ছিলেন, মালদা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, ডিস্ট্রিক্ট স্যানিটাইজেশন সেলের ওসি লোপসাং সেরিং সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। গ্রামীণ এলাকা যাতে আবর্জনা মুক্ত রাখা যায় এবং বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হয় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়. কর্মশালায়। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, মালদা জেলার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪৪ টি গ্রামে আবর্জনা প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করা হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সেই কাজে যুক্ত থাকবেন।

জরিমানা বহাল

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা উচ্চ আদালতে সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ের পর এবার ডিভিশন বেঞ্চেও জোর ধাক্কা খেল বিশ্বভারতী। জানা গেছে বিশ্বভারতীর সমাজ কর্ম বিভাগের অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা সাহা যমজ বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য ২০২২ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে ১৪ মে পর্যন্ত মোট ১৩২ দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভের অনুমতি পান। সেই মঞ্জুরি দেওয়া নিয়ে এক বছর বাদে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান দেবতোষ সিনহাকে প্রথমে শোকজ নোটিশ এবং পরে চার্জসিট দেয় বিশ্বভারতী। দেবতোষ সিনহা তাঁর জবাবে জানান যে, মানবিক কারনে একুশ সালের দুই নভেম্বরের আবেদন করা দরখাস্ত ওই দিনই মঞ্জুরি করা জন্য প্রস্তাব দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠিয়ে দেন। ২০২১ সালের উনত্রিশে নভেম্বর তদানীন্তন ডেপুটি রেজিস্ট্রার সেই চিঠির জবাবে বিশ্বভারতীর সমাজ কর্ম বিভাগের অধ্যাপিকা সুদেষ্ণা সাহাকে তাঁর দুই যমজ বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য ২০২২ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে ১৪ মে পর্যন্ত মোট ১৩২ দিনের চাইল্ড কেয়ার লিভের অনুমতি দেন। এখানে তাঁর দোষ কোথায়? পরবর্তীতে চাপে পড়ে দেবতোষ সিনহা ২০২২ সালের ২৫ নভেম্বর প্রায় মুচলেকার মতো এক চিঠিতে দোষ কবুল করে বলেন ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তার এই কাজ করা উচিৎ হয় নি। ভবিষ্যতে এমনটি আর করবেন না। তারপর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ২৯ নভেম্বরে অধ্যাপক সিনহা শোকজ এবং ক্রমান্বয়ে চার্জসিট দেয়। এরপর অধ্যাপক সিনহা কলকাতা উচ্চ আদালতের স্মরণাপন্ন হলে, বিচারপতি কৌশিক চন্দ বিশ্ববিদ্যালয়কে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করে এবং আবেদনকারীকে এক মাসের মধ্যে তা মিটিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। বিশ্বভারতী এরপর ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে ২৭ ফেব্রুয়ারির শুনানিতে আদালত সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশকে বহাল রাখে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এমসি-ইউপিজিএইচআরডি-একআরটি এমএলটি-২২, তারিখঃ ২৪.০২.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সি.), সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ ভারতীয় রেলওয়েতে ফ্রেট রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধার আপগ্রেডেশনের জন্য পরামর্শমূলক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৮,৮২,৬৩,১১৯.৪১; চুক্তির মেয়াদঃ কাজ অর্ডার দিন থেকে ৯ মাস অবধি। বায়না মূল্য জমা দিতে হবেঃ ₹ ৫,৯১,৪০০.০০; টেন্ডার নথির মূল্যঃ ₹ ১০,০০০.০০; অনলাইনে টেন্ডার জমা করার জন্য ওয়েবসাইটের বিবরণঃ www.ireps.gov.in টেন্ডারের শর্তাবলী সংশোধনের জন্য তারিখ সংশোধনীঃ ২৩.০২.২০২৩ তারিখ। অনলাইনে বিড জমা করার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ১০.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত।

HWH-431/2022-23

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফের বিস্ফোরক বীরভূমের কাজল শেখ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন কাজল শেখ। বীরভূম তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দলটা এখন লুটেপুটে খাওয়ার জায়গা হয়ে গিয়েছে। দলের শীর্ষস্থানে বসে লুটেপুটে খাওয়া আমি বরদাস্ত করব না। যারা ভাবছে ঠিকাদারি করে, অজয়ের বালি চুরি করে খাবে, কাজল শেখ তা হতে দেবে না। তোমরা সরে যাও, আমাকে যেন সরাতে না হয়। কাজলের সঙ্গে কেষ্ট মণ্ডলের সংঘাত বহু পুরনো। সেই বাম আমল থেকে। নানুরের এই নেতাটি ফেসবুকে দু'টি বাংলা প্রবাদবাক্য লিখেছেন। প্রথমে লিখেছেন, 'চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা, যদি না পড় ধরা'। তারপরেই লেখেন, 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। কারও নাম না করলেও কাজলের এই ফেসবুক পোস্ট দেখে অনেকেই মনে করছিলেন, কেষ্টর উদ্দেশেই এসব লিখেছেন তিনি। এর আগেও বহুবার দলের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কাজল। এমনকি বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে অনুব্রত বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি। এটা দুঃসাহস ছাড়া আর কিই বা বলা যায়! তখন অনুব্রত মণ্ডল জেলে চলে গিয়েছেন। মেয়ে সুকন্যাকে বুধবার দিল্লিতে ম্যারাথন জেরা করেছে ইডি। এই পরিস্থিতিতেই ফেসবুকে বিস্ফোরণ ঘটান নানুরের তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। কাজলের ওই ফেসবুক পোস্ট নিয়ে জেলার রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, ক'দিন আগেই যেকোনও দিন খুন হয়ে যেতে পারেন বলে বীরভূমের কর্মীসভায় প্রকাশ্যে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেন সে জেলার তৃণমূল নেতা কাজল শেখ। কাজল বীরভূম তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির সদস্য। বোলপুরের কঙ্কালীতলার এক কর্মীসভায় যোগ দিয়ে কাজল শেখ বলেন, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমার মা মাথায় তিনটে চুমা দেয় এবং ঠাকুরের কাছে দোয়া করে যাতে আমি বাড়ি ফিরে আসি। কারণ আমার ঘরে শত্রু বাইরে শত্রু। আমি জানি যে কোন মুহূর্তে আমার প্রাণের বিপর্যয় ঘটতে পারে।

পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া ও মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, মারধরের ঘটনায় তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বহড়াগুড়া থেকে রাজীব মুদি, গোপীবল্লভপুর থানার ঝিল্লি পাখির আলয় থেকে রাজবল্লভ বেরা ও কমল নায়েককে গ্রেফতার করেন। ধৃত ব্যক্তিদের বাড়ি দহমুন্ডা এলাকায়। সোমবার অভিযুক্ত ধৃত ব্যক্তিদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক দু দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য, রবিবার বিকেলে সুবর্ণরেখা নদীর থেকে বালি নিয়ে আসার যাচ্ছিল একটি লরি। সেই সময় দহমুন্ডা এলাকার লরিটি এক বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় করমা সিং নামে এক বছর সাতাশের যুবকের। এই ঘটনার পর এলাকায় মানুষজনেরা রাস্তার উপর মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই ঘটনার খবর পাওয়ার পর গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছালে সেখানকার উত্তেজিত জনতা পুলিশকে লক্ষ করে ইট-পাটকেল ছোঁড়ার পাশাপাশি লঠি নিয়ে পুলিশকে তাড়া করেন। এমনকি বালি খাদানে থাকা একটি অস্থায়ী তাবুতে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে গোপীবল্লভপুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঝাড়গ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়ার্টার কল্যাণ সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ওই এলাকার বালি খাদান থেকে রোজদিন শয়ে শয়ে বালি বোঝাই লরি জনবহুল এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে। দ্রুত গতিতে লরি গুলি যাতায়াত করার ফলে প্রায় দিনেই ছোটো বড় দুর্ঘটনা লেগে রয়েছে। অতিরিক্ত বালি বোঝাই লরি যাতায়াত করার ফলে রাস্তার অবস্থা বেহাল অবস্থা হয় বলে অভিযোগ করেন বাসিন্দারা।

Office of the
Andharthole Gram Panchayat
Sunukpahari :: Bankura
Notice Inviting e-Tender No-
18/AGP/2022-23, Dated- 23/02/2023

Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender for 3(Three)nos. work. Period of Completion 60 Days. Bid Submission Date: From **24/02/2023 at 11:00 hrs. up to 08/03/2023 up to 13:00 hrs.** Technical Bid Opening Date: **08/03/2023 at 13:00 hrs.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Andharthole Gram Panchayat

Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-I Panchayat Samity
Vill-Krishnarampur, P.O.- Amgachia,
Dist.-South 24 PGS, PIN-700104
Email id: amgachiagp91@gmail.com
NOTICE OF INVITING TENDER

Amgachia Gram Panchayat has invited 1 no. **N.I.eT. on 27.02.2023 vide N.I.eT. No. 104/AGP/TN/2023, Dt. 27.02.2023** scheduled to be opened on **13.03.2023** and last date of submission is on **09.03.2023 (up to 5.00 pm).** For more details visit:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Amgachia Gram Panchayat

Office of the
JAMALPUR-I GRAM PANCHAYET
Notice Inviting e-Tender No.
NIT-124/JAM-1/15 th FC/2022-23, Date:-27/02/2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work: Up gradation of GP Office Building. Bid submission date from **27/02/2023 at 4.00 PM. Up to 06/03/2023 at 5.00 PM. Bid opening Date 09/03/2023 at 11.00 AM.** For details please visit office of the undersigned on any working days and also visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Jamalpur-I Gram Panchayat

এখনও ফিট নন, আইপিএল মিস করতে পারেন বুমরা!

মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ বাইশ গজে ফেরার অপেক্ষা আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে জসপ্রীত বুমরার। নেপথ্যে বুমরার নাছোড় চোট। এখনও সুস্থ নন জাতীয় দলের অন্যতম সেরা পেসার। পিঠের চোট থেকে সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে। কম করে আরও পাঁচমাস সময় লাগতে পারে। যে কারণে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলেও হয়তো খেলতে পারবেন না বুম বুম। গতবছরের সেপ্টেম্বর থেকে বাইশ গজ থেকে দূরে তিনি। শোনা যাচ্ছিল, ২০২৩ আইপিএলে সরাসরি মাঠে নামবেন তিনি। কোটিপতি লিগে মাঠে নামলেও বুমরাকে সবকটি ম্যাচ খেলানোর বিপক্ষে ছিল বিসিসিআই। ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালের আইপিএলটাও হাতছাড়া হতে চলেছে তাঁর। এমনকী জুন মাসে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও বুমরার খেলা অনিশ্চয়তায় মোড়া। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে বুমরার মাঠে ফেরার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতেও তাঁকে পাওয়ার আশা শেষ হয়ে যায়। ২০২৩ সালের আইপিএল শুরু হতে হতে বুমরা সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করছিলেন অনেকেই। বর্তমানে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে বুমরার। এনসিএ সূত্রে জানা গিয়েছিল, বেশ কয়েকটি অনুশীলন ম্যাচ খেলেছেন বুমরা। যে কারণে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে তাঁর মাঠে প্রত্যাবর্তনের জোর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সে গুড়েও বালি। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ফিট হতে এখনও ৫ মাসের মতো সময় লাগবে বুমরার। তাই আইপিএল এবং আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল দুটোই মিস করতে পারেন তিনি। এতে মাথায় হাত পড়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। ১২ কোটি টাকার পেসার মাঠে না নামতে পারলে ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য সেটা মোটেও স্বস্তির বিষয় নয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপের আগে বুমরাকে সুস্থ করে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট। ওডিআই বিশ্বকাপের মতো মেগা ইভেন্টে জাতীয় দলের বুমরার মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে প্রয়োজন। তবে বুমরার সুস্থতার যা বহর তাতে ওডিআই বিশ্বকাপেও বুমরাকে না পাওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন অনেকেই।

দিল্লি ক্যাপিটালসের শিবিরে চোট পেলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ দিল্লি ক্যাপিটালসের অনুশীলনে চোট লাগল অভিষেক পোড়েলের। বাংলার ক্রিকেটার দিল্লি ক্যাপিটালস দলের সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন। সে সময় তাঁর চোখের নীচে চোট লাগে। দু'টি সেলাই পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে দিল্লির তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। ঋষভ পন্থ চলতি মরসুম থেকে ছিটকে যাওয়ায় আপাতত উইকেটকিপার খোঁজার প্রক্রিয়া চলছে দিল্লির। বেশ কিছু ক্রিকেটারকে প্রস্তুতি শিবিরে ডাকা হয়েছে। এই প্রস্তুতি শিবির হচ্ছে খোদ দিল্লির মেন্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অধীনে। সোমবার যাদবপুর ক্যাম্পাসের মাঠে চলছিল অনুশীলন। কিপিং করছিলেন অভিষেক। সে সময়ই একটি বল লাফিয়ে উঠে অভিষেকের বাঁ চোখের নীচে লাগে। বাংলার উইকেটকিপারকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই বাঁ চোখের নীচে দু'টি সেলাই পড়েছে তাঁর। তবে আপাতত অবস্থা স্থিতিশীল। দিল্লির তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। কলকাতায় তিন দিনের প্রস্তুতি শিবির চলছে দিল্লির। অভিষেকের পাশাপাশি লভনীত সিসৌদিয়াকে দেখে নেওয়া হয়েছে। যাঁকে ভাল লাগবে, তাঁকে দিল্লি দলে নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

অজি শিবিরে বড় ধাক্কা!

বর্ডার-গাভাসকর বাকি টেস্টের পাশাপাশি ওডিআই সিরিজেও হয়তো নেই কামিন্স

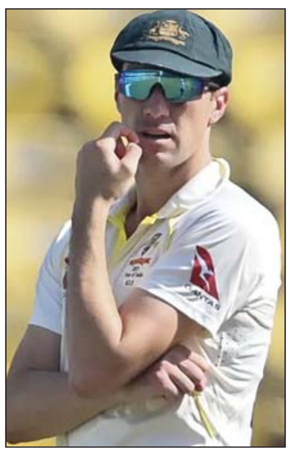

সিডনি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ মায়ের অসুস্থতার কারণে বর্ডার গাভাসকর ট্রফির মাঝপথেই দেশে ফিরে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ইন্দোর টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর বদলে অজি দলকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। এ বার জানা গিয়েছে, চতুর্থ টেস্টের পাশাপাশি ভারতের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজেও হয়তো পাওয়া যাবে না কামিন্সকে। মায়ের অসুস্থতার কারণে ভারতে খেলতে আসার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কামিন্স। অজি অধিনায়কের মা মারিয়া কামিন্স বর্তমানে প্যালিয়েটিভ কেয়ারে রয়েছেন। মায়ের এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কামিন্স। সিডনি মর্নিং হেরল্ডের খবর অনুযায়ী, ভারতের বিরুদ্ধে দু'টো টেস্টে হারের পর ব্যাকফুটে চলে যাওয়া অজি দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে দু'টি বিকল্প দেওয়া হয়। এক, তিনি দেশে ফিরে যেতে পারেন। দুই, বাকি থাকা দু'টি টেস্টে তিনি দলের সঙ্গে থাকতে পারেন। মায়ের অসুস্থতার কারণে, প্রথম বিকল্পটি বেছে নেন প্যাট কামিন্স। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কামিন্স বলেন, ''এই পরিস্থিতিতে আমি ভারতে না ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার মনে হয়, এই সময়ে বাড়িতে থাকাটা ভীষণ প্রয়োজন। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তাতে আমি অভিভূত। একই কথা বলব আমার সতীর্থদের ক্ষেত্রেও। আমার পরিস্থিতিটা বোঝার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই।'' উল্লেখ্য, মায়ের সঙ্গে দেখা করার পর, ইন্দোর টেস্টের আগে কামিন্সের ভারতে ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু মায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে, তিনি দেশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সম্প্রতি কামিন্স বার্মি আর্মিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বার্মি আর্মি হল, ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলের এক সমর্থক গ্রুপ। এই দলের সদস্যরা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের বিশ্বব্যাপী সমর্থন করে থাকেন। তারা প্যাট কামিন্সের মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছিল। যার উত্তরে কামিন্স লেখেন, 'বার্মি আর্মি এটা অসাধারণ। ধন্যবাদ। মা এটি দেখে খুব খুশি হয়েছে।'

'রান না পেলে তো সমালোচিত হবেই'

রাহুলকে উপায় খোঁজার বার্তা সৌরভের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একজন ক্রিকেটার ভালো পারফর্ম করলেই তাঁর ওপর সকলের প্রত্যাশা বেড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় অতিরিক্ত প্রত্যাশার ফলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে পারেন না একাধিক ক্রিকেটার। রান পেলে ফ্যানেরা সেই ক্রিকেটারকে যেমন পুজো করে, তেমনই রান না পেলে সমালোচনাও করে থাকে। বর্তমান সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না লোকেশ রাহুলের। দীর্ঘদিন তাঁর ব্যাটে বড় রান নেই। কেএল রাহুলের শেষ ১০টি টেস্ট ইনিংসে নজর দিলে দেখা যাবে তিনি ২৫-রানের গণ্ডি পেরোতেও পারেননি। এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর স্বাভাবিক ভাবেই সমালোচিত হচ্ছেন রাহুল। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এ বার জানালেন, রান করতে না পারলে সমালোচনার শিকার হওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে রাহুলকে। চলতি বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে প্রথম দু'টি টেস্টে রোহিত শর্মার ডেপুটি ছিলেন লোকেশ রাহুল। বাকি থাকা দু'টি টেস্টে রাহুলকে সহ-অধিনায়ক হিসেবে রাখা হয়নি। দিল্লি ক্যাপিটালসের আইপিএল প্রাক মরসুম শিবিরে রাহুলের বর্তমান ফর্ম নিয়ে সৌরভ বলেন, ''যখন তুমি ভারতে রান করবে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনার শিকার হবে। কেএল রাহুল একা নয়। অতীতে আরও অনেক প্লেয়ারের সঙ্গেই এমনটা হয়েছে।'' তিনি আরও বলেন, ''ক্রিকেটারদের ওপর অনেক চাপ রয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করে ও দলের গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার। দিনের শেষে কোচ, অধিনায়ক কী ভাবছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। ও পারফর্ম করছে ঠিকই। কিন্তু ওর থেকে প্রত্যাশাও অনেকটা বেশি করা হয়। রান না পেলে স্পষ্টতই সমালোচিত হতে হবে। আমি নিশ্চিত রাহুলের সামর্থ্য রয়েছে। ওকে রান করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'' পেসার হোক বা স্পিনার সকলের বিরুদ্ধেই উইকেট হারিয়ে বসছেন লোকেশ রাহুল। প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি রাহুলের আউট হওয়া নিয়ে বলেন, ''ফর্মে না থাকাকালীন আপনি যদি এই ধরণের পিচে খেলতে থাকেন, তা হলে রান করাটা আরও কঠিন হয়ে ওঠে।'' বর্ডার গাভাসকর ট্রফির নাগপুর ও দিল্লির দু'টি টেস্ট এখন অতীত। এ বার দেখার ইন্দোর টেস্টে কেমন পারফর্ম করেন রাহুল।

'ব্যাটে রান নেই কেন?' ফ্লাইটে কোহলিকে প্রশ্ন সহযাত্রীর, ধোনিকেও দেন টিপস!

বেঙ্গালুরু, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ প্রিয় দল হারলে বা পছন্দের ক্রিকেটারের পারফরম্যান্স মনের মতো না হলে রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তা বলে বিরাট কোহলিকে যে কেউ ব্যাটিং টিপস দেবেন বা কীভাবে ধোনিকে শেখাবেন কীভাবে ক্যাপ্টেন্সি করতে হয়, তেমনটা তো হতে পারে না। বিরাট কোহলি যখন দীর্ঘদিন ধরে ফর্মে ছিলেন না, তখন সমালোচনার পাশাপাশি ফ্যানদের একাংশ তাঁকে লাগাতার ব্যাটিং নিয়ে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়া পর্যন্ত থাকাটাই ভালো। কিন্তু কিছু কিছু অত্যুৎসাহী অনুরাগী রয়েছেন তাঁরা ক্রিকেটারদের সামনাসামনি দেখতে পেলে নিজেদের ক্রিকেট বিদ্যে জাহির করতে চান। তেমনই এক অতি সাহসী ফ্যানের সঙ্গে দেখা হওয়ার 'সৌভাগ্য' হয়েছিল বিরাট কোহলি। ওই ক্রিকেট ভক্ত শুধু বিরাটের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হননি। ক্রিকেট বিশ্বের সেরা ক্যাপ্টেনদের মধ্যে একজন যাঁকে ধরা হয়, সেই মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নেতৃত্ব নিয়ে টিপস দিতেও শুরু করেন! ঘটনাটি ২০১৪ সালের। সেবছরের ইংল্যান্ড সফর শুধু বিরাট কোহলিই নয় পুরো দলই ভুলে যেতে চাইছিল। ১০ ইনিংসে বিরাটের স্কোর মেরেকেটে ১৩৪। একটিও অর্ধশতরান নেই। ভারত টেস্ট সিরিজ ১-৩ ব্যবধানে হেরে ফিরেছিল। সেই সফরে মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্ব এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও দলে কোহলির জায়গা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয় সংবাদমাধ্যমে। সীমিত ওভারের সিরিজের সাফল্যও টেস্ট সিরিজের ব্যর্থতাকে ঢাকতে পারেনি। কোহলি ওডিআই ফরম্যাটেও রান পাচ্ছিলেন না। সেবছরই কোনও এক ম্যাচের জন্য কোচি থেকে দিল্লিতে যাচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া। ফ্লাইটের প্রথম সারিতে টিম ইন্ডিয়ার জন্য নির্ধারিত সিটে বসেছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলি-সহ দলের বাকি সদস্যরা। সেই ফ্লাইটেই ছিলেন ধোনির এক ডাই হার্ড ফ্যান, যিনি চেন্নাইয়ের বাসিন্দা। আইপিএলে সিএসকে-র হয়ে খেলার সুবাদে চেন্নাইয়ে ব্যাপক জনপ্রিয় মাহি। ফ্লাইটে প্রিয় ক্রিকেটারকে দেখে ওই ফ্যান এগিয়ে আসবেন এতে আর আশ্চর্য কীসের? তবে ধোনির কাছে পৌঁছনোর আগেই কোহলির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওই ব্যক্তির। আরসিবির পডকাস্টে বিরাট সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেছেন, ''লোকটি আমাকে বলে ওঠে, কী করছ কোহলি? পরের ম্যাচে তোমার ব্যাটে সেঞ্চুরি চাই।'' শুনেই ক্ষেপে লাল হয়ে যান বিরাট। চেঁচামেচি না করে ওই ব্যক্তিকে পাল্টা তাঁর কাজ ও পদ নিজে জিজ্ঞাসা করে বিরাট। তিনি বলেন, ''যে কোম্পানির হয়ে কাজ করেন, আগামী তিনমাসের মধ্যে তার চেয়ারম্যান হয়ে যাওয়া উচিত আপনার।'' বিরাটের কথায়, ''এটা তো ভিডিয়ো গেম নয়। আমিও যে চেষ্টা করছি সেটাই লোকটাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম।'' এখানেই শেষ নয়। বিরাটের কাছে জবাব পেয়েও ধোনির কাছে গিয়ে ক্যাপ্টেন্সি ও টিম কম্বিনেশন নিয়ে বকতে থাকেন ওই ব্যক্তি। শান্ত স্বভাবের ধোনি লোকটার কথা শুনে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দলের বাকিরা বিরক্ত হচ্ছিলেন। ধোনিকে পরামর্শ দিচ্ছেন শুনে দলের বাকি সদস্যরা অবাক হয়ে যান। তাঁরা লোকটির কথা শুনে 'কোচ..কোচ' বলে আওয়াজ তোলেন। ওই ব্যক্তি ভারতীয় দলের সদস্যদের সঙ্গে কোচিং করানোর ভঙ্গিতেই কথা বলছিলেন। বিরাটরা চেঁচামেচি শুরু করতেই ওই ব্যক্তি বুঝতে পারেন তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। তাই একগাল হেসে নিজের আসনে গিয়ে বসেন। বিরাট, ধোনিরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

১০ রানে অলআউট! টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বনিম্ন রানের লজ্জার রেকর্ড

কার্তাজেনা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ শূন্য রানে আউট হওয়া ক্রিকেটে নতুন নয়। ধারাবাহিক ভাবে খারাপ পারফর্ম করা ক্রিকেট তো বটেই সব খেলারই অঙ্গ। কিন্তু কোনও টিম মাত্র ১০ রান করে অলআউট হয়ে যাবে, এমনটা ক্রিকেট এর আগে আর দেখেনি। সেই 'লজ্জা'র রেকর্ডও দেখে ফেলল ক্রিকেট দুনিয়া। তাও কিনা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। যে ফর্ম্যাটে রানের পাহাড় তৈরি করে টিমগুলো। মুড়িমুরকির মতো চার-ছয় দেখা যায় যে ক্রিকেটে, সেখানেই নীরবে ঘটে গেল আশ্চর্য রেকর্ড। স্পেনের সঙ্গে খেলা ছিল আইল অফ ম্যানের। এই ছোট দ্বীপের জনসংখ্যা এক লক্ষও নয়। ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের মাঝখানে আইরিস সমুদ্রের এই দ্বীপই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে স্কোর বোর্ডে লিখিয়ে ফেলল সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড। টসে হেরে স্পেনের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমেছিল আইল অফ ম্যান। ২০১৭ সালে তারা অ্যাসোসিয়েট সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিল আইসিসিতে। ২০১৬ সালে ও ২০১৮ সালে তারা বিশ্বকাপের যোগ্যতা পর্বেও খেলেছে। কিন্তু এর আগে কখনওই এমন লজ্জার রেকর্ডের মুখোমুখি হতে হয়নি। এমনকি, স্পেনের বিরুদ্ধে এর আগের ম্যাচেই ৭ উইকেটে জিতেছিল, ১৩২-৮ তুলে। সেই টিমই কার্যত ধুয়ে মুছে গেল। স্পেনের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮.৪ ওভারেই শেষ হয়ে যায়। টিমের প্রথম ছয় ব্যাটাররা রানই পাননি। সব মিলিয়ে সাতজন শূন্য করে ফিরেছেন। টিমের সর্বোচ্চ জোসেফ বরোজের ৪। বাকি তিন ব্যাটার ২ করে করতে পেরেছিলেন বলেই দু'অঙ্কের রান তুলতে পেরেছিল আইল অফ ম্যান। এই ধরনের ম্যাচে সাধারণত প্রতিপক্ষ টিম প্রচুর ওয়াইড, নো করে। তাতে বিপক্ষের রান কিছুটা ভদ্রস্থ হয়ে যায়। স্পেনের বোলাররা তা করেননি। একটিও অতিরিক্ত না দেওয়ার ফলে ১০-এই অলআউট হয়ে যায় টিম। স্পেনের বাঁহাতি পেসার আতিফ মেহমুদ ও মহম্মদ কামরান চারটি করে উইকেট নেন। কামরান আবার হ্যাটট্রিক করে তৃতীয় ওভারে। আইল এফ ম্যাচ ১০ রানে অলআউট হয়ে যাওয়ার পর স্পেনের জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে লেগেছিল মাত্র দু'বল। আয়ওয়িস আহমেদ পর পর দুটো ছয় মেরে টিমকে জিতিয়ে দেন। যা আবার দ্রুত ম্যাচ জেতার ক্ষেত্রে রেকর্ডও। এর আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বনিম্ন স্কোর ছিল বিগব্যাশ লিগে। গত বছর সিডনি থান্ডারর্স মাত্র ১৫ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিরুদ্ধে। সেই রেকর্ডও ভেঙে গেল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন স্কোর ছিল ২১। চেক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তুরস্কের ছিল লজ্জার রেকর্ড। সেই রেকর্ডও ভেঙে গেল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টি-২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে এর আগে নেপালের মেয়েরা ৮ রানে অল আউট হয়েছিল।

বাবরকে আর পছন্দ নয়

শাদাব খানকে পাকিস্তানের পরের অধিনায়ক বেছে ফেললেন শোয়েব

লাহোর, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ ঘরের মাঠে একের পর এক টেস্ট হারের পর থেকে অধিনায়ক বাবর আজমকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দেশকে নেতৃত্ব দিতে তিনি উপযুক্ত কি না, তাই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একের পর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার তাঁর সমালোচনা করছেন। এ বার পাকিস্তান ক্রিকেটে অধিনায়ক বদলের ডাক দিলেন শোয়েব আখতার। তিনি চান, শাদাব খানকে অধিনায়ক করা হোক। শোয়েবের মতে, বাবরের যোগাযোগের সমস্যা রয়েছে। তিনি ভাল ইংরেজি বলতে পারেন না। ফলে তিনি কী বলতে চাইছেন, সেটা বাকি ক্রিকেটবিশ্বের কাছে দুর্বোধ্য থেকে যায়। শোয়েবের কথায়, ''ক্রিকেটীয় দক্ষতার ব্যাপারে শাদাব বেশ চটপটে। সব সময় উন্নতি করতে চায়, যেটা খুবই ভাল। ভুল স্বীকার করে তা দ্রুত শোধরাতে চায়। গত দু'বছরে বোলিং এবং ফিটনেস নিয়ে খুব পরিশ্রম করেছে। ভাল কথা বলতে পারে। তাই আগামী দিনে পাকিস্তানের সাদা বলের ক্রিকেটে ওকে অধিনায়ক করলে খারাপ হয় না।'' সাদা বলের ক্রিকেটে সে ভাবে সাফল্য না থাকা সত্ত্বেও কেন এত দিন ধরে বাবরকে অধিনায়ক রেখে দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শোয়েব। তাঁর মতে, শাদাবের মতো আগ্রাসী ক্রিকেটারই এখন পাকিস্তানের ক্রিকেটে দরকার। বলেছেন, ''শাদাবের মতো ক্রিকেটার পাকিস্তানের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। ও যথেষ্ট আগ্রাসী এবং দলকে সঠিক ভাবে চালনা করতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। শাদাব এবং আজহার মাহমুদ (ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের কোচ) খুব ভাল জুটি।'' শাদাব এই মুহূর্তে পাকিস্তান সুপার লিগে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের কোচ। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় তিনি পাক দলের অধিনায়ক ছিলেন। দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত ছ'টি টেস্ট, ৫৩টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৮৪টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন।

মেসির ৭০০তম গোলের রেকর্ডের রাতে এমবাপেরও জোড়া গোল, পিএসজির জয়

মার্সেই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ মেসির পাস থেকে এমবাপের গোল। এমবাপের পাস থেকে মেসির। ম্যাচের তখন মাত্র ২৯ মিনিট। কিন্তু মার্সেইয়ের বিপক্ষে পিএসজির ম্যাচটার ভাগ্য আসলে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তখনই। এরপর আর এই ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর বা হারার কথা নয় পিএসজির। না, সে রকম কিছু হয়নিও। বরং ব্যবধান পরে আরও বেড়েছে। বিরতির পর নেমে মিনিট দশেকের মধ্যে নিজের দ্বিতীয় গোলটা পেয়েছেন এমবাপে, এবারও গোলে সহযোগিতা মেসির। মার্শেইয়ের বিপক্ষে পিএসজি ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত জিতেছে ৩-০ গোলেই। যে জয়ে ২৫ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে ফরাসি লিগে শীর্ষস্থানটা আরও মজবুত করেছে পিএসজি। সমান ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে মার্শেই। মেসির জন্য এ এক স্মরণীয় ম্যাচ, স্মরণীয় রাত। এমবাপের পাস থেকে ম্যাচের ২৯ মিনিটে গোলটা করেই তিনি ছুঁয়েছেন দারুণ এক মাইলফলক। ক্লাব ক্যারিয়ারে এটি তাঁর ৭০০তম গোল। এর মধ্যে বার্সেলোনার হয়ে করেছেন ৬৭২টি, পিএসজির হয়ে ২৮টি। ফুটবল ইতিহাস ও পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকসের (আইএফএফএইচএস) তথ্য অনুসারে, শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাব ফুটবলে ৭০০ ক্যারিয়ার গোল এখন মাত্র দুজনের। মেসির আগে এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, ক্লাব ক্যারিয়ারে ৯৫৭ ম্যাচে যার গোল ৭০৯ টি। তবে ইউরোপের শীর্ষ ৫ লিগে খেল ৭০০ গোল করেছেন একমাত্র মেসিই। রোনাল্ডোর ৭০৯ গোলের মধ্যে ৮টি সৌদি প্রো লিগ ও ৫টি পর্তুগিজ প্রিমেরা লিগায়। আরও একটা জায়গায় রোনাল্ডোর চেয়ে এগিয়ে মেসি। ক্লাব ক্যারিয়ারে ৭০০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে রোনাল্ডোকে খেলতে হয়েছিল ৯৪৩ ম্যাচ। মেসি আজ খেলেছেন তাঁর ক্লাব ক্যারিয়ারের ৮৪০তম ম্যাচ। ৭০০ গোল করা কতটা অবিশ্বাস্য সেটা বোঝা যেতে পারে আজ কিংবদন্তি গ্যারি লিনেকারের একটি টুইটে। মেসি মাইলফলক ছোঁয়ার পর যিনি টুইট করেছেন, 'মেসি ক্লাব ক্যারিয়ারের ৭০০তম গোল করল। ১৪ বছরে ধরে মরসুমে ৫০টা করে গোল করলে এই কীর্তি গড়া যায়। পাগলামি!' একই কথা সত্য রোনাল্ডোর বেলায়ও। শুধু গোল করাই নয়, এ মার্সেইয়ের বিপক্ষে এ ম্যাচে এমবাপের দুটি গোল বানিয়েও দিয়েছেন মেসি। প্রথমটি ২৫ মিনিটে, পরেরটি ৫৫ মিনিটে। নেইমার চোটের কারণে নেই। তবে এই ম্যাচে মেসি-এমবাপ্পের রসায়ন দেখে মনে হয়েছে, আপাতত নেইমারের অভাব পিএসজিকে বুঝতে দিতে চান না তাঁরা দুজন। একে অন্যকে দিয়ে গোল করা ও করানো এবং গোলের পর গলাগলি করে উদযাপন, কে বলবে, সোমবার 'ফিফা দ্য বেস্ট'-এ বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়ের লড়াইয়ে এ দুজন একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী!

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501